Vol. 3 | No. 1 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ

Volume	3
Issue	1
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 15, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i1.4
Pages	97-232
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ
বা
যুগ-সংবাদ

[মুহম্মদ খান বিরচিত]

Check for updates

॥ ভূমিকা ॥

কবি মুহম্মদ খান আমাদের সাহিত্যে প্রথম রূপককাব্য রচয়িতা। আজকাল বিদ্যাসুন্দর, নল-দময়ন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও রূপকরচনা বলে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। কিন্তু সে-সবের রূপক এমন প্রত্যক্ষ নয়, পাণ্ডিত্যের জোরে ব্যঙ্গ্যার্থ বের করা হয় মাত্র। যুগসংবাদের রূপক খুবই স্পষ্ট। কবি নিজেই বলেছেন ঃ

১। উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ॥
২। বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে।
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে॥

মুহম্মদ খান আরো একদিক দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বিশিষ্ট কবি। ইনি বাংলায় তৃতীয় ট্র্যাজেডী রচয়িতা। বাংলা ট্র্যাজেডীর আদি কবি 'জঙ্গনামা' ও লায়লী মজনু রচয়িতা দৌলতউজীর বাহরাম খান (১৫৪৫-৫৩ খৃঃ)। দ্বিতীয় কবি 'জঙ্গনামা' লেখক নসরুল্লাহ খান খোন্দকার (আঃ ১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ) এবং তৃতীয় 'মক্তুল হোসেনে'র কবি মুহম্মদ খান (১৬৩৫-৪৫ খৃঃ)। প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। কাজেই 'মক্তুল হোসেন' আমাদের সাহিত্যে আজো বিশিষ্ট কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের আদি উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক মুসলমান ; এ সাহিত্যের আদি কবিও মুসলমান—শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ)। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডী রচয়িতা মুসলমান। এ ভাষায় ধর্মপ্রেরণাবিহীন মানবিক

কাহিনী নিয়ে রসসাহিত্যের সৃষ্টিও করেন মুসলমান, এবং এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাজী দৌলতও মুসলমান। রক্তে-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া সুখ-দুঃখ এবং প্রণয়-বিরহের গাথা রচয়িতারও অধিকাংশই মুসলমান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বাংলার মুসলমানের অবদানে সৃষ্ট, পুষ্ট ও ঋদ্ধ। এর উন্মেষে, বিকাশে ও বৈচিত্র্য সাধনে বাংলার মুসলমানের দান অপরিমেয়। সে-মুসলমানের মনেই আজ সংশয়—বাংলা তাদের জাতীয় ভাষা কি-না!

॥ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ॥

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে এই একখানা মাত্র পাণ্ডুলিপি ছিল। ১৬″×৬″ পরিমিত তুলোট কাগজে লেখা। ১-৫৫ পত্রে সমাপ্ত। কিন্তু মধ্যে ২, ৩৬-৩৯ পত্রগুলো নেই।

এর লিপিকাল ১১৪৪ মঘী বা ১৭৮২ খৃস্টাব্দ। লিপিকর গোলাম আলী। পুষ্পিকা—

> "পুস্তকাধিকারি শ্রী নোজিস খলিফা পীং এআর মাং খলিফা সাং হাজার বিঘা থএদাত নিজ বকসীহামিদ লিখক শ্রী গোলাম আলী নৈস্য সন ১১৪৪ মঘি তাং ১২ জমাদিল আখের মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবি বাসর বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড।"

শীগ্‌গীর এর আর কোন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই মনে করে, আমরা এই একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি সম্বল করে কাব্যখানি সম্পাদনা করে দিলাম। আপাতত এতেই প্রাথমিক আলোচনার কাজ চলতে পারবে।

॥ কবি পরিচিতি ॥

'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ'-এ কবি আত্মপরিচয় দেননি। কেবল ভণিতায় দু'একজন পূর্বপুরুষের নামোল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মক্তুল হোসেন'-এ কবি—কেবল আত্মপরিচয় নয়—পীর পরিচিতিও সবিস্তারে দিতে চেষ্টা করেছেন। আমরা তাই 'মক্তুল হোসেন' থেকেই কবির আত্মপরিচয় তুলে ধরছি ঃ

॥ চট্টগ্রামের পীর-পরম্পরার স্তুতি ॥

একমনে প্রণাম করম বারেবার।
কদল খান গাজী পীর ত্রিভুবন সার॥
যার রণে পড়িল অক্ষয়[১] রিপুদল।
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল॥
একেশ্বর মহিম হইল প্রাণহীন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন॥
বৃক্ষডালে[২] বসিছিলা কাফিরেরগণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি[৩] সবে করিলা নিধন॥
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ হেতু না লেখিলুঁ নাম॥
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম।
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।
শএখ শরীফুদ্দিন ত্রিভুবনে জান॥
একমনে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু অতি বিতপণ॥
প্রণামহোঁ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজী সে আলাম নাম ধর॥
মহাসত্য মীর[৪] কাজী তাহান নন্দন।
একমনে প্রণামহোঁ এ দুই চরণ॥
তানসুত গুণযুত খান কাজী নাম।
তাহান পদেত মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান নন্দন জান সর্বগুণালয়।
করতার ভাবে মগ্ন তাহান হৃদয়॥
শএখ হামিদ পীর জানে ত্রিভুবন।
এক মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তান সুত সুলতান[৫] বুদ্ধি সুরগুরু।
দুঃখিত জনের প্রতি ভব-কল্পতরু॥
যার করমেতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন॥
তাহান ঔরসোদ্ভব ত্রিভুবনের সার।
দশদিক ভরি কীর্তি হইল যাহার॥
ক্ষেণেকে মক্কাতে চলি যাএ যেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ।
যথাবিধি করতার সেবন্ত বিশেষ॥
হামিদ আলাম পীর ভুবনের গতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি॥
তাহান ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতপণ॥
বধিল সে রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম।
আপনেহ স্বর্গবাসী হৈলা পরিণাম॥
শাহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্যাদা সাগর।
চরণ রাজীবে প্রণামহোঁ বহুতর॥
তাহান ঔরসে বিবি মানিক্য ধরিলা।
সর্বসুলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা॥
পরম উজ্বল কান্তি কমল লোচন।
আখেরে কুতুব হেন বলে সর্বজন॥
পীর মোকারম নাম ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহান প্রণামি বারেবার॥
তাহান কনিষ্ঠ সে যে পূজিত ভুবন।
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমল লোচন॥
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উঞ্চ নাসাদণ্ড।
দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড॥

---

১ অসংখ্য ২ তলে ৩ ভেদি ৪ পীর ৫ সুতনয়

তাহান নন্দন শ্যাম-সুন্দর শরীর।
পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্বশাস্ত্রে থির॥
গৌড়রাজ্য অধিপতি যাকে প্রশংসিলা।
ভিক্ষুক জনের পতি যাহাকে বুলিলা॥
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান।
আপনার প্রিয় সুতা দিলা যার স্থান॥
বার বাঙ্গালার রাজা ইসা খান বীর।
দক্ষিণ-কূলের রাজা আদম সুধীর॥
স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিতি।
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধির পতি॥[1]
সদর জাঁহা করি[2] যার ভুবনে বাখান।
পরম পাণ্ডিত্য গুণে রসের নিদান॥
পীর মুলুকে যারে বোলে সর্বজন।
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ॥
একমনে ভাবে যেবা এক নিরঞ্জন।
ক্ষমাকুল দয়াশীল মধুর বচন॥
শাহা আবদুল ওহাবের করম বন্দন।
শাহা ভিখারী তানে বোলে সর্বজন॥
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে 'দধি।
বহুল প্রকারে যারে সৃজিলেক বিধি॥
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে সেই জন।
প্রভুভাবে ঝরে নীর কমল লোচন॥
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে পূজএ যার পদ।
আল্লার কালাম যার হএ কণ্ঠগত॥
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধির হেতু।
মহাসত্য মহাশয় কুলজয় কেতু॥
ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে।
যা হোন্তে পাইল পদ রোসাঙ্গীরগণে॥
শাহা আহমদ[3] পীর করম বন্দন।
উদ্ধার করহ মোরে পশিলুঁ শরণ॥
মোহাম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুম্মিমাত্র সহায় নরক হৈতে পার॥

এ উদ্ধৃতিতে চট্টগ্রামের পীর-পরম্পরার প্রশস্তি রয়েছে। সম্ভবত এঁরা কোন একক বংশসম্ভূত নন। তিনটে কিংবা 'সুলতান'এর 'সুতনয়' পাঠ মেনে নিলে দুটো বংশ দেখা যায়ঃ

(১) শেখ শরীফুদ্দিন
- কাজী আলাম
  - মীর কাজী
    - খান কাজী
      - শেখ হামিদ
        - সুলতান

(২) বাবা ফরিদ
- হামিদ আলাম
  - শাহ নাসিরুদ্দিন
    - মোকারম
    - সদর জাঁহা

(৩) আবদুল ওহাব ওরফে শাহ ভিখারী
- শাহ আহমদ

১ মগধি-বৌদ্ধ, মগধিরপতি-আরাকানরাজ। 'মগধি বা মগধ' নামে যে বৌদ্ধদেরই নির্দেশ করা হত, তা আমরা বিভিন্ন পুথিতে পাচ্ছি। বিস্তৃত আলোচনার জন্য সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন—'গ্রন্থ পরিচয়'; বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২-৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন—'আওরাদে বারোজ প্রশস্তি', এবং শেখ মনোহর কৃত 'শমশের গাজীনামা দ্রষ্টব্য। ২ কাজী ৩ মোহাম্মদ

মোটের উপর কবিপ্রদত্ত পীর-পরিচিতি বিভ্রান্তিকর। এটা কি কবির পীর সৈয়দ সুলতানেরই বংশ পরিচয়, না মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষদের পীর পরম্পরার পরিচিতি কিংবা কবির পূর্ববর্তী ও সমকালীন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পীরদের প্রশস্তি তা নির্ণয় করা আপাতত দুঃসাধ্য।

॥ কবির বংশ পরিচয় ॥

তবে পিতামহ গণ প্রণমিএ একমন
পিতামহ মাহি আছোয়ার।
সিদ্দিকের বংশে জন্ম উমরের সদৃশ ধর্ম
লজ্জাএ ওসমান সমসর॥
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্রশাস্ত্রে গুরু
জন্ম হৈল আরবের স্থান॥
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার॥
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্রতীর সে হাজী খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই একমৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ॥
আল্লার অস্তুত করি সে মৎস্যর পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥

একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ি লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলাম সুখী
অঙ্গে অঙ্গে বহুল সম্ভাষিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে
দেখিলেন্ত আচার্য নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরী জিনি সুধাহাসি মধু বাণী
নয়ান চকোর[১] কমলিনী॥
তান মুখ জুতি দেখি চকোর ভ্রমর আঁখি[২]
পরস্পর বাঞ্ছিলেক দ্বন্দ্ব।
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল
ললাটে শ্রীখণ্ড অর্ধচন্দ্র॥
দেখি মাহি আছোয়ার পিতা স্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য না দিল যবে ব্যাঘ্রে আরোহি তবে
বিপ্র দ্বারে আইলা তুরিতে॥
ভএ ধায় বিপ্রগণ আচার্যে ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী॥

---

১ অমল ২ সুখী

হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম।
পালন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্রমে হামজা তুল
শৌর্য বীর্য দিতে নাহি সীম॥
তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম
বদন কমল কলানিধি॥
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু
সত্য বাদী সিদ্দিক সমান।
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তিখান রূপে পঞ্চবাণ॥
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন সচীপতি
তাহানে প্রণামি বারেবার।
তাহান নন্দন বলি রসে 'দধি বলে শূলী
দানে হরিচন্দ্র সমসর॥
তেজে অগ্নি কোপে যম মানেত কৌরবসম
রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিনাখান রূপে অনুপাম॥[১]
তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান
কার্তবীর্য সম ধনু ধারী।
জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু
যার কীর্তি গৌড় দেশ ভরি॥
ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যযাতি[২]
ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে 'দধি
তাহানে প্রণামি বহুতর॥
করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রুসব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি॥[৩]
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
হামজা খান মছলন্দ হাস্যবাণী মকরন্দ
তাহাকে প্রণামি বারেবার॥
তাহান নন্দনবর রসে যেন রত্নাকর
ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর
ঐশ্বর্যাদি নৃপ যযাতি॥[৪]
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু
জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণবলী জিনি দানে
ভিক্ষুক জনের যেন বাপ॥
বিজয়ে বিজয় সম বিপক্ষ কুলের যম
চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুবলিত বর
পুরান্ত সকল নারী আশ॥
প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম
বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান
তান পদে করম মিনতি॥
প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চালি পদ
তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বী জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর॥

---

১ মিনখান ছিল তান নাম ২ জয়জাতি—যক্ষজাতি? ৩ রাজধানী
৪ জয়জাতি—যক্ষজাতি?

সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপগণি।
ক্ষেপন্ত করাল শেল নাশন্ত রিপুর কুল
জ্বলন্ত আনল হেন জানি॥

প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তি গান্ত সবিশেষ
মহিষ[১] মারন্ত এক শরে।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
একশরে শার্দূল সংহারে॥

সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব সম
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি।
মুখ জুতি পুর্ণ চন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
অমল কমল দল আঁখি॥

দসন মুকতা পাঁতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরুযুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘ বাহু মধ্যচারু গজ শুণ্ড দুই উরু
চরণ অমল কমলিনী॥

নারী-মুখ-পদ্ম-ভৃঙ্গ সমরে সদৃশ সিংহ
মধুবাণী সুধা সম হাসি।
তেজি গুরুজন ভীত সকল কামিনী চিত
শ্যাম ঘন মিলিবারে আসি॥

কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরাএ
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণ শশী কেহ বোলে নহে বাসি
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক॥

কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে নহে এ সকল্।
সুরশশী পঞ্চবাণ এহি সে জালাল খান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর॥

সে পদ-পঙ্কজ রেণু শিরে ধরি ফাগু জন্থু
রচিলুঁ পঞ্চালি অনুপাম।
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী
সমরেত ভৃগুপতি[২] রাম॥

সুমেরু সদৃশ স্থির দানে জিনি কর্ণবীর
নতু কিবা হাতিম সমান।
বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম
নতু ষড়াননের সমান॥

কোপে যুগান্তরের যম তেজশালী হুতাসন
দহএ যেহেন কানন।
শ্যাম নবজলধর যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
চন্দ্রমুখ কমল নয়ান॥

ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধি কল্পতরু
মর্যাদায় সদৃশ রত্নাকর।
মধুসম বাক্য জান শ্রীযুত রহিম খান[৩]
তাহানে প্রণমি বহুতর॥

তাহান অনুজবর পার্থসম ধনুর্ধর
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির॥

কোপে অগ্নি মানে কুরু দানে কর্ণ কল্পতরু
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির॥

শাস্ত্রে অস্ত্রে অনুপাম রূপে অভিনব কাম
বদন অমল কমলিনী।
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কল্পতরু
মধুহাসি অমিয়া সে বাণী॥

নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে অবিশ্রাম মন
তিলেক নাহিক বিস্মর।
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার
স্মরিতে যে নিরূপ আকার॥

প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণে তান
প্রণমিএ সহস্রেক বার।
তান সুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান
পঞ্চালি রচিলুঁ শিশুবুদ্ধি।
শুন কহি গুণীলোক অপরাধ ক্ষেম মোক
গুণ কহিলুঁ সকল সুদ্ধি॥

---

১ মহিম ২ রঘুপতি ৩ শ্রী বিরহিম খান

কবির আদিপুরুষ মাহি আসোয়ার। তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশজাত। আরবে তাঁর জন্ম। পীর হাজী খলীল দুনিয়া সফরে বের হলে মাহি আসোয়ারও তাঁর সঙ্গী হন। তাঁরা চট্টগ্রামে পৌঁছলে গাজী কদর খান তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। মাহি আসোয়ার এক ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হন এবং ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তার কন্যা বিয়ে করেন। পরে এক সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র রেখে দেশে ফিরে যান। তাঁর বংশ পরিচয় এরূপ ঃ

মাহি আসোয়ার (অনুঃ ১৩৩৯-৪৫ খৃঃ)
|
হাতিম
|
সিদ্দিক
|
রাস্তি খান (চট্টগ্রামের অধিপতি)
|
মিনা খান (যাঁর কীর্তি গৌড় দেশ ভরি)
|
গাজুর খান (ত্রিপুরা বিজেতা ও নব রাজধানী স্থাপয়িতা)
|
হামজা খান (পিতৃরাজ্য শাসন কর্তা)
|
নসরত খান (চট্টগ্রাম-দেশ-কান্ত)
|
জালাল খান (সমরেত ভৃগুপতি-সম)
|
রহিম বা বিরহিম খান — মুবারিজ খান
|
কবি মুহম্মদ খান

মুহম্মদ খানের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত 'মুলুক সোয়াং' গাঁয়ে এক নায়েব উজীর মুহম্মদ খানের পাকা মসজিদ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে আরবী ডোগরা হরফে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিও আছে। আজো এর পাঠোদ্ধার করা হয়নি। কেউ কেউ এই নায়েব উজীর ও কবি মুহম্মদ খান অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। উৎকীর্ণ লিপির পাঠ না জানা পর্যন্ত কিছুই অনুমান করা উচিত হবে না। তবে আমাদের সংশয়ের কথা এই যে, নায়েব উজীরের মত পদস্থ ব্যক্তি হলে, কুল-গৌরব-গর্বী মুহম্মদ খানের পক্ষে তা' চেপে রাখা অস্বাভাবিক।

যদিও কবি উচ্ছ্বাস বশে অনেক অত্যুক্তি করেছেন, তবু এ দীর্ঘ বর্ণনা থেকে ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী বর্ণনায় কোন ইতিহাসের সাহায্য পাননি। পিতৃপুরুষের মুখে-শোনা অতিরঞ্জিত আর সত্য ও কল্পনায় বিকৃত ইতিকথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কবি যে এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে গৌরব বোধ তিনি গোপন করতে পারেননি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের ও পীরের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে ভণিতা শেষ করেছেন। এতে আমাদের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা—কেননা চট্টল-ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে।

(ক) মাহি আসোয়ার বা মৎস্যারোহী (মৎস্যাকৃতির জাহাজে আরোহী) এবং পীর হাজী খলীলের চট্টগ্রামে আসার কাহিনী আমাদের বহুশ্রুত আরব-চট্টগ্রাম তথা আরব-বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।[১] আমরা অনুমান করতে পারি, মাহি আসোয়ার আরব ব্যবসায়ী এবং হাজী খলীল ধর্মপ্রচারক ছিলেন। অন্তত খৃস্টীয় আট শতক থেকে আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে যাতায়াত করত। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে খলিফা হারুণ-অর-রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) মুদ্রার (৭৮৮ খৃঃ) আবিষ্কার আমাদের এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণে সাহায্য করছে। আরব-পারস্যের সূফী দরবেশেরাও দেশ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। সে যুগে যাতায়াত সহজ ছিল না বলে, আরব বণিকদের এ দেশে দীর্ঘকাল থাকতে হত। তাই এ দেশে বাসকালে তারা দেশীমেয়ে বিয়ে করত। যেমন ইয়ুরোপীয় বণিকদের অনেকে করেছিল। এমনকি পর্যটক ইব্‌ন বতুতাও স্থানে স্থানে স্বল্পমেয়াদী (মো'তা) বিয়ে করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। মাহি আসোয়ারের বিয়ে করা এবং পরে দেশে ফিরে যাওয়ার কাহিনী আমাদের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করছে।

---

১ (ক) Early Muslim Contact with Bengal—Dr. A. H. Dani, Proceedings of All Pakistan History Conference : Ist Session 1951. pp 188-202.

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম : দ্বিতীয় অধ্যায়—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।

কাজেই মাহি আসোয়ার কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। মৎস্যাকৃতিক জাহাজে চড়ে সে কালে আরব থেকে যারা আসত, সম্ভবত তারাই মাহি আসোয়ার নামে খ্যাত হত। এ জন্য বাংলা দেশে আরো অনেক মাহি আসোয়ার বংশ রয়েছে। হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও ইসলামের উদ্ভবভূমি আরবের প্রতি এ দেশী মুসলমানের একটি শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব রয়েছে। তাই ও'দেশ থেকে যে কেউ আসে, তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো হয়, এর ফলে তাদের উপর আলৌকিক শক্তিও আরোপিত হয়। বলাবাহুল্য, মহাস্থান গড়ের মাহি আসোয়ার সৈয়দ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে কবি মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষ আমাদের আলোচ্য মাহি আসোয়ারের কোন সম্পর্ক নেই।

(খ) গাজী কদর খান বা কদল খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লোকশ্রুতি মতে ইনি সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র (১৩৩৮-৪৯ খৃঃ) সেনাপতি রূপে চট্টগ্রাম জয় করেন এবং কিছু কালের জন্য সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। চট্টগ্রামের বুকে রাউজান থানায় এঁর নামের গ্রাম (কদলপুর), মস্‌জিদ ও দীঘি আজো বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) বদর আলাম পীর বদরই হবেন। এই বদর আলাম বা বদরউদ্দীন আল্লামাহ্‌ হযরত শাহ্‌ জালাল মুযরদ-ই-য়মনের সমসাময়িক ছিলেন। শাহ জালাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট যান আর ১৩৪৬ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সুতরাং পীর বদর আলাম চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামে বাস করতেন। ইনিই দেও-জীন অধ্যুষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ চট্টগ্রাম আবাদ করেন বলে প্রবাদ আছে। এঁর হাতের 'চাটি' (দীপ) থেকেই অঞ্চলটির নাম 'চাটিগ্রাম' হয়েছে বলেও জনশ্রুতি চালু আছে। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে 'বদর পাতি (পট্টি ?)' নামে বদর শাহ্‌র দরগাহও রয়েছে। কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে দেখা যায় মাহি আসোয়ার, হাজী খলীল, বদর আলাম ও গাজী কদর খান সমসাময়িক ছিলেন। কবির বংশ লতিকার আলোকেও এর কালিক যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। বিহারের পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম (মৃত্যু-১৩৪০ খৃঃ) [বর্ধমান জেলার কাল্‌নায় যাঁর নকল সমাধি রয়েছে] আর চট্টগ্রামের পীর বদর হয়ত অভিন্ন ব্যক্তি।

(ঘ) 'বার বাঙ্গালার রাজা ঈসা খান বীর' ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খানই। কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে জানা যায়, তাঁর পীর ছিলেন চট্টগ্রাম বাসী সদর জাঁহা। এ সূত্রে ঈসা খান হয়তো চট্টগ্রাম যাতায়াত করতেন। মুঘলের ভয়ে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়-ঘেঁষা অঞ্চলে কিছু কাল (দু'বছর) আত্মগোপন করে ছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার 'ঈসাপুর' গ্রাম তাঁর এ আত্মগোপনের স্মৃতিই বহন করছে বলে লোকের ধারণা। ঈসা খান ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[১]

(ঙ) 'আদম সুধীর' কোন্ দক্ষিণ কূলের রাজা ছিলেন জানা যায় না। প্রচলিত ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে তাঁর খোঁজ মিলে না।

(চ) 'মগধির পতি' বা মঘদের পতি অর্থে রোসাঙ্গ বা আরাকানরাজকে নির্দেশ করে।[২]

(ছ) এক রাস্তি খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামে তাঁর নির্মিত মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়ের সুলতান রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯—৭৬ খৃঃ) পদস্থ কর্মচারী বা তাঁর চট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন।[৩]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[৪] ও ডক্টর আহমদ হাসান দানী[৫] এই রাস্তি খানকেই কবি মুহম্মদ খান-উক্ত রাস্তি খান বলে স্বীকার করেছেন। অথচ পরাগলী মহাভারত সূত্রে আমরা জানি যে রাস্তি খানের পুত্র স্বনামধন্য পরাগল

---

১ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, 'আওরাদে বারোজ প্রশস্তি'।

২ 'বৌদ্ধ' অর্থে মগধি বা 'মগধ' বা 'মগ' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'গ্রন্থপরিচয়' সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, দ্রষ্টব্য। নানা পুথিতে এ অর্থে 'মগধ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

৩ বিস্তৃত বিবরণের জন্য আলাউল বিরচিত 'তোহফা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। পৃঃ ১৮২।

৫ Early Muslim Contact with Bengal : The Proceedings of the All Pakistan History Conference : Ist Session held at Karachi 1951, pp. 201—2.

খান ও পৌত্র ছুটি খান। আলোচ্য বংশ লতিকায় এই দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম নেই। সঙ্গতি রক্ষার জন্যে ডক্টর দানী যথাক্রমে মিনা খান ও গাভুর খানকে কৃতি সাদৃশ্যে পরাগল ও ছুটি খান বলে মনে করেছেন, আর হামজা খান ও আবদুল বদরের আমলের (১৫৩৩—৩৯ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আমিরজা খানকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছেন। কিন্তু তথ্যবিহীন এ সিদ্ধান্তের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। বিশেষত মিনা খান বা গাভুর খান এমন কোন ভাল নাম নয় যে কবি সুখ্যাত পরাগল খান ও ছুটি খান নামের পরিবর্তে ওগুলো প্রয়োগ করবেন। পরাগলী কিংবা ছুটি খানের মহাভারতেও মিনা খান বা গাভুর খানের নাম নেই। একখানি পরাগলী মহাভারতে[১] আমরা রাস্তি খান ও পরাগল খানের নিম্নরূপ পরিচয় পাচ্ছি ঃ

(ক) রুদ্রবংশ রত্নাকর তাতে জন্ম সুধাকর
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরে
বিরচিত ভারত বাখান।

(খ) দাতাকর্ণ গুণান্বিত, কৃতিমতি সঙ্গীতি বিদ্যাপতি
নানা বাক্য বিলসিত সিদ্ধান্ত বাচস্পতি ॥
নিত্যং ধর্ম সুমতি জিতেন্দ্রিয় তথি কর্ম শুভগতি।
খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতি ॥

(গ) (পরাগল) রাস্তি খান তনয় গুণনিধি। পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৪ সন, পৃঃ ১৬৬।

(ঘ) নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইলেন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া ॥

(ঙ) পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি ॥

---

১ গৃহস্থ ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। এবং শ্রীবৎস চরিতম প্রঃ ১৯১৫ খৃঃ। —জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ।

(চ) লস্কর পরাগল খানের তনয়।
শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয়।
ছুটি খান নাম নসরত মহামতি।[১]
পশ্চাতে কি হইল হেন পুছিল ভারতী॥
শ্রীকর নন্দীএ কহে শুনিয়া সংহিতা।
জৈমিনি কহিলেক ভারতের কথা॥
(G. A. S. B. No 4124 P304B)

(ছ) খান পরাগল সুত পিতৃ ভক্ত অতি।
বাপের সংহতি যে নৃপতি সেনাপতি॥
(G. A. S. B. 4124 P330A)

(জ) খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু।
পিতার দুর্লভ বড় গুরু ভক্তি চারু॥
(G, A. S. B. 3710 P139)

(ঝ) নৃপতি হোসেন শাহ তনয় ক্ষিতিপতি।
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া কৈল সন্নিধান॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
বাপের বল্লভ পুত্র কুলের নন্দন।
কলিকাল অবতরি বিপক্ষ তপন॥
তাহান যতেক গুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুত সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ তবে পাইল ছুটি খান॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ি দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ॥
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর নৃপতি।
আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া সবিশেষ॥
সুখে বৈসে লস্কর আপনার দেশ।[২]

'ক' ও 'খ' উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় রাস্তিখান রুদ্রবংশীয় হিন্দুসন্ততি। জোবরার মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেখা যায় রাস্তিখান ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে

---

১ আমার কাছে একখানা সম্পূর্ণ ছুটি খানী অশ্বমেধপর্ব আছে। এর লিপিকাল ১১৫২ বাং ১৭৯০ খৃঃ। কিন্তু ওতে এ ভণিতা নেই।

২ অধিকাংশ উদ্ধৃতি ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ২২৫-২৮ থেকে গৃহীত। কেউ কেউ শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। প্রথম গ্রন্থে কবীন্দ্র বা পরমেশ্বর উপাধি ব্যবহার করে পরবর্তী গ্রন্থে স্বনামে ভণিতা দেওয়ার ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকে।

মনে হয়, লিপিকর প্রমাদে ভণিতা বদল হওয়ায় এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে।

বর্তমান ছিলেন। পরাগল খান যে এই রাস্তি খানেরই সন্তান ছিলেন, তা তাঁর হোসেন শাহের সেনাপতিপদ প্রাপ্তি থেকেই অনুমান করা যায়। 'ঘ' থেকে জানা যায়, পরাগল খান ১৫১৩-১৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ছিলেন। 'চ' উদ্ধৃতিতে দেখা যায় বড়খান পরাগলের পুত্র হিসেবেই নসরত খান পিতার জীবিতাবস্থায় ছুটি খান (ছোট) নামে অভিহিত হতেন। নামের দিক দিয়ে মিল না হলেও কৃতি ও সময়ের দিক দিয়ে মিনা খান ও গাভুর খানের সঙ্গে পরাগল ও ছুটি খানের মিল রয়েছে। তাই বোধ হয় ডক্টর দানী এঁদের অভিন্নত্ব অনুমান করেছেন। কিন্তু রাস্তিখানের যে পরিচয় অন্য সূত্রে পাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে কবি মুহম্মদ খানের বর্ণনার মিল নেই। চট্টগ্রামের কিংবদন্তী থেকে জানা যায় 'প্রতিপত্তিশালী মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র আরাকান রাজের বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলে চক্রশালার আরাকানী শাসনকর্তার হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর পরিজনেরা কোয়েপাড়া, পাটনীকোটা প্রভৃতি গাঁয়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন। এ বংশেরই এক শাখা ইসলাম গ্রহণ করে। রাস্তিখানের এ শাখায় উদ্ভব। ভরতরুদ্রের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও সাতটি দীঘি আজো পটিয়া-সংলগ্ন গাঁ ভাটিখাইনে বর্তমান রয়েছে। তাঁর বাস্তু 'রুদার ভিটা' নামে পরিচিত। পটিয়া গাঁয়ের প্রান্তে মজে-যাওয়া পরীর দীঘিও নাকি ভরতরুদ্রের কীর্তি। লোকচক্ষুর আড়ালে রাতারাতি এ দীঘি খনন করা হয় বলে বিস্মিত জনসাধারণ একে পরীর কাটা দীঘি বলে বিশ্বাস করে।'

এরূপ ক্ষেত্রে দুই রাস্তি খানকে অভিন্ন মনে করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমীচীন নয়। তবে মুহম্মদ খান শ্রুতিস্মৃতিকে পল্লবিত ও বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন বলে ধরে নিয়ে এবং দুটো পরিচিতির সামঞ্জস্য বিধান করে নিতান্ত অনুমান-নির্ভর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়: রাস্তিখানের সম্ভবত দুটো পুত্র ছিল—পরাগল খান ও মিনা খান। মোহাম্মদ খান এই মিনা খানেরই বংশধর। লক্ষনীয় যে পিতা ও পিতৃব্য ছাড়া কবি সবক্ষেত্রে একক বংশধরেরই নামোল্লেখ করেছেন। এবং সম্ভবত ছুটি খানের পর শাসন ক্ষমতা এ তরফেই চলে আসে। কিন্তু তবু 'মাহি আসোয়ার' ও রুদ্র বংশের বিভিন্নত্বের সমস্যা থেকে যায়, ফলে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশও রয়ে গেল প্রচুর।

॥ পীর-পরিচিতি ॥

মুহম্মদ খানের পীর ছিলেন 'নবীবংশ' রচয়িতা কবি সৈয়দ সুলতান। ভক্ত কবিদের ভাষায় তাঁর নাম পীর 'মীর সৈয়দ সুলতান'। ইনি ১৫৮৪-৮৬ খৃস্ট্রাব্দে [গ্রহশত রসযুগে অব্দ গোঞাইল-৯৯২-৪ হিজরী সনে] 'নবীবংশ' রচনা সুরু করেন। বিরাট গ্রন্থ বলে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য এই 'নবী বংশে'র চার পর্ব ও তিনটে পর্বাংশ যথাক্রমে—নবীবংশ. রসুল চরিত, শবেমেরাজ, ওফাত-ই-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ও ইব্লিস নামা নামে রামায়ণ-মহাভারতের পর্বাদির মত পৃথক পৃথক গ্রন্থ রূপে চালু ছিল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ভ্রমবশত এগুলোকে এক একটি স্বতন্ত্র রচনা বলে মনে করেছেন।[১] নবী বংশেরই 'বন্দনাংশ' শবেমেরাজে উদ্ধৃত হয়েছে। এ'ও ডক্টর হকের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু এ বন্দনাতেই রয়েছে[২] :

যেরূপে আদম সফি হৈল উতপন
কহিব যে সব কথা কিঞ্চিত বিবরণ [...বুঝিতে কারণ]... =
গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল।
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল॥

কাজেই এটা যে নবীবংশেরই উপক্রম, তাতে সন্দেহ থাকে না।

সৈয়দ সুলতানের অপর রচনা যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'জ্ঞান প্রদীপ'। 'জ্ঞান চৌতিশা' কোন পৃথক গ্রন্থ নয়। এটি জ্ঞান প্রদীপেরই অংশ এবং সম্ভবত উপসংহার। সৈয়দ সুলতান কিছু অধ্যাত্ম সঙ্গীতেরও রচয়িতা। অতএব সৈয়দ সুলতানের মোট তিনটি রচনা : (ক) নবীবংশ (খ) জ্ঞান প্রদীপ ও (গ) অধ্যাত্ম সঙ্গীত (এতে রাধাকৃষ্ণ রূপকের পদাবলীও আছে)।

সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তাতে আজকাল আর সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কেন, তাই বলছি :

---

১ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। পৃঃ ১৪৩-১৫৮।

২ পুথি পরিচিত। পৃঃ ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৫৭।

১। 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর লিপিকর মুজাফফর উক্ত পুথির যে-ক'জায়গায় নিজের 'ভণিতা' যোজনা করে দিয়ে কবিযশ আত্মসাৎ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন[১] তার একটিতে পরোক্ষে কবি সৈয়দ সুলতানের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে ঃ

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাফ্‌ফরে এজিদ উত্তর॥
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি॥

২। 'গুলে বকাউলি' রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম (১৭৬০-৮০ খৃঃ) পীর বন্দনায় বলেছেন ঃ

(ক) চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীর জাদা ঠাম।
ছৈদ সুলতান বংশে শাহাদুল্লা নাম॥
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দুতীয়ে জামাতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়ৎ জ্ঞাতা॥
তান পুত্র শ্রী সৈদ মোহাম্মদ সৈয়দ।
নিজ পীর স্থানে সেহ হইল মুরীদ॥ (?)

(খ) চট্টগ্রাম ধন্য ধন্য মহত্ত্ব বাখান।
ধার্মিক অতিথশালা ফকীর আস্তান॥
শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ পীর।
হাদী বাদশা আর শাহ সোন্দর ফকির॥[২]
শাহ সুলতান[৩] আর শাহ শেখ ফরিদ॥
শহরের মধ্যে বুড়া বদরের স্থিত॥

(গ) এবে প্রণমিব আমি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান॥
মোহাম্মদ খান বিতপন দৌলত কাজীবর।
এহি তিন আর এক আছএ তৎপর॥
গৌড়বাসী রইল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাউল নাম॥

---

১ সাহিত্য বিশারদ ভণিতা দেখে মুজাফ্‌ফরকেই 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর রচয়িতা বলে মনে করে ছিলেন। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। অবশ্য মুজাফফরও কবি ছিলেন। ইনি 'ইউনান দেশের পুথি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। দ্রষ্টব্য ঃ পুথিপরিচিতি, পৃঃ ২৯, ৩০। ২ সুন্দর ফকির পদাবলী রচয়িতা ছিলেন। পুথিপরিচিতি ঃ পৃঃ ৬৭৫। ৩ সুলতান বায়েজীদ বিস্তামী ?

৩। লালমতি সয়ফুলমুলুকের কবি শরীফ শাহও সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন ঃ

শাহ সুলতান সুত সর্বগুণে অলঙ্কৃত।
তান পদে করিয়া ভকতি ॥
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি ॥ (?)

৪। 'শির্নামা' রচয়িতা শেখ মনসুরের পীরও ছিলেন সৈয়দ সুলতানের বংশীয় ঃ

সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন।
ভাগ্যফলে হৈলুঁ আমি তাহার অধীন ॥
তান পদ পাদুকার রেণু ভুরু দেশ—
দিয়া মনে আশা করি আছিএ বিশেষ ॥

৫। 'নুরনামার' কবি শাহ মীর মুহম্মদ সফী সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন ঃ

কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি।
এহলোক পরলোক সেই দুরগতি ॥
পিতামহ শাহ ছৈদ জানহ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ ॥

৬। 'আজবশাহ সমনরোখ' প্রণেতা মোহাম্মদ চুহর (১৮০৪-৫০ খৃঃ) চট্টগ্রামবাসী 'কবিপ্রণামে' বলেছেন ঃ

আদ্যগুরু কল্পতরু ছৈদ সুলতান।
কবি আলাওল পীর মোহম্মদ খান ॥ ['পীর' বিশেষণটি লক্ষনীয়]

৭। 'নুরনামা'য় কবি শেখ পরাণ [আনুঃ ১৫৮০—১৬৪০ খৃঃ] বলেন ঃ

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান ॥
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান।
নবী বংশে রচিছন্ত ছৈদ সুলতান ॥
যেন মতে আদেশিলা প্রভু করতার।
আলি স্থানে বিভা দিল বিবি ফাতেমার ॥[১]

১। ২ থেকে ৭ নম্বর অবধি উদ্ধৃতির জন্য পুথি পরিচিতি, পৃঃ ১৫, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৪৯৮, ৫১৯ দ্রষ্টব্য।

৮। পদকার ফতে খানও সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন ঃ

কহে ফতে খানে সখি
উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান।
ভব কল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ্ সুলতান।

এ সব উদ্ধৃতির আলোকে সৈয়দ সুলতানের বংশলতিকাও খাড়া করা যায় ঃ

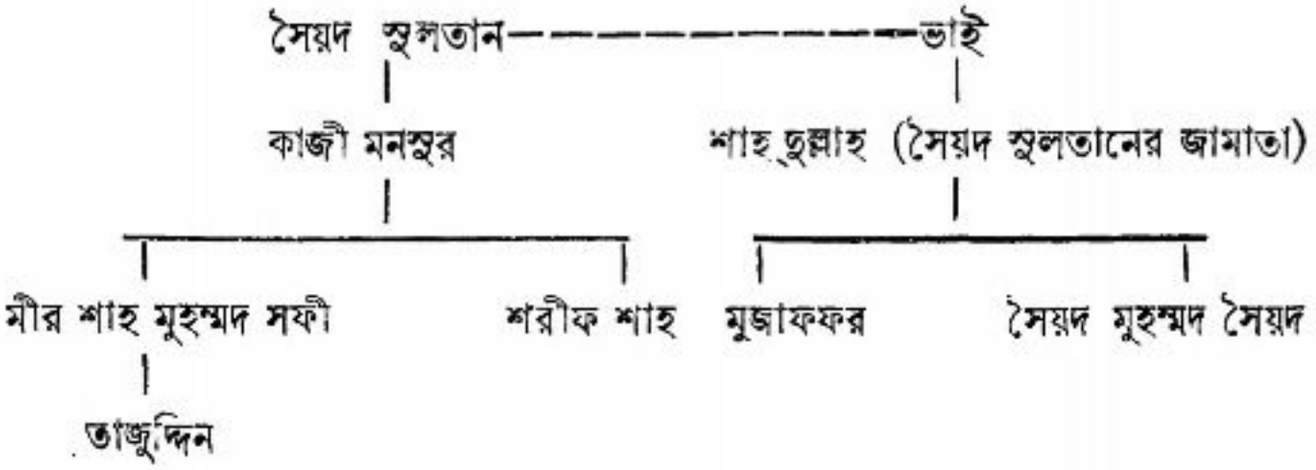

সৈয়দ সুলতান-মুহম্মদ খানের—পীর-সাগরেদের কালিক ব্যবধান ও গ্রন্থ সম্বন্ধে একটু ভুল ধারণার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃতিযোগে তার নিরসন প্রয়াস প্রয়োজন।

কবি সৈয়দ সুলতানের ইচ্ছা ছিল,—তিনি সৃষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত তক্ ইসলামি ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনা করবেন। এ পরিকল্পনানুযায়ী তিনি আদম থেকে ওফাত-ই-রসুল পর্যন্ত এ ধারার সমস্ত কিছু বর্ণনা করে গেছেন। সৈয়দ সুলতানের রচনা একাধারে কাব্য, সঙ্গীত, ধর্মকথা, দর্শন, ইতিহাস ও জীবনী সাহিত্য। ওফাত-ই-রসুল রচনা শেষ করে তিনি আর এগুতে পারেননি। সম্ভবত ব্যাধি অথবা জরা এসে তাকে অথর্ব করে দিল। তিনি অনুভব করতে পারলেন—এবার যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু তাঁর দেহদুর্গে হানা দিতে পারে। মৃত্যুর

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবি-প্রতিভা সম্পন্ন মুহম্মদ খানকে স্মরণ করলেন। তাঁর স্বপ্নকে যদি কেউ সার্থক করে তুলতে পারে, তবে সে মোহাম্মদ খান, তাঁর পুণ্য সাধন ব্রতে পূর্ণতা দান করতে পারে কেবল মুহম্মদ খান, তাই মৃত্যু প্রতীক্ষু কবি তাঁর আরব্ধ কর্মের গুরুভার দিয়ে গেলেন সর্বদিক দিয়ে যোগ্য শিষ্য মুহম্মদ খানকে। মুহম্মদ খান সানন্দে ও সার্থক ভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পীরের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগভীরতা শিষ্যের ছিল না সত্য, কিন্তু কবিত্বে, সহৃদয়তায়, ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনভঙ্গীর নিপুণতায় শিষ্য পীরকে ছাড়িয়ে গেছেন, এখন পীর-সাগরেদ সংবাদ মুহম্মদ খানের মুখেই শোনা যাক ঃ

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস 'দধি॥
শ্যাম নবজলধর সুন্দর শরীর।
দানে কল্পতরু পৃথিবী সম স্থির॥
পূর্ণ চন্দ্রধিক মুখ কমল লোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন॥
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর।
সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর॥
ভাবে ভবকল্পতরু গুণে রত্নাকর।
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর॥
ওসমান সদৃশ্য লজ্জা আলি সম জ্ঞান।
অসীম মহিমা পীর সাহা সুলতান॥...
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ।
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ॥
হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার।
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈল্লা করতার॥...
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা।
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা॥
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলী।
চারি ছাব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী॥
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া।
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া॥
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশন।
এহা হন্তে 'ধিক কথা নাহি কদাচন॥
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ।
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ॥

মুহম্মদ খান একটিমাত্র গ্রন্থ 'মুক্তুল হোসেনে' কেয়ামত তক্ বর্ণনা করে পীরের আরব্ধ কার্যে সমাপ্তি দান করেন। কিন্তু উক্ত উদ্ধৃতি পড়ে মনে হবে তিনি কয়েকখানা গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। [অবশ্য গ্রন্থটি প্রকাণ্ড বলে বিভিন্ন পর্ব পৃথকভাবে চালু ছিল]। তাই এখানে মুক্তুল হোসেনের বিভিন্ন পর্বের নামোল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি ঃ

আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব।
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব॥...
কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন।
চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান॥...
কহিব তৃতীয় পর্বে হাসনের বাণী।
জনবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি॥...
চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন।...
কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষ।...
ষষ্টমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে।...
সপ্তমেত স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি।...
অষ্টমেত দূতপর্ব শুন দিয়া মন।..
নবমে ওলিদপর্ব শুন গুণিগণ॥...
দশমে এজিদপর্ব কহিবাম এবে।...
একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব।
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব॥
যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর।
যেন মতে আসিয়া পুনি ইসা পয়গাম্বর॥
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি।
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল সংহারি।
এআজুজ মায়াজুজ সেই দুই বাহিনী।
যেন মতে হেসাব দিবেক সর্বজনি॥[১]

সৈয়দ সুলতান অথর্ব হয়েও দীর্ঘজীবী হয়ে ছিলেন বলে মনে হয়, নইলে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে মক্তুল হোসেন রচনাকালে মোহাম্মদ খান জীবিত [ভনিতার ভাষায় সে আভাস আছে] পীরের স্তুতি করতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যায়, নবী বংশের মত বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে ১০-১৫ বছর লেগেছিল অর্থাৎ ১৬০০ অব্দের দিকে শেষ হয়েছিল।

॥ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই ॥

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'কে মুহম্মদ খানের আদি ও স্বতন্ত্র রচনা বলে সাব্যস্ত করেছেন।[২] কিন্তু এটাও মক্তুল হোসেনের অংশ মাত্র।[৩] এর প্রথম ও শেষাংশে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে। বন্দনাটি প্রক্ষিপ্ত।

আরম্ভ: মক্তুল হোসেন এক কিতাব আছিল॥
এ সকল পরস্তাব কিতাবে লিখিল॥...
এজিদকে সংহারিয়া আলীর নন্দন।
এজিদের সৈন্য প্রতি অতি কোপ মন॥
মনে বাঞ্ছা কৈল বহু সংহারিতে সন্য।
নর আদি দেবগণে বোলে ধন্য ধন্য॥

শেষ: মক্তুল হোসেন কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম হরে পরলোকে তরি॥[৪]...

'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর পাণ্ডুলিপিতে এরূপ ভণিতা অনেক রয়েছে।

২ মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃঃ ১৮৩। ৩ মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পৃঃ ১৮৭-৮৮।
১—৪ পুথি পরিচিতি—পৃঃ ৩৯৯, ৪০৪-০৬।

॥ রচনা কাল ॥

সৌভাগ্যের কথা মুহম্মদ খানের উভয় গ্রন্থের রচনা কাল পাওয়া গেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ।' এর রচনা কাল :

দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দধি রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি ॥

এতে ১০০০ + ৫০০ + ৫০ + ৭ = ১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'যুগ সংবাদে' কবির পীরের নাম খুঁজে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন মুহম্মদ খান মুরীদ হওয়ার আগেই 'যুগ-সংবাদ' রচনা করেছিলেন।[১] কিন্তু যুগ-সংবাদের সমাপ্তি অংশে একটি ভণিতায় পীরের নাম আছে, অবশ্য একে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমত গ্রন্থের কোথাও আর পীরের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত যে-স্থানে ও যেভাবে প্রায় অসংলগ্ন অবস্থায় ভণিতাটি পাওয়া গেছে, তাতে তাকে কবির রচনা বলে মনে করা যায় না। যেমন ঃ

মুহম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ।
যুগ সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল।
হরষিতে মিত্র কণ্ঠ আশীর্বাদ দিল ॥
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত।
যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ ॥
সিদ্দিক বংশেত ভব নব কল্পতরু ॥
শাহা সুলতান পীর জ্ঞানে শুক্রগুরু ॥

তৃতীয়ত গ্রন্থারম্ভে কবি নিজের পীরের স্তুতি করেন নি ঃ

'একে একে প্রণামহুঁ যথ নবীপদ।
যথপীর প্রণামহুঁ খণ্ডাও আপদ ॥
জনক জননী দোহো প্রণাম করিয়া।
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া ॥
উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ ॥

কাজেই ডক্টর হকের সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে।

১। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য (পৃঃ ১৮৩)।

মক্তুল হোসেনের রচনাকাল ঃ

মক্তুল হোসেন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার ॥
মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল ॥
হিন্দুয়ানি তারিখের শুন কহি কত।
বাণ বাহু সম অর্ধ আর বাণ শত ॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া 'দধি।
[শেষ দু' পঙ্‌ক্তির অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ ঃ
বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত।
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া 'দধি ॥]
পঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি ॥
সুরগুরু শেষ নিদঘ্ন গুরু আগে।
মিত্র এই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে ॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।
দশদিকে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি ।
মাধবী-মাসের সপ্ত দিবস গঁইল।
সেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল ॥

এতে মুসলমানি হিজরী ১০০০ + ৫০ + ৬ = ১০৫৬ = ১৬৪৫-৪৬ খৃস্টাব্দ।

এবং হিন্দুয়ানি শক ৫ × ২ = ১০০০ + ৫০০ + ২০ × ৩ + ৭ = ১৫৬৭ + ৭৮ = ১৬৪৫ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়।

অতএব, মুহম্মদ খান ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে 'যুগ সংবাদ' এবং ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে মক্তুল হোসেন রচনা করেন। এ যাবৎ তাঁর আর কোন রচনার সন্ধান মেলেনি।

॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি মৌলিক রূপক কাব্য। এ ধরণের রচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নেই। আর সব রূপক কাব্য—যেমন নল-দময়ন্তী, বিদ্যাসুন্দর, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতির রূপক আবেদন পরোক্ষ। এটির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব একেবারে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। কাব্যটির কবিপ্রদত্ত নাম দুটো—'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' ও 'যুগ-সংবাদ' ঃ

উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ।

এবং যুগ সংবাদের কথা অমৃত বরিষে।

কাব্যটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। কবির ভাষায় ঃ

(ক) প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি।
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি ।।
সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন।
মিত্র কণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ ।।
না করিল সন্ধিপত্র আইল পুরোহিত।
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত ।।

(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই সৈন্যের সংগ্রাম।
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম ।।
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর।
মুহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর ।।

(গ) তৃতীয় অধ্যায়ে তবে কহিলুঁ কথন।
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন ।।
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী।
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী ।।
জ্ঞান বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল।
যোগী-সত্যবতী যেন সংবাদ ঘুচিল ।।

(ঘ) চতুর্থ অধ্যায়ে পুনি সত্য পাইল জয়।
পুনি মুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয় ।।
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল।
ভোগী ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল ।।
যোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ ।।

(ঙ) পঞ্চম অধ্যায়ে পুনি যুদ্ধের বিবাদ।
তৃতীয় [ত্রেতা?] দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ।
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন ।।

এ কাব্যে সত্য ও কলির রূপকে ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যা ও পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাতে তত্ত্বকথা একঘেঁয়ে হয়ে না পড়ে তার জন্যে উপ-কাহিনী হিসেবে রোমান্সও জুড়ে দেয়া হয়েছে। একটি নামান্তরে বেতাল পঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান, একটি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী-উপাখ্যান অপর দুটো সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা নামক রূপকথা ও কিম্মিক রাজার কাহিনী।

'সত্যের জয় মিথ্যার লয়' বা পুণ্যের প্রসার ও পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির লক্ষ্য হলেও কবি শিল্পীসুলভ সংযম রক্ষা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের উপলব্ধি সত্যে তাচ্ছিল্য দেখান নি, পাপও যে পুণ্যকে আচ্ছন্ন ও ঘায়েল করে এবং মিথ্যাও যে আমাদের জীবনে সত্যের উপর জয়ী হয়, (তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন), সর্বোপরি সত্য ও পুণ্যের পথ যে অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ও লাঞ্ছনা-দুষ্ট তা কবি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। এতে কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি এক একটা দোষ বা গুণের প্রতীক স্বরূপ এক একটি পাত্র বা পাত্রী সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কিন্তু নিতান্ত জড় প্রতীক নয়, একান্তভাবে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছায়া আছে।

পাত্র-পাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক, তেমনি সুন্দর ঃ কলীন্দ্র, দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষন (দুর্শন), মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ দুটোও গভীরতর ব্যঞ্জণাসমৃদ্ধ। সূর্য অগ্নিময়—সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমনীয়—পাপ আপাতমধুর।

যোগী-সত্যবতী ও ভোগী-দুঃশীলা সংবাদে ব্যবহারবিধি, নিয়মনীতি, পাপ-পুণ্য ও সংযম-অসংযমের যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তা' মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যার ইতিকথা।

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ কবির প্রথম রচনা। এতেই তাঁর হাতে খড়ি। তাই বোধ হয় মক্তুল হোসেন কাব্যের মত এতে রসামৃত ধারা সর্বত্র বয়ে চলেনি। অবশ্য বিষয়বস্তুও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। ভাষাও তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের মত ললিতমধুর নয়। কিন্তু তবু এ রচনা মক্তুল হোসেনের কবির অযোগ্য বলা যায় না। রূপ বর্ণনা ও সম্ভোগচিত্র অন্য কবির রচনার তুলনায় হীন-প্রভ নয়। মাঝে-মধ্যে কবিত্বের বিজুলি ছটারও অভাব নেই। অলঙ্কারাদিও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

কয়েকটি প্রাবচনিক বা সুভাষিত বুলির দৃষ্টান্ত দেই ঃ

১ নারী নাহি নৃপত্তির শূন্য বাসা ঘর
দীপহীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর॥

২ অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।

৩ বহু বহু নষ্ট হইল বাদে পরিবাদে।
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে॥

৪ দুগ্ধে সিদ্ধে কভু মল না তেজে অঙ্গার।

৫ কোথাত অমৃত ফল বানরের ভোগ।

৬ বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত।

৭ লবণ ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে।

৮ যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য-কাষ্ঠ পোড়ে।
লোভের লাকড়ি দেই ঔষধ-বড়ি লাড়ে॥

সত্য-কলির পৌরাণিক দ্বন্দ্ব বাঙালী মাত্রেরই নৈতিক-সংস্কারের অঙ্গীভূত। বৃহত্তর অর্থে এ দ্বন্দ্ব সর্বমানবিক ও সর্বকালিক। তাই কবির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব সত্য-কলির রূপক ছাড়া আর কিছুতেই এতখানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও কার্যকর হত না।

কবি প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর সমকালীন লোকচরিত্রের যে আভাস দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় সতের শতকে আর বিশ শতকে তফাৎ নেই কিছুই। মানুষের অমানুষিকতা আজো তেমনি রয়েছে।

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ

বা

যুগ-সংবাদ

[মুহম্মদ খান বিরচিত]

॥ স্তুতি ॥

পীর ও উস্তাদ

যার পদ রেণু হোন্তে পাতকী উদ্ধারে।
যার গুণের অন্ত কহিতে না পারে ॥
সর্ব সিদ্ধি মহাদাতা ভব কল্পতরু।
সেবক বৎসল পর উপকার চারু ॥
রিপু তৃণ কুলাল যে দুর্জনের কাল।
সর্ব শাস্ত্র বিশারদ সর্ব গুণে ভাল ॥
নিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে করি আছে সক্য।
দর্পণে দেখিএ যেন আপনা বদন।
নবীক ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন ॥
দণ্ডবৎ হই পড়ি নবীর চরণ।
উদ্ধার করহ প্রভু পশিলু" শরণ ॥
যদ্যপি পাপের ভরে ডুবএ তরনী।
তুহ্মি হেন কাণ্ডারী, কি হএ তাত পুনি ॥
তুহ্মি হেন সহায় পরম পুণ্য ফলে।
আহ্মি হেন ভাগ্যবন্ত নাহি মহী তলে।

॥ প্রস্তাবনা ॥

একে একে প্রণামহু" যথ নবী পদ।
যথ পীর প্রণামহু" খণ্ডাও আপদ ॥
জনক জননী দোঁহো প্রণাম করিয়া।
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া ॥
উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ ॥
প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি।
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি ॥
সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন।
মিত্রকণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ ॥
না করিল সন্ধি পত্র আইল পুরোহিত।
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত ॥
দ্বিতীয় অধ্যাএ দুই সৈন্যের সংগ্রাম।
সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম ॥
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর।
মুহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর ॥

তৃতীয় অধ্যাএ তবে কহিলুঁ কথন।
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন ॥
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী।
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী ॥
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল।
যোগী-সত্যবতী যেন সংবাদ ঘুচিল ॥

চতুর্থ অধ্যাএ পুনি সত্য পাইল জয়।
পুনি মুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয় ॥
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল।
ভোগী ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল ॥
ভোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ।
পঞ্চম অধ্যাএ পুনি যুদ্ধের বিবাদ ॥
তৃতীয়া[<ত্রেতা]দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ।
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন ॥

॥ সত্যরাজ সভা ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

পশ্চিমে দিল্লীর নাথ বীর্যবন্ত রঘুনাথ
ধৈর্য বীর্য বলে হৈল যোধ।
সত্যকেতু সত্যবন্ত শান্তদান্ত গুণবন্ত
সংগ্রামে অর্জুন সম যোধ ॥

[২য় পত্র নেই]

॥ কলীন্দ্র সভা ॥

মিথ্যাসেতু নামে আর পাত্র পাপমতি।
অরাতি তোষণ পাত্র সহজে কুমতি ॥
নারদ রাজার গুরু বিধির ঘটন।
যেন ফল তেন তরু হইল মিলন ॥
এই সব পাত্র লই এই পুরোহিত।
রাজ্য করে কলীন্দ্র অধিক আনন্দিত ॥
নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর।
দীপ হীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর ॥

চিন্তিয়া নারদ গুরু মনে বিমর্ষিল।
জাতিধ্রস রাজার স্থানে দূত পাঠাইল ॥
জাতিধ্রস রাজার কন্যা দুঃশীলা পাপিনী।
অতি রূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী ॥
জাতিধ্রস রাজা শুনি কলীন্দ্রের নাম।
দান কৈলা নিজ কন্যা রূপে অনুপাম ॥

॥ কলিরাজের বিবাহ ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

কলির উতল ভাব বাড়িল বিরহ তাপ
বিবাহ করিতে হৈল মতি।
জাতিধ্রস রাজ-সুতা রূপে অতি অদ্ভুতা
বিভা কৈল কলীন্দ্র নৃপতি ॥
সখী দুষ্টমতি সঙ্গে পতি পাশে চলে রঙ্গে
সখী সঙ্গে করি নিজ সাজ।
কানড়ি কবরী বান্ধি মুক্তাদানা তাত ছান্দি
রাহুকে গ্রাসিল দ্বিজ রাজ ॥
জাতিধ্রস রাজবালা যেন নব শশী কলা
কুঙ্কুম কস্তুরী পয়[১] বলি।
চঞ্চল সিন্দুর মাথে চড়াইল বর হাতে
মেঘে যেন চঞ্চলা বিজুলি ॥
আঁখিত অঞ্জন রঞ্জি যে হেন খঞ্জন গঞ্জি
ভুরুর ভঙ্গিম ধনুর্গুণ।
কজ্জল টাঙ্কাবাণ কলির হরিতে প্রাণ
মদন সিন্ধিল শুনি পুন ॥
মাত্র আমোদ হাসি দুঃখে হইব বাসি
গৌরীর পাইব বৃদ্ধি শাপ।
ফণীর বিষের জাল কাম দহে যে আনল
সে দাহ দহনে পাইব তাপ ॥
যে চান্দ গগন 'পরে যাইয়া গঙ্গার তীরে
সুখ দেখি চান্দথু অধিক।
নন্দী ভৃঙ্গী পাইব লাজ আপনার স্মরি কাজ
উন্মত্ত দেখিয়া অম্বিক ॥

কলীন্দ্র রাজার নারী যুবা নিন্দে দু'চারিণী
দুঃশীলা যাহার কৈল[২] নাম।
যদি সিত হেন হৈত মাত্র তনু দহি যাইত
রাবণে বধিত দেখ রাম।
অধর অমিয়া রসে পর স্বামী আনে পাশে
সাজে বান্ধিয়া কেশ ফান্দ।
নয়ন কটাক্ষ হেরি পর চিত্ত আনে হরি
তারক হরিল যেন চান্দ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে চিকুর সাপিনী তুলে
কলীন্দ্রের রমণী সমসর।
যে নাগের বিষঘাত পরীক্ষিত হৈল পাত
সে নাগে বন্দিল কেশ ভার ॥
যেন কুম্ভ কুচ তার উপরে কপর্ট হার
হৃদেত রতন মালা দোলে।
সেহ মাত্র হএ নাগ মিছা করে আনে রাগ[৩]
ফণীমালা শোভে শিবগলে ॥
নাভিকুম্ভ কৃশমাজ সিংহ সম ক্ষীণ মাজ
বিনি সিংহ নাহিক সন্তোষ।
খাইয়া স্বামীর মা'স পুরায় আপন আশ
পরিণামে কারে দেয় দোষ ॥
হেমলতা সম দেহ দেখি দেখি বাঢ়ে নেহ
অসক্য শ্রীফল কুচ ভার।
ক্ষীণ লতে ফল চারু ভাঙ্গিয়া পড়িল তরু
ঝাটে কাম করহ সঞ্চার ॥

---

১ পয়বলি—মঙ্গলরেখা ২ বালি ৩ অনুরাগ

শুনি কাম আইল ঝাটে ধরিল আপনা খাটে
নিসর[১] নিতম্ব বর রামা।
উরু গজ-শুণ্ড নিন্দ পদ থল-অরবিন্দ
সে রূপের কেবা দিব সীমা।
কঙ্কন বিজএ সাজে নূপুর বাজনা বাজে
পরি নিল যতনেত শাড়ি।
যোধের পতাকা যেন নেতের পতাকা তেন
পাছে পাছে যায় উড়ি উড়ি॥
আগে সখী দুষ্টমতি পাশেত চপলাবতী
পাছেত দুঃশীলা পাপ ছিলা।
চৌদিকে নেহারে অক্ষি চঞ্চলা খঞ্জন পক্ষী
হংস লীলাগতি চলে বালা॥
কলি দেখি সুবদনী আলিঙ্গএ পুনি পুনি
দুষ্টে দুষ্টে মিলি দৈব পাকে।
নয়ন কটাক্ষ বাণে কলির মরমে হানে
কলিরাজ ঠেকিল বিপাকে॥
হেমকুম্ভ কুচ নিধি কলিকে মিলাইলা বিধি
কৃপণে পাইল মহাধনে।
গা তার মর্দন করি কামে বিঁধে করে ধরি
হৃদমাঝে রাখিল যতনে॥
হরষিতে কুচ ধরি উরু যুগে উরু জড়ি
বসিল মদন সিংহাসনে।
একেত দুঃশীলা রাই কলি সঙ্গে মিল পাই
সুধামধু বরিষে লোচনে॥

অধরে মাধুরী পিয়া দসনের ঘাও দিয়া
বয়ন চুম্বএ ঘন ঘন।
যেহেন কমল দলে ভূখিল ভ্রমর বুলে
মধুএ মাতলি হই মন॥
তাড়িয়া নিতম্ব দেশ জঘন তাড়না শেষ
পিয়া মোহন কাম গুণী।
দুঃশীলাএ মনোরঙ্গে কেলি করে কলি সঙ্গে
রাধে যেন পাএ কানু কেলি।
সহজে নিল জুড়াই অনঙ্গের রঙ্গ পাই
মনোরঙ্গে করে বিপরীত।
ধরিয়া নাটবেশ কেলি করে সবিশেষ
দেখি কলি অধিক পীড়িত॥
মুকুলিত পাট খোপা খসিল জাদের থোপা
সিন্দূর দিনেশে ঢাকে নিশি।
চকিত চকোর পাখী মিত্রের বিপদ দেখি
গ্রাসিলেক দেখি পূর্ণ শশী॥
পতির সমুখে বালা যেন নব শশী কলা
অধরে মাধুরী করে পান।
বিপরীত রসে শশী রাহু গ্রাসএ আসি
নেহারিয়া কটাক্ষের বাণ॥
শ্রমকলা পুরে তনু দেখি হাসে ফুলধনু
উল্লাসি কুসুম ধনুর্বাণ।
যেহেন সেহেন শরে দোঁহানেতে দিয়া পরে
ঘন শ্বাস বহে দিতে প্রাণ॥

---

১ নিসর-নিঃসর ?

প্রথম শৃঙ্গারে বালা বিপরীত রতিকলা
ঘরিষণে কম্পে সর্বদেহা।
কুচগিরি-যুগ ভরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে
দেখিয়া কলির বাঢ়ে নেহা॥
কঙ্ক হইল সুর খসিল শোনিত পুর
অদ্ভুত ফাড়িয়া[১] গেল রসে।
ভাসিল কুমকুম্ রাগ শ্বেত নত কটিভাগ
অভিমানে পাটাম্বর খসে॥
জঘন শীতল হইল কামরাএ ভঙ্গ দিল
শৃঙ্গরসে এড়ি ভুরুধনু।[২]
কজ্জলে লুলিত মুখ ভাবি গুরু শাপে দুঃখ
কলঙ্ক জড়িল চান্দ তনু॥
কামরসে বাণ হতা না জানিল রাজ সুতা
স্বামীত বোলএ মিনতি ভাষ।
শুনহ কলীন্দ্র নাথ হের করোঁ জোড় হাত
দান কর আহ্মারে সন্তোষ॥

কুচঘন অবিপীন অলেখা নখের চিন
ঢাকহ চন্দনে লেপ দিয়া।
কঙ্কন রতন হার মণিকর শোভাকার
শুনহ কলীন্দ্র প্রাণ প্রিয়া॥
করিয়া তাম্বুল দান অধরেত অভিমান
খণ্ডাও বাণেত পুতি রাখি।
সিন্দুর চড়াও মাথ প্রাণ রাখ প্রাণনাথ
অঞ্জনে রঞ্জহ দুই আঁখি॥
জাতিধ্রস রাজ সুতা দুষ্টবুদ্ধি পাপ যুতা
লাজ ছাড়ি বোলে অনুচিত।
শিথিল জঘন মোর সঘনতা কর দূর
ঝাটে কর চন্দনে বেষ্টিত॥
দুঃশীলা বোলএ যথ কলিহ করএ তথ
দুষ্ট সঙ্গে মন করি তোষ।
মোহাম্মদ খানে কহে মন্দে হামলা হএ
রাজা কলীন্দ্র পরিতোষ॥

॥ কলির যুদ্ধযাত্রা ॥

(খর্ব ছন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহন্ত প্রতিনিতি।
পাপক্ষণে দুঃশীলা হইল গর্ভবতী॥
উপজিল গর্ভ হোন্তে সুন্দর কুমার।
পাপসেন বলি নাম রাখিল তাহার॥
সম্ভ্রান্ত যুবক যদি পাপসেন হৈল।
যুবরাজ অভিষেক কলি তারে কৈল॥

এইমতে রাজ্য করে কলি নরপতি।
রঙ্গে ঢঙ্গে নিতি দুষ্ট ভার্যার সঙ্গতি॥
একদিন সভাত বসিছে নরনাথ।
সত্য ত্রেতা আর কথা হইল সভাত॥
কলির সভাত যথ ধর্মবন্ত আছে।
সত্যের বাখান দিল বসি কলি কাছে॥

---

১ ফাড়িয়া—ফাটিয়া—বিদীর্ণ হইয়া ২ ফুলধনু

সত্যের বাখান শুনি আপন গোচর।
কোপে অগ্নিবর্ণ হইল কলীন্দ্র বর্বর ॥

রাজ-মতি বুঝি বালার কাঁপে হৃদ।
রোষে ক্ষোভে দুঃশীলা কহিল তুরিত ॥

সহজে তপস্বীসহ নিল সত্য তার।
সুখভোগ বিহীন নিত্যহি ধর্মসার ॥

পরধন না হরে না হরে পরনারী।
তপে জপে যার সুখ সত্য সদাচারী ॥

না হয় মুনির যোগ্য পাট সিংহাসন।
তেকারণে তৃতীয়া[ত্রেতা] হরিল রাজ্যধন ॥

তৃতীএ ব্রাহ্মণে নিত্য হিংসা করে বলি।
তান হোন্তে দ্বাপরে হরি নিল রাজধ্বনি ॥

দ্বাপরেহ সত্য নিত্য হিংসে সাধু বৃত্তি।
আর রাজ্য লইয়া রাখিল নিজ কীর্তি ॥

পরপ্রাণ বধিতে তোহ্মার নাহি ভয়।
এ কাজে তোহ্মার দর্প কেহ নাহি সহে ॥

ধর্মের বিনাশ তুহ্মি পাপ অধিকারী।
ধর্মভীতে তোহ্মাত এ রাজ্য গেল ছাড়ি ॥

তুহ্মি ধৈর্যধর সত্যরাজ যুধিষ্ঠির।
সহজে পাণ্ডুর হএ কৌরব অচির ॥

বিক্রম কেশরী তুহ্মি জ্বলন্ত হুতাশ।
তোহ্মার অসত্যে সত্য ধর্মের বিনাশ ॥

যে কহএ নারদ পাপিষ্ঠ বাক্যজাল।
ধার্মিক জনের শ্রবণেত ফুটে শাল ॥

কলি ভএ সিদ্ধান্ত না কহে কোন জন।
সত্য সত্য-ধর্মএ ভাবএ মনে মন ॥

পুনি বোলে নারদে শুনহ নরপতি।
হিত তত্ত্ব কহিএ তাহাতে দেঅ মতি ॥

যাবৎ আছএ সত্য পৃথিবী মাজার।
ভাল মতে অধর্ম না হইব প্রচার ॥

সসৈন্য সঙ্গতি চল সত্য মারিবার।
যদি চাহ প্রচারিতে তোহ্মার আচার ॥

পশ্চিমে তপস্যা বলে পুণ্য স্থলি মাজ।
পাত্রমিত্র লই তপ করে সত্য রাজ ॥

নারদ বচন শুনি লক্ষিল পাপ সেন।
বহু যোধ কুপণেহ ভাল বোলে তেন ॥

নারদের বুদ্ধি ভাল বোলন্ত সকল।
ভীত সেন প্রাণ ভএ হইল সকল ॥

বোলএ সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ নহে ভাল।
ধর্মশীল বীর সব বিক্রমে বিশাল ॥

তপস্যা করএ সত্য রাজ্যে নাহি মতি।
তাক খেদি যুদ্ধ যুক্ত নহে নরপতি ॥

কুপিত কপট কেতু ভীত বাণী শুনি।
বোলে ভএ পাইলে না বুঝিঅ পুনি ॥

এথ শুনি হাসন্ত কলীন্দ্র মহারাজ।
তখনে সসৈন্য চলে করি যুদ্ধ সাজ ॥

অশ্ব গজ রথরথী পদাতি বিশাল।
কলি সৈন্য পদভরে পৃথিবী যাএ তল ॥

চরমুখে শুনি বার্তা সত্য নরপতি।
যুক্তি বিমর্ষিলা পাত্র-মিত্রের সঙ্গতি ॥

আহ্মারে মারিতে আইসে কলি পাপমতি।
কি করিব কও এবে ভাবি নিজ মতি ॥

॥ সত্য রাজের পরামর্শ সভা ॥

এথ শুনি বোলে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত ।
শুন সত্য নরনাথ তো'ত কহি হিত ॥
তুহ্মি ধর্ম নরনাথ পুরুষ প্রধান ।
তোহ্মার কীর্তির কথা জগতে বাখান ॥
যথাযোগ্য ধর্ম কৈলা লেখিতে না পারি ।
যথেক দেবতা তোর দানের ভিখারী ॥
মেঘে যেন বরিখএ ঘনজল কণা ।
তোহ্মার দানের জান তেহেন তুলনা ॥
বলিরাজা দাতা হৈল তোহ্মার প্রসাদে ।
হিরণ্য কশিপু মৈল তোহ্মার বিবাদে ॥
তোহ্মার দেশের লোক সব ধর্মশালী ।
শান্তদান্ত গুণবন্ত বিক্রমে বিশালী ॥
যথদিন আছিল তোহ্মার রাজ্য ভোগ ।
রাজ্যে প্রবেশিতে না পারিল কলি যোগ ॥
তুহ্মি বুধ হৈলা দেখি প্রভু নৈরাকার ।
তৃতীয়াত[ত্রেতা] সমর্পিলা সবরাজ্য ভার ॥
তৃতীয়ার হোন্তে রাজ্য দ্বাপরে পাইল ।
দ্বাপরে জিনিয়া রাজ্য কলিএ পাইল ॥
কলি নরপতি হৈল ধর্ম পাইল নাশ ।
যুগ হৈল পাপকারী অধর্ম প্রকাশ ॥
তপস্যা করহ তেকারণে তোহ্মা ইচ্ছিল ।
নিরঞ্জন তপস্যা করিতে আজ্ঞা কৈল ॥
তপোবনে আসি কলি পাতএ বিরোধ ।
পাপজনে ধর্মের নাহিক উপরোধ ॥
তোহ্মি হৈলা তপস্বী নিত্যহি সত্য ধর্ম ।
তপস্বীর কর্ম নহে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্ম ॥
শত্রু বা মিত্র বা পাত্রপুত্র বা দুহিতা ।
সমতুল তপস্বীর জানহ নিশ্চিতা ॥
এথ জানি কোপ তেজি শান্ত কর মতি ।
সন্ধি করি পাঠাও কলীন্দ্র পাপমতি ॥
মিত্রভাব হোন্তে আর কর্ম নাহি ভাল ।
শত্রুভাবে মনদুঃখ পরম জঞ্জাল ॥
মিত্রকণ্ঠ বচনে সকলে বোলে ভাল ।
তপস্যার কালে যুঝনা হএ জঞ্জাল ॥
এথ শুনি বীর্যশালী বোলে কোপমতি ।
এ সকল বচন না রুচে মোর মতি ॥
শৃগালের ভএ কথা[<কোথা]সিংহের বিমুখ ।
শরীরে না সহে হীন পরাভব দুখ ॥
কি করিব ধর্ম কর্ম সত্যব্রহ্ম ছাড়ি ।
দুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি ॥
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর ।
বীর্য স্মরি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্মর ॥
বীর্যশালী বাক্য কবি ছন্দে বোলে ভাল ।
বিস্তর প্রশংসে সত্যকেতু মহাপাল ॥
পুনি বোলে পুরোহিত শুনহ রাজন ।
যুদ্ধ শ্রধা[শ্রদ্ধা] কদাপি না করে মহাজন ॥
বহু বহু নষ্ট হৈল বাদে পরিবাদে ।
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে ॥
আগে সন্ধি করিঅ না হৈলে কর রণ ।
যদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণ পণ ॥
আগে আমি যাই দূত কলীন্দ্রের পাশ ।
ভালমতে বুঝিব তাহার কোন্ আশ ॥

নিষেধ না মানে যদি কলীন্দ্র দুর্মতি।
সবংশে বধিমু তাকে আপনা শকতি॥
নরপতি বোলন্ত মোর না রুচএ মন।
পাপিষ্ঠ কলির পাশে তোহ্মার গমন॥
শ্বেতবাসে কাজল লাগিলে কালি ধরে।
দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্ন্যাসীরে॥
কূপ মাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন।
তেন দুষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠজন॥
দুষ্টজনে সাধুরে বোলএ ক্ষুদ্রমতি।
দুষ্টকে বোলন্ত সাধু পাপিষ্ঠ দুর্মতি॥
সত্যের মিথ্যা সনে না হএ মিলন।
দুষ্টজন সঙ্গে না মিলএ সাধুজন॥
তুমি যদি কহ হিত বাম লৈব তার।
দুগ্ধ সিদ্ধে মল কভু না তেজে অঙ্গার॥
তোহ্মারে না মানিব গুরু পাপ কলিরাজ।
তোহ্মারে বলিব মন্দ শুনিব সমাজ॥
এথেকে না রুচে মনে তুহ্মি যাইবার।
আজ্ঞা কর গুণনিধি যুদ্ধ করিবার॥

মিত্রকণ্ঠে বোলে তুহ্মি না বোল অসক্য।
আহ্মা মন্দ বলিতে কলির নাহি সক্য॥

দুষ্টজন মন্দে নষ্ট নহে সাধুজন।
রাহু যে নাশিতে আছে রবির কিরণ॥
রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
দুষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে॥
যদ্যপি করএ দ্বন্দ্ব কথা মাত্র কহে।
পাছে সত্য জ্বলএ অসত্য মাত্র দহে॥
যে হৌক সে হৌক আহ্মি যাইব অবশ্য।
শান্ত দান্ত কহিয়া করিব তাকে বৈশ্য॥
এথ শুনি সত্যকেতু দিল অনুমতি।
মহা মহা পাত্র সব দিলেক সঙ্গতি॥
রথে চড়ি চলিল সত্যের পুরোহিত।
কলির আশ্রমে গিয়া হৈল উপস্থিত॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালী পয়ার।
সত্যকেতু পঞ্চালিকা অমৃতের ধার॥

॥ মিত্রকণ্ঠের দৌত্য ॥

(যমক ছন্দ)

মিত্রকণ্ঠ আইল শুনি কলীন্দ্র দুর্বার॥
নিজপুত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার॥
যুবরাজ পাপসেন পাত্রগণ সঙ্গে।
লৈয়া গেলা পুরোহিত অতি মনোরঙ্গে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
কলি পুছে কেনে গুরু এথা আগমন॥

মিত্রকণ্ঠ বোলন্ত লোকের চাহি হিত।
দূত হই আইলুঁ আহ্মি যুদ্ধ নিষেধিত॥
এ যে সত্য নরনাথ পুরুষ প্রধান।
জগতে ব্যাপিত যার ধর্মের বাখান॥
ধৈর্য বীর্য গম্ভীর সকল গুণ নিধি।
সংসারের রক্ষা হেতু সৃজিলেক বিধি॥

যখনে আছিল সত্য রাজ্য অধিপতি।
লোক সব ছিল ধর্ম ছিল যতি সতী॥
বহু যজ্ঞ করিল করিল বহু দান।
আজিহ সত্যের যশ জগতে বাখান॥
লোক হৈল পাপকারী অধর্ম গ্রাসিল।
আপনেহ সত্যরাজ তপস্যা ইচ্ছিল॥
তপস্যা করিতে আইলা পুণ্য তপোবনে।
তার সঙ্গে বিবাদ উচিত নহে রণে॥
যে যোধা সঙ্গতি যুদ্ধ যেবা আরম্ভএ।
সেথা যুদ্ধ দিলে যেন সপক্ষ কাটএ॥
আপনে পণ্ডিত তুহ্মি সুরাজ সুজন।
রসের সাগর সর্বগুণের নিদান॥
বহু বহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণ্ডব।
নরনাথ পরিবাদ না কর আহব॥
বাদে বহু বহু নষ্ট, শুন মহীপাল।
বিবাদে পাণ্ডব কুরু গ্রাসিলেক কাল॥
মহাজনে তেজিবেক বাদ পরিবাদ।
বাদ পরিবাদে পুনি ঠেকএ প্রমাদ॥
স্থির কর মন রাজা বিবাদ না কর।
আহ্মি যুদ্ধ নিষেধিলুঁ হিত তত্ত্ব ধর॥
প্রিয় পুত্র পাত্রগণ করহ উদ্ধার।
নহে পুনি যুদ্ধে জান সভান সংহার॥
নিজের কীর্তি রাখহ লোকের কর হিত।
নারদের বোলে রাজা নহ বিপরীত॥
নিজমনে কল্লি এবে দেঅ প্রত্যুত্তর।
এ বলিয়া নিঃশব্দে রহিল বিপ্রবর॥
ক্ষেণেক থাকিয়া বোলে কলি নরপতি।
যথ কহ পুরোহিত লঁএ মোর মতি॥
বিন্দুমাত্র যবে সত্য আছএ সংসারে।
তবেহ মোহর কীর্তি লোকে না প্রচারে॥
যদ্যপি জানহ সত্য-পুরুষ পুরাণ।
সত্য হিংসা মহাপাপ নরক প্রধান॥
তথাপিহ সত্য সঙ্গে করিমু সংগ্রাম।
পৃথিবীত লুকাইমু সত্য হেন নাম॥
অথবা শক্রর বাণে কলি পাউক নাশ।
সুদৃঢ় করিলুঁ মনে শুন মহাখাস॥
সাহস করিলুঁ মনে না করিমুঁ ভীত।
সাহসেত ভজে লক্ষ্মী জানহ নিশ্চিত॥
সাহস করিব বীর যদ্যপি অসক্য।
ক্ষেত্রি ধর্ম স্মরিয়া সংগ্রামে হৈব দক্ষ॥
মিত্রকণ্ঠে বোলে নৃপ না চিন্তসি বাম।
সত্য-রণে মন দুঃখ পাইবা পরিণাম॥
এথ শুনি নারদে বোলন্ত কোপমতি।
কমল পতঙ্গ হএ সত্য নরপতি॥
তৃণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।
কলি যুদ্ধে সত্যধর্ম তেহেন বিনাশ॥
সহজে তপস্বী সত্য অশক্তি নির্বলী।
তেকারণে সন্ধি মাগে মনেত আকলি॥
নাহএ তপস্বী-যোগ্য পাট সিংহাসন।
এক হস্তে দুইকাম নহে সুলক্ষণ॥
কোথা বোল ব্রহ্মচর্য; কোথা যুদ্ধ ধর্ম।
ধ্যান জ্ঞান তপ জপ তপস্বীর কর্ম॥
তপস্বী হইয়া সত্য রাজা নাম ধরে।
তার শাস্তি দিব রণে কলীন্দ্রের শরে॥
যদি সে কপট কেতু কপট করএ।
সত্য বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধি তিলেকে হরএ॥

যদি মুখ্য যোধ বীর ইচ্ছএ সমর।
কলিচন্দ্র মুখ্য হএ মুখ্যের গোচর ॥
যদি সত্য চাহএ আপনা পরিত্রাণ।
ভজিয়া কলির পদ রাখউ[ক] পরাণ ॥
রাজসভা মাঝারেত সত্য না শোভএ।
যথাত নারদ মিত্র লাভ নাহি হএ ॥
চলি যাও মিত্রকণ্ঠ ছাড় উপদেশ।
কলি যুদ্ধে সত্যের সবংশে নাশ শেষ ॥
এথ শুনি কোপে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত।
সভা মধ্যে নারদক বহুল ভৎর্সিত ॥
শুনরে নারদ তুঞি পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
দুই জনে দ্বন্দ্ব করে তোর রঙ্গ অতি ॥
না হও ব্রাহ্মণ তুঞি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কলি সভা দেখি তোক না গ্রাসএ কাল ॥
সত্য সভা হৈত যদি তোহার বসতি।
তোর মাংস শৃগালে খাইত দিবা রাতি ॥
তুঞি হেন পাপিষ্ঠ দুর্মতি কুলাঙ্গার।
পুরোহিত যোগ্য নহে কলীন্দ্র রাজার ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মিত্রভাব সর্ব প্রতি।
দেব যোগ্য ধ্যান জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি[১] ॥
যেবা তুঞি মন্দ বোল বোলসি সত্যেরে।
গোময় লেপনে কি চন্দন গন্ধ হরে ॥
শুদ্ধজনে পাখালিলে হএ সুবাসিত।
মন্দজন বাক্য দোষে সাধুএ নিন্দিত ॥
যুদ্ধেত সমর্থ হএ সত্য নরপতি।
সন্ধিত বিমুখ নহে আপনা সম্মতি।
যেই ভাল দেখ সেই করহ সম্প্রতি।
আন বুদ্ধি হোন্তে দুষ্ট আপনা দুর্গতি ॥
ভএ শান্তি না মাগিএ সত্যকেতু বীর।
সত্য স্মরি সন্ধি মাগে নির্ভয় শরীর ॥
সত্যবন্ত আত্ম-প্রায় দেখএ সংসার।
আত্ম-দুঃখ ইচ্ছি করে পর উপকার ॥
তেকাজে চাহিল সন্ধি সত্য মহাজন।
তুঞি নারদের মূলে হইবেক রণ ॥
যথাত নারদ তথা অবশ্য জঞ্জাল।
যথাত নারদ শুভ নাহি চিরকাল ॥
সত্যকলি সংগ্রাম রুধিরে হৈব পঙ্ক।
নারদে ভক্ষিয়া নাচিবেক গৃধকঙ্ক ॥
কালুকা দেখিবা সত্য যুগান্তের কাল।
দশদিশ আবরিব সত্য শরজাল ॥
ক্ষুদ্র পশু ধরে যেন কেশরী প্রচণ্ড।
সত্য শরে কলি যে হইব খণ্ড খণ্ড ॥
যুবরাজ ধর্মকেতু রোষে যদি রণ।
পাপসেন বধিবেক দেখিবা নয়ন ॥
বীর্যশালী সংগ্রাম মাঝারে হৈব পাত।
কৃপণে পাইব লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ ॥
মহাজন কর্ম নহে আপনা বাখান।
তেকাজে না করি গর্ব শুনরে দুর্জন ॥
যুদ্ধ কালে বুঝিবেক পুরুষ কোন্ লোক।
তুঞি পাপ নিমিত্তে কলিএ পাইব শোক ॥
যেন চন্দ্রদর্পে দুঃখ পাইলেক মন।
পাপিষ্ঠ দুঃশীল পাপ নারদ কারণ ॥
কলি বোলে কহ গুরু কেমন কাহিনী।
মিত্রকণ্ঠ পুরোহিতে কহে মনে গুণি ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার ॥

---

১ নীতি

॥ চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী উপাখ্যান ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

অচিন দেশের পতি চন্দ্রদর্প মহামতি
সর্ব অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম।
রাজ চক্রবর্তী ছিল সব শত্রু পরাজিল
রঘু বংশে যেন ছিল রাম ॥
স্বর্গেত যাহার কীর্তি দেবলোকে ঘোষে নিতি
পাতালেত যাহার বাখান।
হেন চন্দ্রদর্পরাজ মৃগয়া করিতে কাজ
সৈন্য সঙ্গে করিল প্রয়াণ।
হাতে করি ধনুশর আরোহি তুরঙ্গবর
বন জন্তু করএ সংহার।
মইষ দান্তাল মারে মৃগগণ কাটি পাড়ে
ভএ ধাএ জন্তু পরিবার ॥
হেন কালে বনে হেরি অচিনেক অধিকারী
এক মৃগ করিল নিধন।
শুদ্ধ সুবর্ণের কান্তি শরীর কোমল অতি
দেখিয়া বিস্মিত সর্ব জন ॥
তাত পাত্র যশোধন বোলএ কৌতুক মন
এই মৃগ তনু পরিমল।
মনুষ্যের দেহতুল বোলএ শিরিষ ফুল
আর পাত্র মন কুতুহল।
কেহ বোলে, পটেশ্বর ' সম তনু মনোহর
কেহ বোলে কনক প্রতিমা।
তথা এক যোগী আসি সভামাঝে বোলে হাসি
এই সব তার নহে সীমা।
মহীরাম সুতা বালা ইন্দুমতী শশী কলা
যেন দেখি কোমল শরীর।
এই মৃগ দেহ তেন কোমলহ
শুন পাত্র যশোধন বীর।
যশোধন পুত্রধাম দোষন যাহার নাম
নৃপতির স্নেহের সেবক।
যোগীত পুছএ সার কোন্ দেশ হএ তার
যোগী বলে শুনহ বালক ॥
পাতালেত মহীরাম বিদ্যাধর অনুপাম
কনক যে যাহার নগরী।
তান সুতা ইন্দুমতী মদনের যেন রতি
সেরূপ কহিতে নাহি পারি ॥
শুনিয়া সে সব প্রতি কামভাব হৈল অতি
ঘরে গিয়া যোগীরূপ ধরে।
মায়াজালে বহুতর্ পবনে করিয়া ভর
চলি গেল কনকাক্ষ পুরে ॥
তথা গিয়া পাপমতি শুনিলেক ইন্দুমতী
হর গৌরী পূজে নিরন্তর।
চন্দ্রদর্প নরপতি বরিবারে মাগে পতি
বর মাগে পূজিয়া শঙ্কর ॥
না পুরিল মনোরথ চিন্তাযুক্ত পাপশত
তথা রহে কন্যা দেখিবার।
এথাত মৃগয়া করি অচিনেক অধিকারী
সৈন্য সঙ্গে গেলা নিজ ঘর।
দোষন নাহিক ঘর নিবেদিল পাত্রবর
চর নিযোজিল নরনাথ।
বিচারিয়া সর্ব দেশ না পাইল উদ্দেশ
না শুনিলা গেলেক কোথাত ॥
বাপ মাও বন্ধুজন কান্দিয়া বিষাদ মন
অনুশোচ করে নরপতি।
খান মোহাম্মদের বাণী অমৃত লহরী মানি
পঞ্চালি রচিল রঙ্গমতি ॥

॥ শুকমুখে ইন্দুমতীর রূপের বর্ণনা শ্রবণে রানী ভানুমতীর ঈর্ষা ॥

(খর্ব ছন্দ)

দর্পণ চাহিয়া কন্যা সখীত পুছএ।
এহ সম রূপবতী নারী কি আছএ॥
সখী বলে এই রূপ সংসারেত নাহি।
তোর রূপ তুলনা পাবর্তী মাত্র কহি॥
কিন্তু দশ হস্ত ধরে গণেশ জননী।
তোর রূপ তুল সখী সেহ নহে পুনি॥
তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা।
কিন্তু সেহ চান্দ ধরে মৃগাঙ্ক লাঞ্ছনা॥
বলিতে পারিএ তোর নয়ন খঞ্জন।
কিন্তু সেহ পক্ষী নহে আঁখির তুলন॥
এইমতে বচাবচ দুই জনে করে।
অট্ট অট্ট হাসে শুকে থাকিয়া পিঞ্জরে।
শুকে যদি হাসিল কুপিল ভানুমতী।
নৃপতিক নিবেদএ করিয়া ভকতি॥
আহ্মি সখী সঙ্গে কহি রহস্য করিয়া।
কিসকে হাসএ শুক কি দোষ দেখিয়া॥
আর দিন সবে বসি আছে নরপতি।
নৃপতির পাশে আছে দেবী ভানুমতী।
হরিষে আহ্মাকে সখী করএ বাখান।
কিসকে হাসএ শুক পুছ তার স্থান॥
নৃপতি বোলএ শুক হাস কি কারণ।
সত্য করি কহ যদি রহিব জীবন॥
শুকে বোলে সখীবর কহে অনুচিত।
দেবীসম রূপ নাহি বোলে পৃথিবীত॥
পাতাল ভুবনে আছে কনকাক্ষ পুরী।
মহীরাম বিদ্যাধর তাঁত অধিকারী॥
তান সুতা ইন্দুমতী কামরতি সমা।
বিচিত্র[১] সৃজিল হেন কনক প্রতিমা॥
মুখ দেখি লাজ পাই রহিলেক শশী।
কেশ দেখি চামরী বনেত গেল পশি॥
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আঁখি।
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তনুকান্তি দেখি॥
বান্ধুলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর॥
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর॥
অমৃত সদৃশ বাণী মৃদু মৃদু হাসে।
মুচুকিত হাসি যেন বিজুলি প্রকাশে।
ভুরুধনু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি।
এই বাণে তেজে ধ্যান দেব ত্রিপুরারি॥
শ্রবণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী।
নাসা দেখি ঝরি গেল তিল কুসুম্বিনী॥
কুচকুম্ভ দেখি পদ্ম মজি গেল জলে।
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে॥
ক্ষীণ-মাজা যুগ-উরু ত্রিলোক মোহনী।
কিবা রূপ বাখানিব সহজে পদ্মিণী॥
ইন্দুমতী আগে যদি ভানুমতী যাএ।
পূর্ণচন্দ্র সমুখে তারক দেখি প্রাএ॥
তেকারণে হাসিছিলুঁ শুনহ নরপতি।
ক্ষেম অপরাধ মোর দেবী ভানুমতী॥

---

১ বিধাতা

।। যোগীবেশে চন্দ্রদর্পের রাজ্যত্যাগ ।।

শুকমুখে শুনি ইন্দুমতী বিবরণ।
যোগী যে কহিল রাজার হৈল স্মরণ ।।
কামভাবে চন্দ্রদর্প বিস্মরে আপন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে পাত্র যশোধন ।।
যশোধন স্থানে রাজা কার্য সমর্পিল।
যোগীরূপ ধরি রাজা নিভৃতে চলিল ।।
পাছে শুনি ভানুমতী এথ বিবরণ।
অন্বেষিয়া না পাইল নৃপ দরশন ।।
পতির বিচ্ছেদে দেবী বহু বিলাপিল।
পুস্তক বাঢ়এ দেখি তাকে না লেখিল ।।
এথা দেশ এড়াইয়া অচিনেক পতি।
রহিয়া গঙ্গার তীরে চিন্তে মহামতি ।।
বিনি সমুদ্র মাঝে প্রবেশ না করি।
পাতালেত কনকাক্ষ যাইতে না পারি ।।
এথ চিন্তি গঙ্গা দেবী করি আরাধন।
জাহ্নবীরে গিয়া তবে কহিলা পবন ।।
উপবাস কোপে শয্যা অচিন নরপতি।
তোহ্মারে আরাধি দেবী চল শীঘ্রগতি ।।
শুনিয়া চলিলা তবে শিবের ঘরণী।
চন্দ্রদর্প আগে গেলা ভীষ্মের জননী ।।
শিরেত সিন্দুর শোভে কাজল নয়ন।
করেত কঙ্কন সাজে নূপুর চরণ ।।
সে কেশ বাহিয়া পরে মুক্তা পাঁতি পাঁতি।
অহঃদীপ্তি জিনি সে পুণ্যের নিশাপতি ।।
দেখি দণ্ডবৎ পড়ে চন্দ্রদর্প রথী।
দেবী বোলে কি বোল বাঞ্ছিত নরপতি ।।
নৃপে বোলে নেঅ মোরে কনকাক্ষ পুর।
গঙ্গা বোলে নিব তোর আজ্ঞা যথ দূর ।।
কিন্তু মাত্র কনকাক্ষ তটের উপর।
তথাত অধীন মোর নহে নৃপবর ।।
নৃপ বোলে নেঅ তুহ্মি পার যথ দূর।
পাইব সহায় আর প্রসাদে তোহার ।।

।। ইন্দুমতীর সঙ্গে চন্দ্রদর্পের মিলন ।।

নৃপে লই গঙ্গা কৈলা সমুদ্রে প্রবেশ।
তথা নিয়া দিলা রাজা আঁখির নিমেষ।
গঙ্গা প্রণামিয়া পুনি চলিল রাজন।
কৎদিনে পাইলেক এক বৃন্দাবন ।।
তথা সরোবর তীরে আছে নরনাথ।
হেনকালে দুইজন আইল সাক্ষাৎ ।।
নৃপতিক স্তুতি করি বোলে দুইজন।
আহ্মি দুই ভাই জান আএ মহাজন ।।
বাপের মরণে বিত্ত বিবর্তন করি।
যার যেই দ্রব্য নিলুঁ দ্বন্দ্ব পরিহরি ।।
কিন্তু দ্বন্দ্ব হএ চারি দ্রব্যের কারণ।
মীমাংসা করিয়া দেঅ আএ মহাজন ।।
নৃপে বোলে কি কি দ্রব্য কিবা গুণ শুনি।
এক ভাই বোলে হএ 'কুল্ল' একখানি।
যথ ধন মাগি তথ হস্ত দিলে পাই ।।
আর এক 'ঝুলি' যদি মাগি তার ঠাঁই।

নানামত ভক্ষ্য পাই বহু উপহার।
তৃতীএ 'পাদুকা' গুণ ওর নাহি তার।
তাত চড়ি যাই তথা যথা পড়ে মন।
চতুর্থে অস্থির 'খড়্গ' শুন মহাজন॥
যেই শত্রু বলি বধ করএ নিধন।
যথা বলি হএ রাজ্য খড়্গের কারণ॥
এথ শুনি চন্দ্রদর্প আনন্দ অপার॥
মনে ভাবে কার্য সিদ্ধি হইল আমার।
তবে রাজা সেই দ্রব্য দুই ভাগ করি।
কিন্তু হাসি বোলন্ত অচিন অধিকারী॥
দূরে গিয়া দুই ভাই আইস বেগে।
আগে ভাগ ইচ্ছি লঅ যেবা আইস আগে॥
কান্ধেত ঝুলি খড়্গ লই চন্দ্রদর্প রথী।
পাদুকাত চড়ি চলে অলক্ষিত গতি॥
কার্য কালে কষ্ট করিলে কার্য হএ।
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ॥
পর স্থানে আত্মদ্বন্দ্ব যেবা নিবেদএ।
যেন মইল দুই ভাই তেন মত হএ॥
দুই ভাই নৈরাশ হইল দ্বন্দ্ব মূলে।
সহোদর সংগ্রামেত এথ দোষ মিলে॥
এথ শুনি দুই ভাই চলি গেলা দূরে।
কার্য কালে রাজা হই পরদ্রব্য হরে॥
কার্য কালে কপট করিলে কার্য হএ।
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ॥
কনকাক্ষে গেল চন্দ্রদর্প নরপতি।
ঘরে ঘরে বেড়ায় দেখিতে ইন্দুমতী॥
যোগী রূপে নগরে রহিল মহাবল।
হেন কালে ইন্দুমতী মন কুতুহল॥
সহরিষে গজবরে করি আরোহণ।
নগর ভ্রমণ হেতু করিলা গমন॥
তারাবতী চম্পাবতী সখীগণ সঙ্গে।
শতে শতে পাত্রসুতা চলি যাএ রঙ্গে॥
কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত।
কেহো হাসে-খেলে কেহো নাচে আনন্দিত॥
এই মতে যদি গেলা চন্দ্রদর্প আগে।
দূরে থাকি ইন্দুমতী দেখে মহাভাগে॥
লোক মুখে শুনি রাজা পরিচয় পাই।
হাতে বাঁশি নাচে রাজা কামভাব হই॥
ইন্দুমতী দেখি যোগী নব পঞ্চবাণ।
দীপ্তিমন্ত তনু দেখি নৃপতি সমান॥
বাজায় মোহন বাঁশি করি নানা ছন্দ।
মুনি মন হরে আর যেন মকরন্দ॥
তারাবতী সখীপ্রতি করিল আদেশ।
পুছ গিয়া কেন যোগী নাচে রঙ্গবেশ॥
তারাবতী পুছে গিয়া কহরে সন্ন্যাসী।
কিবা কুতুহলে নাচ বাহ মধু বাঁশি॥
যোগী বলে আজ হৈল সাফল্য জীবন।
ইন্দুমুখী ইন্দুমতী দিল দরশন॥
যাকে দেখি হরি বিষধর ধ্যান ছাড়ে।
হেন রূপ দেখি ইন্দু গুরু-দার হরে॥
কিবা বিধি কলানিধি হরিহর আদি।
হেন রূপ দেখি রাজা হৈলা অপরাধী॥
যার লাগি দেশান্তর ভ্রমি মন দুঃখ।
হেন নিধি আনি বিধি দিলেক সমুখ॥
তারাবতী বোলে হাসি যোগী ক্ষুদ্রমতি।
তোকে নি শোভএ জান অক্ষত যে রতি॥

উচ্চ সঙ্গে নীচে যদি প্রেম আশা করে।
সূর প্রেমে কমল জলেত যেন মরে ॥
যেন কপি লম্ফ দিল ধরিবারে ভানু।
আপনে পড়িয়া তার ভাঙ্গি গেল জানু ॥
ইন্দুমতী প্রতি তোর কাম হাবিলাস।
রাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস ॥
যোগী বলে পর দুঃখ পরে নাহি জানে।
সে জানে বেদনা যার ভেদন মদনে ॥
যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ।
রাজা-প্রজা যোগী-ভোগী তার হরে জ্ঞান ॥
এই চান্দ-মুখ হইল সমুদ্র মথনে।
ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে ॥
এই মুখ-সুধা পিয়া জীএ সুরপতি।
এই কুচযুগ হোতে মদন নৃপতি ॥
এই ভুরু ধনু ধরি রঘুর নন্দন।
বুঝিএ বধিল রাম রাজা দশানন ॥
কিবা এই ধনু ধরি ভৃগুপতি বীর।
কাটিল কার্তিক-বীর্য অর্জুনের শির ॥
এহি সে গাণ্ডীব ধরি বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্ম আদি কৌরব করিল পরাজয় ॥
বিনি গুণে ধনুত কটাক্ষে হানে বাণ।
এই বাণ ঘাএ আহ্মি তেজিব পরাণ ॥
তারাবতী কোলে ক্ষুদ্র যোগী কহি শুন।
এ ধনু না ধরে রাম না ধরে অর্জুন ॥
যদি হর পরাজিতে চলিল মদন।
করমূলে ধরিলেক এই শরাসন ॥
যেই ধনুর্বাণে মোহ হৈল ত্রিপুরারি।
সে বাণে মরমী যোগী কড়ার ভিখারী ॥
এথেক কহিতে যোগী পড়ে মুহুশ্চিত।
ভূত-দৃষ্টি হই গেল যেন আচম্বিত ॥
ভরমে দেখিএ যেন দংশি গেল ফণী।
মধুপানে অচেতন হই গেল জনি ॥[১]
ইন্দুমতী বোলে সখী যোগী ধরি তোল।
পাপিষ্ঠ কামের বাণে হইল বিভোল ॥
চন্দ্রদর্প ছাড়ি আহ্মি না জানিএ পর।
যোগী বধ রহি গেল মোহোর উপর ॥
হেন কালে উঠি যোগী বসিল আপনে।
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে হাসে সজল নয়নে ॥
লীলাবতী বোলে যোগী কড়ার ভিখারী।
কোন্ মুখে চাহ ইন্দু রাজার কুমারী ॥
অমৃতের কুম্ভ সব নাগে ভরিয়াছে।
তাক পিতে[২] কাক যেন ধাই যাএ কাছে ॥
তেন যোগী মরিবারে তোর হাবিলাস।
চল ভিক্ষা কর গিয়া ছোড় মিছা আশ ॥
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার।
যোগী হই চাহ রাজকন্যার শৃঙ্গার ॥
হরিতকী অমলকী তোহ্মার উচিত।
কনক শ্রীফল কুচ মাগ বিপরীত ॥
যোগী বোলে না জানহ বিরহ বেদন।
সহজে মুগদ সখী না ছিল মদন ॥
হেন যোগী দেখিয়া না বোল উচিত।
সেই পশু মনুষ্য বোলএ অনুচিত ॥

---

১ জনি-যেন, তুল : ব্রজবুলি ২ পিতে—পান করিতে।

হেন রূপ দেখি কামনা দগধে যাক।
মরণেহ তার মাংস না খাইব কাক ॥
তবে কহে ইন্দুমতী যোগী শুন কহি।
বিরহ অনলে জান তনু যাএ দহি ॥
বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত।
মহাজনে বলে তারে কর উপেক্ষন্ত ॥
আপনা শোণিত পান করে বিরহিণী।
জ্ঞানবন্তে হেন কর্ম পরিহরে জানি ॥
যোগী বোলে বিরহিণী না গুণে প্রমাদ।
মরএ জীঅএ মনে নাহি অবসাদ ॥
যাহার মরম বনে মারিল অনঙ্গ।
ধ্যান জ্ঞান তপ-জপ সব কাজ ভঙ্গ ॥
যাহাত বিরহ নাহি পাষাণ হৃদয়।
বিরহ পরম ধন না গণ সংশয় ॥
না রুচএ উপদেশ বিরহিণী স্থান।
ত্রিভুবন সৃজিল বিরহ হেতু জান।
ইন্দুমতী ইন্দুমুখী অমিয়া বরিষ।
ইন্দু হোন্তে চকোরে না পিএ এক বিষ ॥
যোগী বলি ঘৃণা মোক না করহ মনে।
পার্বতী বরিল দেখ যোগী ত্রিলোচনে ॥
এই মতে বচাবচ যোগী ইন্দুমতী।
হেনকালে দোষন আইল দৈবগতি ॥
ইন্দুমতী চাহিবারে আসএ সত্বর।
দূরে থাকি দেখে চন্দ্রদর্প নৃপবর ॥
ধাই আসি পাএ পড়ি কহিল দোষন।
অচিনের পতি যোগীরূপ কি কারণ ॥
তুহ্মি চন্দ্রদর্প রাজা জানে ত্রিভুবন।
যোগীরূপে এথাত আইলা কি কারণ ॥
চন্দ্রদর্প নাম শুনি বালি ইন্দুমতী।
নম্রশিরে সলজ্জিত রহিলেক সতী ॥
তারাবতী করজোড়ে বোলে মহারাজ।
ক্ষেম অপরাধ কৈলুঁ না চিনিলুঁ রাজ ॥
এ বলিয়া কন্যা লই সব গেল ঘর।
নৃপস্থানে জানাইল এ সব উত্তর ॥
শুনি মহীরাম ধাই চলিল পদাতি।
চন্দ্রদর্প চিনি যোগী আনিল সঙ্গতি ॥
দূরে থাকি সেই যোগী চন্দ্রদর্প দেখি।
মহীরাম স্থানে দিল সত্য করি সাক্ষী ॥
চন্দ্রদর্প আলিঙ্গিয়া কনকাক্ষ পতি।
কুতুহলে নিজ ঘরে নিলা শীঘ্র গতি ॥
বহুল উৎসব করি মঙ্গল বিধান।
চন্দ্রদর্প স্থানে নিজ কন্যা কৈলা দান ॥
ইন্দুমতী সঙ্গে রাজা গেল বাসা-ঘর।
শুতিলেক রত্ন সিংহাসনের উপর ॥
বুঝি সময় সর্ব সখী হৈল অন্তর।
নিশীথে নিশিত বাণ হানে পঞ্চশর ॥
প্রথম শৃঙ্গার বালা লাজ ভএ রঙ্গে।
কাঁপি কাপি উঠে বালা মদন তরঙ্গে ॥
আড় আঁখি চাহে বালা নম্র করি শির।
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর।
মৃদু মৃদু বোলে বালা অমিয়া বরিষ।
বিপরীত মোহে বালা কাম ফণী বিষ ॥
ফুল ধনু ধরি বাণে বিন্ধএ অনঙ্গে।
পঞ্চ বাণ বিষ জড়ে দোঁহ সর্ব অঙ্গে ॥

॥ সম্ভোগ ॥

(বসন্তরাগ : লাচারী)

করে ধরি নিজ নারী তুলি লৈলা কোড়ে।
মুচুকিত হাসে বালা বিজুলী সঞ্চারে ॥
ভেজাই মোহন কেলি হাসএ অনঙ্গে।
ইন্দুমতী ইন্দুমুখী চন্দ্রদর্প সঙ্গে ॥
যেই ধনু ধরি সুরে বিজয় করিল।
সেই ভুরু চাপি বালা কটাক্ষে পুরিল ॥
আড় আঁখি চাহে বালা নম্র করি শির।
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর ॥
মৃদু মধু বোলে বালা অমিয়া বরিষে।
বিপরীত মোহে রাজা কাম-ফণী বিষে ॥
রাতুল অধরে রাজা করে মধু পান।
বিষ গেল আনদিশ রহিল পরাণ ॥
নয়নে বয়নে চুম্বে চাপিয়া অধরে।
ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে ॥
গাঢ় আলিঙ্গন হৃদে হৃদে জড়ি কেলি।
শ্যাম অঙ্গে গৌরদেহ মেঘেত বিজলি ॥
ঘন পীন কুচকুম্ভ জড়ি দিল হাত।
পুলকিত দেহ চমকিত নরনাথ ॥
লোহিত বরণ কুচ সঘন মথনে।
জয়পত্র রেখা দিল নখের লিখনে ॥
উরু উরু জড়ি করে ধরি কণ্ঠদেশ।
সঘন তাড়ন তরী জঘন বিশেষ ॥
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান।
উল্লাসি কুসুম্ব ধনু হাসে পঞ্চবাণ ॥
নবীন শৃঙ্গারে বালা কম্পে থর থর।
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর ॥
কোলে করি ইন্দুমতী চন্দ্রদর্প হাসে।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃত বরিষে ॥

॥ ইন্দুমতী সহ চন্দ্রদর্পের স্বদেশযাত্রা ॥

(খর্বছন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
চন্দ্রদর্প ইন্দুমতী যেন কাম রতি ॥
একদিন আসি ইন্দুমতীর ভগিনী।
মহীরাম অনুজের সুতা সুবদনী ॥
ঝুলি-কাঁথা দেখি হাসি পরিহাস কহে।
শুন ইন্দুমতী এই চন্দ্রদর্প নহে ॥
কিরীট কুণ্ডল হার বিচিত্র বসন।
নৃপতি যোগী-কাঁথা বহে কি কারণ ॥
রতনে মণ্ডিত মুষ্ট নৃপ অসি ধরে।
ধরএ অস্থির খড়্গ দেখিতে দুষ্করে ॥
সুবর্ণ পাদুকা পাএ দেয় নৃপগণ।
কাষ্ঠের পাদুকা পাএ দেয় কি কারণ ॥
ভিক্ষুক সদৃশ্য কেনে রাখিয়াছে ঝুলি।
এথ শুণি চন্দ্রদর্প নৃপ নহে বলি ॥
এথ শুনি ইন্দ্রমতী রহিল চিন্তিত।
ঘরে আসি দেখে রাজা প্রিয়া বিষাদিত ॥

নৃপে যদি পুছিলা কহিলা ইন্দুমতী।
মোহোর কলঙ্ক তোহ্মা এহেন প্রকৃতি॥
হাসি চন্দ্রদর্প সব বৃত্তান্ত কহিল।
এথ শুনি ইন্দুমতী হরিষ হইল॥
তবে রাজা শ্বশুরেত মাগিল মেলানি।
বিস্তর কান্দিলা রাজা রাজার রমণী॥
বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি॥
চন্দ্রদর্পে বোলে তবে শ্বশুরের ঠাঁই।
সখীসব পাছে রাজা দেঅহ চালাই॥
চালাইয়া দিবা মোর পাত্রের নন্দন।
সখীগণ সঙ্গে চলি যাইব দোষন॥
শ্বশুর শাশুড়ী দুই করিলা প্রণাম।
আশীর্বাদ করিলা পুরউ [ক] মনস্কাম॥
পাদুকাত উঠি চলে লই ইন্দুমতী।
ঝুলি কাঁথা অস্থি খড়্গ লইলা সঙ্গতি॥
পবনে করিয়া ভর করিলা গমন।
মাক্ষিরূপ ধরি তাত পাপিষ্ঠ দোষন॥
নৃপতির বস্ত্র পরি চলিল সঙ্গতি।
সেই বৃন্দাবনে রাজা গেলা বাউ গতি॥
দুই ভাই দেখি রাজা করিয়া বিনয়।
ক্ষেম অপরাধ মোর দুই মহাশয়॥
কার্য হেতু তোহ্মারার দ্রব্য নিলুঁ হরি।
নিজ বস্তু লঅ এবে দোষ ক্ষেমা করি॥
দুই ভাই বোলে তবে তপস্বী রাজন।
তপ-বলে হেন বস্তু করিছ সৃজন॥
তোহ্মাক দিলুঁ দ্রব্য নেঅ কুতুহলি।
আর এক মন্ত্র কহি শুন মহাবলী॥

এ বলি নিভৃতে নিয়া মহামন্ত্র দিল।
পরঘট সঞ্চারের মন্ত্র শিখাইল।
নৃপতি সঙ্গতি মন্ত্র শিখিল দোহন॥
মাক্ষিরূপ দেখিয়া না চিনে কোন জন।
অচিন দেশের কাছে গেল লীলা গতি॥
শ্রম পাই বৃক্ষতলে বসিল রাজন।
নিজরূপ ধরি কাছে আইল দোষন॥
সবিস্মিতে পুছে রাজা আইলা কোন্‌মতে।
বোলএ তোহ্মার আগে আসিছি নিশ্চিতে॥
দোষনে বোলন্ত রাজা ক্ষুধা বড় লাগে।
দূরে দেখি মৃগ চল বধি আনি তাকে॥
শুনি রাজা বৃক্ষতলে রাখি ইন্দুমতী।
মৃগ ধরিবারে গেল দোষন সঙ্গতি॥
তাত এক মৃগ তথা মৃত পড়ি আছে।
দোষন সঙ্গতি রাজা গেলা তার কাছে॥
দোষনে বোলএ রাজা ভ্রমি দেশান্তর।
শিখিল বহুল বিদ্যা মন্ত্র বহুতর॥
মক্ষিকা হইতে পারি মন্ত্রের প্রভাবে।
নৃপে বোলে মাক্ষি হঅ রঙ্গ চাহি তবে॥
দোষন মাক্ষির রূপ হইল তখন।
নিজরূপ ধরি পুন বোলএ দোষন॥
আহ্মি কি শিখিছি তাকে দেখিলা নৃপতি।
তুহ্মি কি শিখিছ সত্য বোলহ সম্প্রতি॥
নৃপে বোলে মক্ষিকা তুহ্মি হইবা যেন পুনি।
পরঘট সঞ্চরিতে আহ্মি মন্ত্র জানি॥
দোষনে বোলন্ত প্রভু না করিলুঁ প্রত্যয়।
যদি জান কর দেখি আএ মহাশয়॥

॥ দোষনের রাজরূপ ধারণ ॥

এথ শুনি মৃগ দেহে নৃপ প্রবেশিলা।
শূন্যদেহ নৃপতির ভূমিত পড়িলা॥
দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন।
নৃপদেহে প্রবেশিল দারুণ দুর্জন॥
মৃগরূপ রাজা দেখি দোষন দুর্মতি।
প্রাণভয়ে বনে ধাই গেল শীঘ্র গতি॥
হরষিতে গেলা পাপ ইন্দুমতী কাছে।
না দেখি দোষন বালা পতিস্থানে পুছে॥
কোথা গেল পাত্র পুত্র তুহ্মি একসর।
বোলে বনে প্রবেশিল মৃগয়া অন্তর।
এ বলিয়া কন্যা লই করিল গমন।
গাঢ় গাঢ় করি পাপী দিয়া আলিঙ্গন॥
বামপাশে কন্যা লই থাকে নরপতি।
লইয়া দক্ষিণ পাশে ফিরে পাপমতি॥
পন্থমাঝে পরিহাস নৃপতি না করে।
সঘন চুম্বএ পাপ চাপিয়া অধরে॥
ব্যথায় আকুল কন্যা ভাবে মনে মনে।
আজু বিপরীত যেন চন্দ্রদর্প কেহ্নে॥
হেনকালে প্রবেশিল রাজ অন্তঃপুর।
পাত্র মিত্র সব ধাই আইল সত্বর॥
ভানুমতী শুনিল আইল নরপতি।
আনিআছে মহীরাম সুতাএ সঙ্গতি।
পাত্রমিত্র লই রাজা রহিলা বাহিরে।
ইন্দুমতী পাঠাইলা রাজ অন্তঃপুরে॥
ভানুমতী ইন্দুমতী সম্ভাষা আছিল।
সতিনীতে ইন্দুমতী নিভৃতে কহিল॥
মৃগয়া করিতে বনে গেল প্রাণেশ্বর।
সঙ্গতি দোষন গেল পাত্রের কুঙর॥
নৃপতি আইল সঙ্গে নাহিক দোষন।
আহ্মা কোলে করি শীঘ্র করিল গমন॥
রূপমাত্র দেখি রাজা কার্য বিপরীত।
বিপাকে ঠেকিছে হেন লএ মোর চিত॥
রাজ্য হোন্তে আনে মোরে কোলে করি পতি।
টুকেক না পাই দুঃখ শুন ভানুমতী॥
ক্ষেণেক আনিতে মোরে আলিঙ্গে নির্ভোর।
হৃদএ পাইল ব্যথা শরীর জর্জর॥
বামপাশে আহ্মা লৈত প্রাণপতি নিত।
লইল দক্ষিণ পাশে আজু বিপরীত॥
নৃপতিএ পরঘট সঞ্চারিতে জানে।
শুনিয়া নৃপতি ঘট সঞ্চরিল কোনে॥
কেমতে বুঝিএ ভাল চরিত্র তাহার।
রোগ ছলে রাখিএ সতীত্ব আপনার॥
এ বলি ইন্দুমতী কান্দে শোক মনে।
শিরে বজ্রঘাত হেন ভানুমতী মানে॥
জ্বর বলি ভানুমতী ঘরে গেল চলি।
হাতেত কাটারী করি ইন্দুমতী বালি॥
হেনকালে ঘরে প্রবেশিল দুরাচার।
ইন্দুমতী স্থানে মাগে দিবারে শৃঙ্গার॥
বলে ধরিবারে চাহে কহে চাটু বাণী।
ইন্দুমতী বলিল না হএন্ত মণি॥
ইন্দুমতী বোলে পাপ না পার সমর।
শূন্যঘরে প্রবেশ করিছ বুঝি চোর॥

ভালমতে জানি আমি চরিত্র রাজার।
তুহ্মি নহ চন্দ্রদর্প মনে কৈলুঁ সার॥
যেন শিবরূপে গৌরী-মহেশে ভাণ্ডিল।
নিজ দোষে বুকে হেন ফুটিয়া মইল॥
তেহেন আইলা আহ্মা ভাণ্ডিতে কারণ।
পাত্র সব স্থানে কহি করিমু নিধন॥
গলা কাটি দিয়া প্রাণ দিব আপনার।
যাবৎ চরিত্র ভাল বুঝিএ তোহ্মার॥
যদি সত্য হও তুহ্মি অচিনের পতি।
সহজেই আহ্মি তোর নারী ইন্দুমতী॥
হট যদি কর পুনি হইবা নিধন।
বামন মইল যেমন ব্রাহ্মণী কারণ॥
দেখিয়া কুমারী পাপ মনে পাই ভীত।
ভানুমতী ঘরে পাপ চলিল ত্বরিত॥
শুনিয়া কপাট দিল দ্বারে ভানুমতী।
দ্বারে থাকি পাপমতি করএ মিনতি॥
ভানুমতী বোলে মোর জ্বর উঠিআছে।
তুহ্মি যাও প্রেম-নারী ইন্দুমতী কাছে॥
হট করি যদি কর ঘরেত প্রবেশ।
খাইয়া মরিমু বিষ কহিলুঁ বিশেষ॥
দুই জন না পাইয়া চিন্তে মনে মন।
বাহির ঘরেত গিয়া রহিল দোষন॥
এথা মৃগ রূপে নৃপে কান্দে বনে বনে।
আপনাক বহুত রোগ কহে আপনে॥
বোলে গোপ্ত কথা কহে যেই ভিন্ন স্থান।
মুই যেন দুঃখপাম পাউক অপমান॥
অনাহারে বনে বনে ভ্রমে মহাসৎ।
দেখে এক শুক পড়ি আছে মৃতবৎ॥
চিন্তি রাজা শুক দেহে প্রবেশ করিল।
আপনার ঘরে গিয়া উড়িয়া বসিল॥
প্রবেশিল যেই ঘরে আছে ইন্দুমতী।
হেন কালে আসিয়াছে দোষন দুর্মতি॥
বহুবিধ মায়া করি মাগএ শৃঙ্গার।
ইন্দুমতী চাহে নিজ দেহ তেজিবার॥
দোষন বাহিরে গেল না পাইল সুর ত।
হাহা চন্দ্রদর্প বলি কান্দে ইন্দুমতী॥
এথ দেখি শোকে শুকরূপ নৃপবর।
ইন্দুমতী কোলে পড়ি কান্দে বহুতর॥
বনপশু কোলে পড়ি কান্দে আচম্বিত।
দেখিয়া শুকের কান্না পুছে সবিস্মিত॥
কেনে তুহ্মি শুকরূপ কান্দ কি কারণ।
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন॥
শুনি মুহুশ্চিত কন্যা শুক কোলে করি।
শুক চন্দ্রদর্প কান্দে জ্ঞান পরিহরি॥
মোহাম্মদ খানে কহে শান্ত কর মন।
মুছিতে না পারে কেহ ললাট লিখন॥

॥ ইন্দুমতীর বিলাপ ॥

(লাচারী : বিলাপ)

শুক চুম্বি কান্দে ইন্দুমতী কেনে প্রভু তোর হেন গতি
শুক রূপ হইলা প্রাণপতি।
কহ প্রভু কি হইবে গতি॥

আহ্মি প্রাণ না রাখি সম্প্রতি প্রভু না লখি [ধূয়া]

আহ্মি মহীরাম নন্দিনী তুহ্মি চন্দ্রদর্পের ঘরণী
কিঙ্করে বোলএ দুষ্ট বাণী।
তেজিমু তেজিমু কাল প্রাণি॥ [প্রভু না লখি]

অস্ত্র শাস্ত্র জানিয়া বিফলে লীলাএ কি করে তোরে ছলে
বুদ্ধি নাশ হৈল দৈব বলে।
অকৃতি রহিল মহী তলে॥ [ধূঃ ঐ]

বিস্তর পূজিয়া গৌরীহর তোহ্মাকে পাইলুঁ প্রাণেশ্বর
মোর খণ্ড বক্তের অন্তর।
তাত এথ পড়ে অথান্তর॥ [ধূঃ ঐ]

শুকরূপ হইলা প্রাণপতি অভাগী করিমু কোন্ গতি
সঙ্গে নাহি সখী তারাবতী।
বুদ্ধি করহোঁ তোর সঙ্গতি॥ [ধূঃ ঐ]

বাপ মাও বন্ধুজন এড়ি আইলুঁ তোহ্মার অনুসারি
তাহাত দোষন বৈরী।
তোহ্মারে রাখিল পশু করি॥ [ধূঃ ঐ]

এ বলিয়া হৈল অচেতন মূর্তিবৎ সজল নয়ন
কান্দে শুকে শোক পাই মন।
জ্ঞান লভি কান্দে দুই জন॥ [ধূঃ ঐ]

প্রাণ নাথ বুদ্ধি দেঅ মোকে কোন্ বুদ্ধি উদ্ধারিমু তোকে
তুহ্মি চন্দ্রদর্প হৈলা শুক।
বিদরে না পাই কাল বুক॥ [ধূঃ ঐ]

নৃপে বোলে শান্ত কর মন কান্দি প্রিয়া নাহি প্রয়োজন
বুদ্ধিএ বধ করহ রাহু দুর্জন।
মোহাম্মদ খানে এই ভন॥ (ধূঃ প্রভু না লখি)

।। চন্দ্রদর্পের স্বরূপ-প্রাপ্তি ।।

(খর্বছন্দ)

নৃপে বোলে কান্দি প্রিয়া কার্য নাই আর।
এখনে আসিয়া পাপ মাগিব শৃঙ্গার ॥

মায়া করি তার সঙ্গে হাসিয়া বিশেষ।
পর ঘট সঞ্চরিতে কহিবা আদেশ ॥

তবে আহ্মি নিজ দেহে করিব প্রবেশ।
এই বুদ্ধি হোতে পিয়া নাই আর বেশ ॥

এথ শুনি শুক ছাড়ি বোলে ইন্দুমতী।
ভাল বুদ্ধি বিমর্সিলা আএ প্রাণপতি ॥

হেন কালে দোষন আইল আরবার।
প্রাণ পণ করি পুন মাগএ শৃঙ্গার ॥

হাসি বোলে রাজসুতা শুন প্রাণপতি।
পর ঘট সঞ্চরিতে জান মহামতি ॥

পর ঘট সঞ্চরহ দেখিএ নয়ন।
প্রত্যয় করিব তোকে তবে স্থির মন ॥

না শুণি দোষনে বোলে চাহ আসি রঙ্গ।
ঘরের বাহিরে গেল ইন্দুমতী সঙ্গ ॥

হাতে শুক করিয়া চলিল ইন্দুমতী।
রাজ ঘরে গর্দভ মরিছে দৈবগতি ॥

কামভাবে দোষন গর্দভে প্রবেশিল।
যার যেই যোগ্যস্থান তাহাত মিলিল ॥

আপনার দেহে রাজা প্রবেশে সত্বর।
ধরহ গর্দভ বলি ডাকে উচ্চস্বর ॥

ভএ ধাএ দোষন ধাইতে নাহি পারে।
রাজার আদেশে বেঢ়ি ধরে অনুচরে ॥

বিস্তর লাঘব করি গর্দভ মারিল।
নিজ পাপে পাত্র সুত দুর্গতি পাইল ॥

ঈশ্বর-ঘাতক কর্ম করে যেই জন।
দুর্গতি হইবে যেন হইল দোষন ॥

তবে রাজা আলিঙ্গিয়া সতী ইন্দুমতী।
ভানুমতী ঘরে গেলা চলি শীঘ্রগতি ॥

ইন্দুমতী স্থানে শুনি সব বিবরণ।
ধাই আসি ভানুমতী পড়িল চরণ ॥

অন্যে অন্যে দুঃখ দেখি কান্দি তিনজন।
দুই নারী আলিঙ্গিয়া কান্দএ রাজন ॥

ভানুমতী বোলে সাধু সাধু ইন্দুমতী।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তুহ্মি হেন সতী ॥

তবে পাত্র আসি শুনি গুণ বিবরণ।
কহিল নৃপতি মূর্তিবৎ যশোধন ॥

কথ দিনে মহীরাম বহু সৈন্য সঙ্গে।
ইন্দুমতী চাহিতে আইল মনোরঙ্গে ॥

সখী সব দিল আনি কুমারীর পাশ।
লক্ষ লক্ষ দাসী দিল লক্ষ লক্ষ দাস ॥

গজ বাজী সৈন্য দিল রত্ন বহুতর।
ইন্দুমতী চাহি দেশে গেল বিদ্যাধর ॥

এ বলিয়া চলে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত।
রথে চড়ি নিজ দেশে চলিল তুরিত ॥

মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরৎ শশীএ যেন ঝরে মকরন্দ ॥

।। রাজা সত্যকেতুর যুদ্ধযাত্রা ।।

(চন্দ্রাবলী ছন্দ)

আইল পুরোহিত বুঝি সমাহিত
সঙ্গিন হইল জানি।
কহে বিবরণ শুনহ রাজন
সত্যকেতু গুণমণি ।।
নিশি হৈল শেষ উদিত দিনেশ
অরুণ সারথি সঙ্গে।
কমল ভ্রমর হরিষে ঝঙ্কর
মধু পিতে মনোরঙ্গে ।।
বুঝি যুদ্ধ হেতু নৃপ সত্যকেতু
বাহিনী করএ সাজে।
বত্তিশ বিধান দুন্দুভি নিশান
বীর-জয় ঢোল বাজে।
রথ সারি সারি চলে আগুসারি
উপরে কনক ধ্বজ।
অলেখা তুরঙ্গ চলে মনোরঙ্গ
কোটি কোটি চলে গজ।
চলে পায়দল ভূমি টলমল
ঘন সিংহ নাদ ছাড়ে।
ঢাকি ব্যোমপুর আচ্ছাদিল সুর
পদধূলি অন্ধকার।
গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন
রথ নির্ঘোষ সার।
বীরসিংহ নাদ হইল প্রমাদ
সবে বোলে মার মার।
ধর্মকেতু নাম রণে অনুপাম
রাজপুত্র আগুসাজ।
নিজ রথে চড়ি হাতে ধনু ধরি
আইল সংগ্রাম মাজ ।।
গজ কান্ধে চড়ি চলে বীর্য স্মরি
করিয়া সিংহ নাদ।
সাজিল সুধীর অতি মহাবীর
রণে হত অবসাদ ।।
চলে বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিএ অনন্ত
রথে চড়ি ধনুধরি।
সাজে কবিচন্দ্র যেহেন উপেন্দ্র
নৃপ স্তুতি পঢ়ি পঢ়ি।
যুদ্ধার্থ সাজিল সংগ্রামে রুষিল
নৃপতি প্রসাদ লৈয়া।
যে জিনে সংগ্রাম তার হএ নাম
তুষিল প্রসাদ দিয়া ।।
বৈতালিক স্তুতি পাঠ আগে করি
মিত্রকণ্ঠ বেদ পড়ে।
আনি পুণ্য রথ সুরঙ্গ সারথ
নৃপতির আগে ধরে।
ধর্মশিরস্ত্রাণ শিরে শোভমান
বিজয় কম্বুক হাতে।
দানের কঙ্কন ধ্যানের কুণ্ডল
জ্ঞান-মণি শোভে মাথে।
চাহি শুভ ক্ষণ রথে আরোহণ
কৈল সত্য নরপতি।
লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সমীপ
আগু দিল সত্যবতী।
চলে সত্যবতী ইন্দ্রে গাহে কীর্তি
পুষ্প ক্ষেপে দেবগণে।
কম্পে বসুমতী বাসুকী সঙ্গতি
সৈন্য পদ বিমর্দনে ।।

॥ কলিরাজের যুদ্ধ সজ্জা ॥

কলিএ শুনিয়া মনেত গুণিয়া
নিজ সৈন্য কৈল সাজে ।
বাজএ জয়ঢোল দুন্দুভি কল্লোল
বিবিধ বাদিত্র বাজে ॥
গজেন্দ্র সঞ্চারি মত্ত গজে চড়ি
চলিল পর্বত সার ।
যথ অশ্ববার কে লেখিব আর
ফুকারএ মার মার ॥
কথ লক্ষ লক্ষ চলিল অলক্ষ্য
ধ্বজ শোভে সারি সারি ।
পদাতির সৈন্য চলে অগ্রগণ্য
নৃপতির আগু সারি ॥
রাজার নন্দন বিপক্ষ তপন
পাপসেন যুবরাজ ।
লই ধনু শর চলএ সমর
নিজ রথে করি সাজ ॥
রণে মহা যোধ লইয়া আয়ুধ
সাজিল কপট কেতু ।
গজ কান্ধে চড়ি ভীতসেন বলী
চলিল সংগ্রাম হেতু ।

সাজিল কৃপণ সংগ্রামে প্রবীন
সাজে মিথ্যাসেতু বীর ।
সৈন্য পদ ধূলি সূর আচ্ছাদিল
পৃথিবী ভারে যায় চিড় ॥
ভাটে স্তুতি গাএ সাজে কলি রাএ
বেদ পড়ে পুরোহিত ।
কুবুদ্ধি সারথ আনিল হিংসারথ
যোগাইল আনন্দিত ।
কপট কিরীট শিরে শোভে মিট
উল্লসিত কলি চিত ।
কৃপণ কঙ্কন মায়া আবরণ
শরীর বেঢ়িল পাপে ।
পরদার হার গলে শোভাকার
রথেতে উঠিল লম্পে ॥
কলি দর্প শুনি মনে ভীত গুণি
আপনা বাহিনী কৈল সাজ ।
সসৈন্য সংগতি হইল নরপতি
আইল রথ ক্ষেত্র মাজ ।
মুখামুখি রণ হইল দুইজন
বিবিধ বাদিত্র বাজে ।

॥ সমর ॥

মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল সমর।
বাসুকী বাসরে যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥
রথে রথে ঠেলাঠেলি রথ ভাঙ্গি পড়ে।
গজে গজে বিমর্দন অস্ত্র মারিবারে ॥
নরোচ নালিকা গদা ভূসণ্ডি উস্বর।
শূল শেল মুষল মুদ্গর কুন্ত শর ॥
আশি পাশ অঙ্কুশ ত্রিকষ্ট ভিন্দিপাল।
সুটি মুখ শীল মুখ চক্র করবাল ॥
ঝারে ঝারে বিশিখ গগন ভরি পড়ে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে ॥
মহা মহা রথী পড়ে পৃথিবীর সার।
মহা মত্ত গজ পড়ে পর্বত আকার ॥
অশ্ববার সৈন্য পড়ে শুনি ধরমরি।
ভাঙ্গিল কদলি বন যেন মত্ত করী ॥
অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকার।
গগনে কবন্ধ নাচে দেখি চমৎকার ॥
শোণিতের শ্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক।
শুনিতে হরিষ তনু শিবা গৃধ কঙ্ক ॥
তবে মহারথী সবে পড়িছিল রণ।
একে একে যুদ্ধ হৈল লোম হরিষণ ॥
যুবরাজ ধর্মকেতু হাতে ধনুর্বাণ।
তাকে নিবারিলেক সুবুদ্ধি বলবান ॥
সুদাতা কৃপণে যুদ্ধ হইল ঘোরতর।
মহাযুদ্ধ কবি-চন্দ্র যুঝে পরস্পর ॥
মিথ্যাসেতু সত্যবাদী সাজিল সংগ্রাম।
দুই মহা ধনুর্ধর রণে অনুপাম ॥
গজে চড়ি বীর্যশালী এড়ে পঞ্চবাণ।
দশবাণে ভীতসেন কৈল খান খান ॥
ভীতসেন দশবাণ এড়ে লঘু হাত।
বীর্যশালী বিন্ধিলেক যেন বজ্র মাথ ॥
সহিয়া সে ঘাও বীর খরবাণ এড়ে।
কাটিল ভীতের ধনু ভূমি তলে গড়ে ॥
আর ধনু ধরি ভীত বরিষএ শর।
সব শর কাটে বীর্যশালী ধনুর্ধর ॥
অন্যে অন্যে কাটন্ত হানন্ত দুই বীর।
পুষ্পিত কিংশুক যেন দোঁহান শরীর ॥
অন্যে অন্যে আস্ফালন্ত গর্জন্ত বিশাল।
দুই বীর বীর্যবন্ত মূর্তিমন্ত কাল ॥
শিলমুখ নামে বাণ ভীত সেনে এড়ে।
মুহুশ্চিত বীর্যশালী গজের উপরে ॥
চৈতন্য পাইয়া বীর শরজাল এড়ে।
গজ সঙ্গে ভীতসেন না দেখি অন্তরে ॥
অর্ধচন্দ্র ঘাএ গজকুন্ত বিদারিল।
পৃথিবী পশিয়া দন্ত গজেন্দ্র পড়িল ॥
ভীতসেন মর্ম চাহি নরোচ বিন্ধিল।
মুহুশ্চিত ভীত সেন ভূমিত পড়িল ॥
রথে করি নারদে নিকালে তুরমান।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর্যশালী বলবান ॥
সত্যকেতু সন্যোত উঠিল জএ জএ।
ভীতভঙ্গ কলি সৈন্য ধাএ পাই ভএ ॥
তা দেখি কপট কেতু সংগ্রামে রুষিল।
শতলক্ষ বাণ মারি সুবুদ্ধি বিন্ধিল ॥

বুদ্ধিমন্ত সুবুদ্ধি হানিল তীক্ষ্ণ শর।
ধনু কাটি বিন্ধিল কপট কলেবর॥
আর ধনু ধরি পাপ কাটে সেই চাপ।
লজ্জিত কপট কেতু খণ্ডে বীর দাপ॥
রথ ধ্বজ কাটি পাড়ি কাটিল সারথি।
সংগ্রামে কপট কেতু হইল বিরথী॥
সত্যযুদ্ধে হারিয়া কপটে করে রণ।
নির্বলীয়া নিজ তনু লইয়া উঠিল গগন॥
চাহিতে না দেখে তাকে সুবুদ্ধি সুবীর।
অবিরত অলক্ষিত বিদ্ধএ শরীর॥
কপটে কপট কৈল পাই পরিত্রাণ।
কণ্টকে যে কণ্টক খসএ হেন জান॥
নিষ্কপট সুবুদ্ধি কপট নাহি জানে।
নিরন্তর কপটকেতু বিন্ধিল বাণে॥
সর্ব গাএ রক্ত পড়ে কম্পিত শরীর।
মুহুশ্চিত হৈল সুবুদ্ধি মহাবীর॥
সুবুদ্ধি মুহুশ্চিত সব বুদ্ধি পাইল নাশ।
সত্যকেতু সত্যশর ধাএ উর্ধ্বশ্বাস॥
আস্ফালএ কপটকেতু গর্জএ পুনি।
কলি সৈন্যে জয় জয় নানা বাদ্য ধ্বনি॥
সুদাতা কৃপণে তবে বাঝিল সংগ্রাম।
দুই মহাবীর্যবন্ত রণে অনুপাম॥
অন্যে অন্যে কাটন্ত হানন্ত অনিবার।
অন্যে অন্যে চাহন্ত নিধন করিবার॥
অন্যে অন্যে রথ ধ্বজ কাটিয়া পাড়ন্ত।
অন্যে অন্যে ধনু কাটি হৃদএ গাড়ন্ত॥
পুনি রথে উঠিয়া যুঝন্ত দুইজন।
জয়পরাজয় নাহি ঘোরতর রণ॥

কৃপণে কাটিয়া ধনু বিন্ধিল শরীর।
আর ধনু ধরি বাণ এড়ে মহাবীর॥
রথে চড়ি অশ্বকাটি কাটে রথ চক্র।
দৈবহি কৃপণ প্রতি বিধি হৈল বক্র॥
সুদাতাক শরে তবে কৃপণে বিন্ধিল।
ধ্বজ যষ্টি ধরি বীর ক্ষণেক আছিল॥
চৈতন্য পাইয়া কাটে কৃপণের ধনু।
শত লক্ষ বাণ কাটি বিন্ধিলেক তনু॥
খড়্গ চর্ম ধরি রহে কৃপণ দুর্মতি।
মুষ্টি দেশে খড়্গ কাটে সুদাতা সুমতি॥
রথেত তুলিয়া পাপসেনে যে উদ্ধারে।
কৃপণে পাইয়া ঘাও চলি গেল ঘরে॥
তবে মহাযোধ সঙ্গে করি মহাবীর।
ধনু ধরি যুদ্ধ করে নির্ভয় শরীর॥
ধনু কাটি কাটিল মুখের তনু-ত্রাণ।
অস্ত্র জালে মহা যুদ্ধ মাত্র কম্পমান॥
চৈতন্য পাইয়া আর ধনু হাতে ধরে।
তিনবারে কবিচন্দ্র বাণ কাটি পাড়ে॥
পুনি কবিচন্দ্র তার কাটিল সারথি।
রথধ্বজ কাটিলেক করিল বিরথী॥
কাটিল হাতের ধনু বিন্ধিল শরীর।
হাতে গদা ধরি যাএ সুখ মহাবীর॥
আত্মবল পরবল না করে বিচার।
হাজারে হাজারে সুখে করএ সংহার॥
কবিচন্দ্রে পঞ্চ গোটা নরোচ বিন্ধিল।
মুহুশ্চিত সুখ যোধ ভূমিত পড়িল॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি হাতে গদা ধাএ।
প্রচণ্ড কেশরী যেন সংগ্রামে উজাএ॥

সারিয়া সারিয়া[১] যুদ্ধ করে সুখ বীর।
চিন্তাযুক্ত কবিচন্দ্র হইলা অস্থির ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ পারে করিবার।
সুখ সঙ্গে পণ্ডিতে না পারে যুঝিবার ॥
বেগে গিয়া মারে গদা রথের উপর।
রথ সঙ্গে সারথি পাঠাইল যম ঘর ॥
মিত্রকণ্ঠ রথে চড়ি কবিচন্দ্র সারে।
কোথা গেল কবিচন্দ্র সে সুখে বিচারে ॥
চারি দিকে বিচারিয়া না পাইল দর্শন।
গগনে উঠিল হেন করে অনুমান ॥
কবিচন্দ্র উদ্দেশি গগন মেলি মারে।
নেউটি পড়িল গদা মাথের উপরে ॥
আপনার ঘাএ পাপ হৈল মুহুশ্চিত।
আত্মঘাতে মরে সুখ জানহ নিশ্চিত ॥
তবে মিথ্যা সেতু সত্যবাদী হৈল রণ।
অন্যে অন্যে গর্জন্ত তর্জন্ত দুই জন ॥
সিংহনাদ ছাড়ন্ত করন্ত পরাক্রম।
দুই বীর বীর্যবন্ত মূর্তিমন্ত যম ॥
পঞ্চ বাণে মিথ্যাসেতু কাটি পাড়ে ধ্বজ।
কোপে জ্বলে সত্যবাদী যেন মত্তগজ ॥
খুরশ্রী (?)[২] তাহার ধনু কাটিয়া পাড়িল।
আর ধনু মিথ্যাসেতু তখনে ধরিল ॥
পুনি সত্যবাদী আর কাটিল সারথি।
তীক্ষ্ণ করি শত্রু রথ কাটে শীঘ্র গতি ॥
কিরীট কুণ্ডল কাটে কাটে ধনুর্বাণ।
শত সংখ্য বাণে বিদ্ধে বজ্রের সমান ॥
হাতে গদা মিথ্যাসেতু ভএ চিন্তি মন।
মিথ্যা কথা কহি করে প্রাণের রক্ষণ ॥
সত্যবাদী প্রতি বোলে না করহ কোপ।
কার প্রাণে সহিবেক তোহ্মারি আটোপ ॥
সত্যকেতু পাত্র তুহ্মি সত্যবাদী বীর।
দেবঘরে সংগ্রামেত নির্ভয় শরীর ॥
আহ্মিহ শরণ লৈলুঁ সত্যকেতু স্থান।
কলির সেবনে আর নাহিক সৈন্য মান ॥
আহ্মার বচন যদি না কর প্রত্যয়।
হাত হোন্তে গদা লও শুন মহাশয় ॥
এ বলিয়া গদা দিতে নিকটে আইল।
সত্যবাদী সত্যবন্ত প্রত্যয় জানিল ॥
কাকের চরিত্র ভাল কাকে সে বুঝএ।
কাকের চরিত্র শুকে না বুঝএ নিশ্চএ ॥
দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্টজন।
সাধুজন না বুঝএ কুপাত্র লক্ষণ ॥
গদা লইতে সত্যবাদী হস্ত বাঢ়াইল।
ছিদ্র পাই মিথ্যাবাদী গদা ভ্রমাইল ॥
ভ্রমাই মারিল গদা মাথের উপরে।
মুহুশ্চিত সত্যবাদী রথ 'পরি গড়ে ॥
মিথ্যাসেতু মারিতে সত্যের সৈন্য ধাএ।
মার মার করি সব অতি বেগে যাএ ॥
দুই সৈন্য তুমুল উঠিল কোলাহল।
পদ ভরে পৃথিবী পাতালে যাএ তল ॥

---

১ সারিয়া সারিয়া—আত্মরক্ষা করিয়া করিয়া ২ শূরশ্রী ?

কাক কেহ না সহন্ত করন্ত প্রহার।
নিমথ্যাকা (?) রণ হৈল উঠে হাহাকার॥
প্রাণ-নিরুৎসুক রণ কেহ নাহি সহে।
মাংসে হৈল কর্দম শোণিতে নদী বহে॥
এথ দেখি ধর্মকেতু সংগ্রামে তরাসে।
অনন্ত বাসুকী যেন পাতালেত পশে॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনি গুণিগণ মনে মানে সুধাধার॥

॥ ধর্মকেতু ও পাপসেনের যুদ্ধ ॥

(দীর্ঘছন্দ : ধানশী রাগ)

যুদ্ধে যায় যুবরাজে বিবিধ বাদিত্র বাজে
ঘন ঘন করে সিংহনাদ।
অনিবার ক্ষেপে শর ছাই পড়ে দিগন্তর
কলি সৈন্য ভাবে পরমাদ॥
রথ পড়ে সারি সারি লক্ষ লক্ষ মত্ত করী
কোটি কোটি অশ্বে কৈল অন্ত।
কলি সৈন্য পাই ত্রাস ধাই যাএ চারি পাশ
সবে রোষে দ্বিতীয় যমন্ত॥[১]
সৈন্যের বিপদ দেখি নিজ বল ঊন লখি
পাপসেন কলির কুমার।
রথে চড়ি আগুসারে মহাসিংহনাদ করে
কোপে করে ধনুর টঙ্কার॥
মুখামুখি দুইজন হৈল ঘোরতর রণ
অস্ত্রজালে ভরিল গগন।
কাক কেহ নহি দেখে অস্ত্র পরে লক্ষে লক্ষে
দুই সৈন্যে কম্পে ত্রাস মন॥
ধর্মকেতু পঞ্চ বাণ এড়ে ধীরে সন্ধান
পাপসেনে দশ বাণে কাটে।
পাপসেনে দশ এড়ে ধর্মকেতু কাটি পাড়ে
অন্যে অন্যে সংগ্রাম না টুটে।
ধর্ম এড়ে খর বাণ কাটি পাড়ে ধনু খান
আর বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ।
পাপসেন লাজ পাইল আর ধনু হাতে লৈল
রথ দেখি দন্তহীন গজ।
বক্রবাণ সান্ধি এড়ে রথ চক্র কাটি পাড়ে
ক্ষুর বাণে কাটিল কোদণ্ড।
আর ধনু লভি কর ধর্মকেতু এড়ে শর
দুই বীর সংগ্রামে প্রচণ্ড।
এই মতে পরস্পর যুদ্ধ করে নিরন্তর
অন্যে অন্যে বরিষন্ত বাণ।
কাক কেহ নাহি দেখে অস্ত্র পড়ে লাখে লাখে
দুই সৈন্য ভএ কম্পমান।
দুই দিকে সৈন্যে পরে দুই যুবরাজ শরে
সৈন্যেত উঠিল হাহাকার।
প্রশংসন্ত দেবগণ সাধু সাধু দুইজন
দশদিক কৈল অন্ধকার।
তবে বীর পাপসেন যুগান্তের যম যেন
সান্ধি এড়ে ঊল্কামুখ বাণ।
হুঙ্কারি এড়িল শর পড়িল হৃদের পর
ধর্মকেতু যাএ কম্পমান॥

---

১ অনন্ত ?

যুবরাজ মোহ পাইল রথ বাহু বাঢ়াই[১] নিল
সৈন্যে ক্ষেপে কলির নন্দন।
সৈন্যে উঠে হাহাকার শোণিত বহএ ধার
সত্যকেতু চিন্তাকুল মন॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি পরাভব মনে গুণি
ধর্মকেতু বিদ্ধে আর বার।
ধর্মে জন্মিল কোপ পাপে পাইল বুদ্ধি লোপ
শর জালে কৈল অন্ধকার॥
পঞ্চবাণে তনু ভেদী ক্ষুরবাণে ধনু ছেদি
সারথি কাটিল আর শরে।
পাপ সেনে পাইল তাপ শীঘ্র ধরি আর চাপ
মাথার কিরীট কাটি পাড়ে॥
খসি পড়ে শিরস্ত্রাণ ধর্মে পাইল অপমান
হুঙ্কারি এড়িল রৌদ্রবাণ।
মোহ পাইল কলিসুত লোকে দেখে অদ্ভুত
শিরে পড়ে বজ্রের সমান॥
কদাচিত রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
পড়িল প্রসারি দুই হাত।
নারদ তুরিত আইল রথে তুলি লই গেল
কলি মারে মাথে বজ্রঘাত॥
ধর্মকেতু সত্য বাহে আনন্দিত সত্যরাএ
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ।
মোহাম্মদ খানে কহে ধর্মকেতু পাইল জএ
পাপীজনে পাইল অপবাদ॥

॥ সত্য-কলি যুদ্ধ : বিতর্ক ॥

(জমক ছন্দ)

পুত্রশোকে কলীন্দ্র সৈন্যেত প্রবেশিল।
শরজালে শক্র সৈন্য রণে কম্পাইল॥
গজ সৈন্য কাটিল কাটিল অশ্ববার।
সারি সারি অশ্বকাটে পর্বতের সার॥
কার হস্ত কার পদ কার কাটে শির।
বাছি বাছি কাটি পাড়ে মুখ্য মুখ্য বীর॥
শোণিতের নদী বহে মাংসে হৈল পঙ্ক।
নর ভক্ষি কৃতার্থ আনন্দ গৃধ কঙ্ক॥
কলি-অস্ত্র-অগ্নিকণা ভরিল গগন।
অরুণ হইল হীন স্থকিত পবন॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষএ ধার।
কলি অস্ত্রে সৈন্যেত উঠিল হাহাকার॥
গজ যূথ ধাএ যেন সিংহের তরাসে।
সত্যকেতু সৈন্য ধাই যাএ চারিপাশে॥
রাখিতে না পারে সৈন্য সত্য পাইল লাজ।
আপনে যুঝিতে চলে সত্য মহারাজ॥
রাজে যাএ সংগ্রামে নেউটে সর্ববল।
বিবিধ বাদিত্র বাজে শুনি কোলাহল॥
বেদ পঢ়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে।
পুণ্য রথে ধনু হাতে চলে সত্য রাএ॥
সুযোগ্য সারথি কথ চলে বাউ গতি।
দশদিক ভরি অস্ত্র এড়ে নানা ভাতি॥
সিংহনাদ করি গেলা কলির সমুখ।
সত্যকেতু দেখিয়া কলীন্দ্র মনে দুঃখ॥

---

১ রথ বাঢ়াইয়া নিল

কুবুদ্ধি সারথি রথ চলে শীঘ্রগতি।
হিংসারথে চলি আইল কলি নরপতি॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন পড়িছিল রণ।
মুখামুখি সংগ্রাম বাঝিল দুইজন॥
সত্যকেতু ধ্বজ শোভা করে দিবাকর।
কলি ধ্বজে শোভে চন্দ্র অধিক সুন্দর॥
দেবসিদ্ধ বিদ্যাধর তপস্বী ব্রাহ্মণ।
সত্যকেতু চাহন্ত ধর্মিক সাধুজন॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ দুর্জন চণ্ডাল।
নারদ কৃপণে চাহে কলীন্দ্রের ভাল॥
সত্য দেখি হাসি কলি বোলে উচ্চস্বর।
পণ্ডিত নিন্দিয়া যেন হাসএ বর্বর॥
বুঝিল অসক্য সত্য তপস্বী আচার।
তেকাজে চাহিল আগে সন্ধি করিবার॥
ধাইতে না পারি পুনি পড়িছিলা রণ।
আজুকা প্রসন্ন তোর হইল শমন॥
কাল সর্প হেন জান মোর তিনয়ন বাণ।
তোর রক্ত ভেদিয়া করিমু রক্ত পান।
এথ শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি।
শুন কলি কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ দুর্মতি॥
ভএ সন্ধি না মাগিএ জানহ নিশ্চএ।
লোকহিত চাহিল ধর্মের করি ভএ॥
কোপ হোন্তে পুরুষের বৈরী নাহি আর।
কোপ কালে নাহি দেখ ধর্মের বিচার॥
ষটঅগ্নি সংসারেত শুন অগ্নি কহি।
এক অগ্নি নরকে পাতকী যাএ দহি॥
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর।
কৃপা কৈলে নিবাএ সে অগ্নি খরতর॥
আর অগ্নি সংসারেত দহে বৃক্ষ গণ।
জীবনে সে লৈতে পারি তাহার জীবন॥
আর অগ্নি উদরেত শরীর জ্বালএ।
অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ॥
আর অগ্নিদহে বিরহের বিরহিণী।
প্রথম সঙ্গমে অগ্নি নিবাএ আপনি॥
আর অগ্নি চিন্তার চিন্তিত দহে মন।
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাএ নিবারণ॥
আর ক্রোধানল হোন্তে ধর্মে পাএ নাশ।
ক্ষেমা হোন্তে নিবি যাএ সে পাপ হুতাশ॥
ধন হীন দাতার বিপদে মনে দুঃখ।
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ॥
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে।
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে॥
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ণ বদন।
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন॥
সর্বকাল ধনীর সম্পূর্ণ চন্দ্রমুখ।
ধনী দেখি নির্ধনীর ফাটি যাএ বুক॥
ধন হীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী।
মধু হীন ফল যেন নালএ শুক শারী॥
বলে বীর্যে সব বৈরী পারে জিনিবার।
ক্ষেমা ধরি কোপ-বৈরী জিনিতে না পারে॥
ক্ষেমা সে পরম ধন ধর্মিকের জান।
ক্ষেমামূলে দুই কুলে বহএ কল্যাণ॥
তেকারণে সন্ধি করি ক্ষেমা কৈল তোক।
তুঞি পাপমুখে 'থু' মারএ সর্বলোক॥
কলি বোলে সত্য তুঞি তপস্বীর পতি।
বিনি দ্বন্দ্বে কোনে বা রাখিছে রাজ নীতি॥

ক্ষেমা-করে জনেরে না করে কেহ ভএ।
যদিবা উত্তম জন মহাবংশেত হএ॥
নিকৃষ্টে করিলে কোন্দল বিক্রম নিশ্চএ।
মহাজনে দ্বন্দ্ব ভএ তাহাক শঙ্কএ॥
ভ্রাতৃ বা পুত্র বা পাত্রমিত্র বা ঘরণী।
দ্বন্দ্ব করিব ভএ রাখিব পুনি পুনি॥
দ্বন্দ্ব হোন্তে শত্রু নাশ মিত্রের উজ্জ্বল।
দ্বন্দ্ব করি নৃপতি শাসিব মহীতল॥
সত্য বোলে তোর বুদ্ধি কহি শুন হিত।
পুত্র তুল্য প্রজাকে পালিব প্রতিনিত॥
দ্বন্দ্বকালে দ্বন্দ্ব করি ক্ষেমা সর্বকাল।
নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যেত জঞ্জাল॥
দ্বন্দ্ব হোন্তে সম্পদেত ক্ষেমা করে সর্ব।
বিপদেত সকলে হারে টুটি যাএ গর্ব॥
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন।
পুত্র বা পাত্র বা ভার্যা কিবা ভৃত্যগণ॥
দানে ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি।
সমদণ্ডে শাসিব সকল বসুমতী॥
দাতার সকল বন্ধু প্রসন্ন বদন।
দানে মিত্র করিতে পারিএ শত্রুগণ॥
সংসারেত যশ মিলে স্বর্গে বাস হএ।
পরের নিমিত্তে ধন কৃপণে সঞ্চএ॥
নারী হই লজ্জাহীন হএ যেইজন।
দিষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ॥
নৃপতি হইয়া যদি না আদরে ধর্ম।
বৃষ্টিহীন মেঘ যেন নাহি ক্রোধ কর্ম॥
পুরুষ না হএ যদি সত্যবন্ত ধীর।
চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর॥
প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহার বচন।
মধুহীন ফল যেন না রুচএ মন॥
শাস্ত্র কর্ম জানি যেবা ধর্ম না আচারে।
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ধরে॥
পাখহীন পক্ষী যেন হীন বলবন্ত।
বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত॥
যে মিত্রে বিপদে ছাড়ে দেখিয়া সংশএ।
গুণহীন ধনু যেন কার্যে না লাগএ॥
ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন।
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন॥
কলি বোলে কর বুদ্ধি সত্য নরপতি।
বুদ্ধিমন্ত কৃপণ ভাবিয়া দেখ মতি॥
ঘর শূন্য যার ঘরে নাহিক জননী।
দেশ শূন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি॥
সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্যা নাহি যার।
সর্বশূন্য দরিদ্রতা মহাদুঃখ তার॥
ধনমানে সংসারেত সম্মান পাওএ।
অপমানে নির্ধনীর বিদরে হৃদএ॥
মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ দুখ।
ধনবন্ত মুর্খক পূজএ সর্বলোক॥
ধন সে পরম বন্ধু সংসার ভিতর।
ধন হোন্তে মান্য জন যদ্যপি বর্বর॥
সত্যে বোলে শুন কহি না চিন্তহ বাম।
ধন হোন্তে মনদুঃখ পাএ পরিশ্রম॥
বিদ্যাএ পণ্ডিত হএ সর্বত্রে কল্যাণ।
ধনিক মূর্খেরে লোকে না করে বাখান॥
ধন হোন্তে শত্রু হএ সবে হিংসে নীতি।
বিদ্যাবন্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি॥

স্বদেশে রাজাক পূজে বিদেশে উদাস।
সর্বস্থানে পণ্ডিতের যেহেন প্রকাশ॥
ধনবন্ত সংসারে সম্পদ কথ দিন।
শাস্ত্রী পরলোক পাএ হএ প্রভু-লীন॥
মরণ সঙ্গতি ধন নিতে কেহ নারে।
শাস্ত্র পুণ্য ফলে পুনি নরক উদ্ধারে॥
নপুংসক হস্তে যেন সুন্দরী নাগরী।
না ভুঞ্জিল শৃঙ্গার আছিল রূপ হেরি।
তিন কার্য হোন্তে নিত্য চিন্তা পাএ নর।
শুন কহি তোর স্থানে কলীন্দ্র বর্বর॥
ধন সঞ্চিবারে চাহে যে পাপ অজ্ঞান।
বটে বটে সঞ্চিতে চিন্তিতে যাএ প্রাণ॥
বহু ভার্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাতি।
নিজ কার্যে যেই জনে ব্যক্তে কহে নীতি॥
বিমর্সি না কহি কথা পাএ অপমান।
বহু বাক্যে মুখ দোষে চিন্তা পাএ জান॥
যে বাণ এড়িল সন্ধি তেন মত পাড়ে।
মুখে নিঃসরিলে কথা সম্বরিতে নারে॥
কলি বোলে সত্যকে যে সদৃশ ছাওয়াল।
শাস্ত্র নাহি জানসি না চিন মন্দ ভাল॥
শাস্ত্র নাহি জানিলে পণ্ডিতে মূর্খ তুল।
বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফলফুল॥
শাস্ত্র জানিয়া যদি ভাল কথা কহে।
সভা মধ্যে তার বাক্য বেদ তুল্য হএ।
নানা ভাষ জানিব কহিব নানা ভাতি।
সেই পুরুষোত্তম সত্য নরপতি॥
সত্য বোলে কহিতে কহিব সুধামএ।
কার্যকালে নিঃশব্দে রহিব নিরন্তএ॥
যদি সে অযুত সম হএ তার বাণী।
বহুত কহিতে তিক্ত কর্ণে লাগে পুনি॥
তিন কার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ।
বহু ভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ॥
বহু কথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে।
তিল এক ধর্ম পন্থে মিথ্যা নাহি সহে॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ বাস মিথ্যাএ নরক।
মিথ্যা যেন ফোঁটা সত্য চন্দন তিলক॥
প্রাণান্তেহ মিথ্যা না কহিব সাধুজন।
যদি বিপর্যয় হএ বিধির ঘটন॥
যদ্যপি পশ্চিম দিকে উদয় তপন।
সুমেরু চলএ যদি অসক্য কথন॥
যদ্যপি শীতল হএ প্রচণ্ড আনল।
যদি পর্বতের উপরে বিকাশে কমল॥
সূচ্যাগ্রহ তথাপি না টলে সাধু বাণী।
সত্য হোন্তে সম্পদ মিথ্যাএ সব হানি॥
কলি বোলে সত্য তুমি পণ্ডিত বর্বর।
সর্বস্থানে সত্য কহি পাড়ে অথান্তর॥
যেবা মিথ্যা কহিলে লোকের হএ ভাল।
তাত মিথ্যা কহি সত্য সত্য মহীপাল॥
মিথ্যা কহি শত্রুকে জিনিতে পাপ নাহি।
দ্রোণকে বধিল ধর্ম মিথ্যা কথা কহি॥
চারি কর্ম মনুষ্যে করিব ধর্ম ছাড়ি।
সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী॥
মিথ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ।
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ॥
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণরক্ষা পাএ।
লজ্জা ছাড়ি প্রাণরক্ষা করি সর্বথাএ॥

সত্য স্মরি যুদ্ধ করি যদি তেজে প্রাণ।
পুত্র-দারা শত্রু হরে অযশ বাখান॥
পলাইয়া যুদ্ধ করি সঙ্কট জিনিব।
আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব॥
সত্যকেতু বোলন্ত কলীন্দ্র পাপমতি।
যুদ্ধেত বিমুখ হৈলে নরকে বসতি॥
আগে বা পাছেত জান অবশ্য মরণ।
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন॥
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া যে প্রাণের কাতর।
নিষ্ফল জীবন তার সংসার ভিতর॥
নিজ কুল-ধর্ম ছাড়ে যেই দুরাচার।
গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার॥
এথেক জানিয়া লোকে কীর্তি সে আচরিব।
প্রাণান্তেহ নিজ কুল-ধর্ম না বর্জিব॥
সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম।
কুল-কর্ম-ধর্ম কভো না তেজে উত্তম॥
শুদ্ধভাবে সত্য-যুদ্ধ করিব সুজন।
অসত্য কপট করি না করিব রণ॥
কপটির কণ্ঠ শ্বাস পাছে পাএ লাজ।
সর্ব কর্মে যুদ্ধ-কর্ম ভাল কলিরাজ॥
কলিএ বোলন্ত শুন সত্য নরপতি।
যথ কিছু কহিলে না রুচে মোর মতি॥
সাধু সঙ্গে সাধু বৃত্তি করএ সুজন।
কপটেত শুদ্ধ ভাব করে মূঢ় জন॥
কপটেত কপটে পাইব পরিত্রাণ।
বিষেত হরএ বিষ সত্যকেতু জান॥
সত্যভাবে যুধিষ্ঠিরে হারে রাজ্যধন।
শকুনি জিনিল পাশা কপট কারণ॥
কপটে ব্রাহ্মণ দেখ বালক ছলিল।
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ঠেকএ জঞ্জাল॥
অসুরক দিয়া বর যেন ভূতনাথ।
শত্রুশিরে হস্ত দিলে হৈবে ভস্মপাত॥
শিব শিরে হস্ত দিয়া চাহে পরীক্ষিতে।
আকুল অম্বিকা পতি আপনা রাখিতে॥
কপটে গোবিন্দ তাকে করিল নিধন।
তার হস্ত তার শিরে করি আরোহণ॥
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ভুঞ্জএ সন্তাপ।
ভাল প্রতি মন্দ কৈলে যথ হএ পাপ॥
কপট না কৈলে যুদ্ধ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবে কপট করি কৌরব সংহারে॥
সত্যকেতু বোলন্ত কপটে কোথা জএ।
জএ পরাজএ দৈব নিবন্ধ নিশ্চএ॥
বল বীর্য কপটে বিক্রমে নহে কর্ম।
বিধাতার নিবন্ধ যে করে জান ধর্ম॥
মৃত্যুকালে ঔষধে নাহিক প্রয়োজন।
দুঃখকালে কপটে না অর্জে কেহ ধন॥
কোনে বা জিয়াইব কেবা মারিবেক কাক।
সন্ধি-বিগ্ন জীবন-মরণ দৈব পাক।
রজ্জুএ বান্ধিয়া যেন পোতলি খেলাএ।
তেহেন সংসার লোক প্রভুর আজ্ঞাএ॥
আজ্ঞা বিনি এক তরু-পত্র নাহি পড়ে।
মিছা দ্বন্দ্ব তুহ্মি আহ্মি সব প্রভু করে॥
কলি বোলে যথ কহ পশুর বচন।
মনুষ্য করিয়া কেনে করিছে সৃজন॥
প্রাণ পণ করিব যে কার্য হএ সিদ্ধি।
ভাগ্যফলে তাত যেবা মিলাএ যে বিধি॥

চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতর।
নিজ দোষে কাপুরুষ হএ অথান্তর ॥
চেষ্টা কৈলে তাক লোকে নিন্দএ অনেক।
চিন্তিলে না হএ কার্য দৈব পরিপাক ॥
মথিলেসে দুগ্ধে ঘৃত পাউন্ত গোয়াল।
চেষ্টিলে সে কার্য সিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল ॥
কলি বলে অসত্য কর্ম অসত্যে সাধিব।
যশ কীর্তি নিজ বাহু বলে যে অর্জিব ॥
সহজে তপস্বী তুঞি যুদ্ধে নাহি কাজ।
ধনু এড়ি তপস্বী চলহ বন মাজ ॥
তপস্বী হইয়া কর রাজ্য অভিলাষ।
ব্রহ্মচর্য বিরলে সদৃশ তোর আশ ॥
এক হস্তে দুই কর্ম করিতে চাহসি।
অবোধ শৃগাল প্রাএ চিন্তিয়া মরসি ॥
মৎস্য লোভে মাংস এড়ি মৎস্যকে ধাইলা।
সে মাংসে হরিল মৎস্য কিছু না পাইলা ॥
সত্যবতী না হএ তোহ্মার উপযোগ।
কোথাত অমৃতের ফল বানরের ভোগ ॥
চারি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক।
গুরুগৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক ॥
বিশেষ অর্জিলে ভোগ বিষ সমতুল।
যার গুষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল ॥
তাহাত বিষম জান বৃদ্ধের তরুণী।
তেন তুহ্মি বৃদ্ধ স্থানে সতী সুবদনী।
আনকে সতীক দিয়া যাও তুহ্মি বন।
শুন সত্য হিত তত্ত্ব রাখহ জীবন ॥
সত্যকেতু বোলন্ত পেচক নহে শুক।
যদ্যপি পেচারে রাখে উল্লুকা উল্লুক ॥
হিত তত্ত্ব কহিতে তোহোত লএ আন।
চোরেত না রুচে যেন ধর্মের বাখান ॥
আপনার স্বভাব না ছাড়ে কভো হীন।
শত ধোতে না তেজএ অঙ্গার মলিন ॥
স্বর্গে যদি রোপে নিয়া সহস্র-লোচন।
যদিবা অমৃত তাত সিঞ্চে দেবগণ ॥
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে।
আপনার স্বভাব দুর্জনে নাহি এড়ে ॥
দোচারণী পত্নী তোর নিষ্ফল জীবন।
পরের উচ্ছিষ্ট নিতি করহ ভোজন ॥
চোরে সাধু দেখিয়া যে না বোলএ চোর।
তেনমত দেখি কলি ব্যবহার তোর ॥
ভৃত্য পাশে নিজ নারী দেঅসি নিতি নিতি
তেন আন স্থানে মোরে দিতে বোল সতী ॥
গুরু তোর নারদ কপট তোর দাস।
মিত্র ভৃত্য হোন্তে তুঞি পাইবেক নাশ ॥
চারি শত্রু ঘরে রাখি থাকে যেই জন।
অবশ্য দুর্গতি তার বিকৃত মরণ ॥
দুষ্ট দোচারণী নারী মিত্র যার শঠ।
উত্তরদায়ক ভৃত্য পায়এ সঙ্কট ॥
সর্প যেবা ঘরে রাখি নিঃশঙ্ক।
এই চারি শত্রু হোন্তে সংশয় জীবন ॥
তেহেন তোহর জান নিকট মরণ।
দোচারণী মূলে পাপ নারদ কারণ ॥
হীন অকুলিনী উপদেশ নাহি ধরে।
লবন ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে ॥
কলি বোলে সত্য তুহ্মি বুদ্ধি বড় হীন।
বাল বুদ্ধি ভাগ্যে সে কুলিনী অকুলীন ॥

যুদ্ধকালে কেহ জাতি-কুল না বিচারে।
ভাগ্য বলে জিনে শত্রু বাহুবলে মারে।।

কথ অকুলীন হোন্তে কুলিনী জন্মএ।
সুগন্ধি কস্তুরী দেখ মৃগে উপজএ।।

সুরভি গোময় হোন্তে জন্মএ লাদন।
রাজ বীর্য হোন্তে হএ সংসার পাতন।।

একহি সমরে হৈল অমৃত গরল।
কুল অকুলিনী তুহ্মি বোলসি নিস্ফল।।

বাহুবলে পারোঁ মুই জিনিবারে সক্র।
মোর ভএ স্বর্গেত কম্পিত দেব চক্র।।

মহারাজা নলকে ভ্রমাইলুঁ বনে বন।
দময়ন্তী হারাইল মোহর কারণ॥

রাম হোন্তে লক্ষ্মণকে করিলুঁ বিমন।
অভিমানে প্রাণ দিল সুমিত্রা নন্দন॥

ভ্রাতৃশোকে রঘুপতি তেজিল শরীর।
হেন সব কর্ম কৈলুঁ আমি মহাবীর॥

ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির পুণ্য কলেবর।
মায়া করি লজ্জা দিলুঁ সভার ভিতর॥

গোমাংস ভক্ষিছে করি তাকে দিলুঁ বাদ।
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরে পাইল অপবাদ॥

উদ্‌গার করিলুঁ তাক সভার ভিতর।
মায়া করি গোমাংস দেখাইলুঁ বহুতর॥

মোহোর প্রসাদে বলি ইন্দ্রপদ পাইল।
পাএ ধরি ভীমে মোরে রাখিতে নারিল॥

কি করিব মোকে ভীম অর্জুন দুর্জএ।
ত্রিভুবন মধ্যে মোর কাক নাহি ভএ॥

আহ্মাকে নিন্দসি সত্য অশক্তি নির্বলী।
আজি যুদ্ধে তোহ্মারে যমেরে দিমু ডালি॥

এথ শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি।
যুদ্ধে নাহি জিনিতে কি গর্জসি দুর্মতি॥

আপনাক বাখানসি করি অহঙ্কার।
নিকৃষ্টের চরিত্র তোহোর কুলাচার॥

সিংহ মারি অহঙ্কার উত্তমে না করে।
অধমে শূকর মারি সিংহনাদ ছাড়ে॥

কোকিলে না করে গর্ব চ্যুতাঙ্কুর পাই।
ভেককুল গর্বএ কর্দম জল খাই॥

গর্ব যেই করে তার অবশ্য লাঘব।
অহঙ্কার করে লোক পাএ পরাভব॥

নম্রভাবে পুরুষের শাস্ত্রেত বাখানি।
নম্র হএ ডাল-বৃক্ষ ফল ধরে পুনি॥

নিস্ফল সিমূল বৃক্ষ ছুঁইল আকাশ।
অহঙ্কার গর্ব কৈলে অবশ্য বিনাশ।।

নম্রভাবে শত্রু মনে কৃপা উপজএ।
অহঙ্কারে মিত্র সব শত্রুতুল্য হএ।।

উন্মত্ত মনুষ্য সম আপনা বাখানসি।
ভাল মন্দ ধর্মাধর্ম কিছু না জানসি।।

বচাবচে কার্য নাহি ধর ধনুর্বাণ।
যুদ্ধকালে বুঝিবা কে বিক্রমে প্রধান।।

এ বলিয়া সত্যকেতু ধনুত টঙ্করে।
মহাবীর কলীন্দ্রে যে সিংহনাদ ছাড়ে।।

সত্যকেতু বিবাদ বাঝিল মহারণ।
সরস পঞ্চালি ভণে মোহাম্মদ খান।।

॥ যুদ্ধারম্ভ ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

এই মতে দুই জন বাঝিল বিষম রণ
অন্যে অন্যে ধনুর টঙ্করে।
গুহা মধ্যে দুই পড়ি দুই সিংহ জড়াজড়ি
অন্যে অন্যে সিংহনাদ ছাড়ে ॥
সত্যকেতু এড়ে শর ছাই পড়ে দিগন্তর
ঢাকি গেল রবির প্রকাশ।
কলি এড়ে দিব্যবাণ যেন অগ্নি খান খান
জ্যোতির্ময় হইল আকাশ ॥
সত্য এড়ে দশবাণ কলি কৈল খান খান
পুনি কলি এড়ে দ্বাবিংশতি।
পঞ্চবাণ কাটি পাড়ে সত্যকেতু ধনুর্ধরে
পুনি বাণে বিন্ধে শীঘ্রগতি।
কাটিয়া কলির ধনু পুনি পুনি বিন্ধে তনু
আর ধনু কলি লৈল হাতে।
সুযোগ্য সারথি বিন্ধি দিব্যবাণ এড়ে সান্ধি
সত্যধর্ম 'পরে বজ্রঘাত।
সহিয়া সে ঘাও পুনি কোপে সত্য গুণ-মণি
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ।
শোনিতে মজিল তনু খসিল হস্তের ধনু
রথেত পড়িল কম্পমান ॥
চৈতন্য পাইল যবে ধনু ধরি উঠে তবে
ক্ষুরবাণে কাটিল কোদণ্ড।
পুনি ধনু সান্ধি এড়ে সূর্য ধৈর্য কাটি পাড়ে
কলি রাজা বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
কাঞ্চনে মণ্ডিত পুর জ্যোতি উঠে ব্যোমপুর
পৃথিবীত খসিয়া পড়িল।
ধ্বজহীন হৈল রথ অপমানে মৃত বৎ
সত্যকেতু লজ্জায় জরিল ॥
কোপে এড়ে ভল্লুবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
দিব্যবাণে বিন্ধিল সারথি।
কুবুদ্ধির বুদ্ধি নাশ অশ্ব ধাএ চারিপাশ
মুহুশ্চিত সারথি দুর্মতি ॥
রথ যাএ চারিপাশ সত্যকেতু উপহাস
কলিএ পাইল অপমান।
সারথি চৈতন্য পাইল পুনি বাহু বাঢ়াই আইল
কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ ॥
সত্যকেতু সৈন্য দহে দেবগণ কম্পে ভএ
প্রজ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশ।
চিন্তে সত্য ধনুর্ধর সান্ধিল আবরি শর
মেঘচয় এড়িল আকাশ ॥
আবর্ত সমর্থ দোন প্রখর আদি মেঘসম
মুষল ধারাএ ক্ষেপে জল।
ঘন ঘন বজ্রঘাত কলি সৈন্য হৈল পাত
নিবাইল দারুণ অনল ॥
নিজ মনে আবকলি[১] বাউ বাণ এড়িল কলি
মেঘচয় কৈল খান খান।
সত্যকেতু এড়ে গিরি কলি ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি
পর্বত কাটিল তুরমান ॥

---

১ আবকলি—আকলি

কলি এড়ে তম শর অন্ধকার দিগন্তর
কার কেহ নাহি পরিচএ।
গর্জে তর্জে কলি বীর অস্ত্র ক্ষেপে অনিবার
সত্যকেতু সৈন্য মনে ভএ ॥
সত্যকেতু এড়ে শর অন্ধকার হৈল দূর
কলিএ এড়িল নাগ-বাণ।
ফণীগণে ফণা ধরি রহে সত্যকেতু বেড়ি
সত্যকেতু বিষে কম্পমান ॥
গুরু অস্ত্র সান্ধি এড়ে নাগ সৈন্য কাটি পাড়ে
কলিএ এড়িল উল্কা মুখ।
সর্ব গাএ বহে লহু সত্যকেতু পাইল মোহো
সুযোগ্য সারথি পাইল দুঃখ ॥
সারথি বোলএ কাজ উঠ সত্য মহারাজ
পাপিষ্ঠ কলিএ পাইল বল।
সারথির শুনি কথা মনে উপজিল ব্যথা
চৈতন্য পাইল মহাবল ॥
অপমানে কম্পে তনু ধরিয়া বিজয় ধনু
লঘু হস্তে বাণ সান্ধি এড়ে।
সান্ধিতে এড়িতে বাণ সত্যকেতু মহীয়ান
কলীন্দ্র না পারে লক্ষিবারে ॥
দশ বাণে বিন্ধে তনু ক্ষুরপ্রিয় কাটিল ধনু
ইন্দ্রবাণে কাটে চন্দ্র ধ্বজ।
নানা রত্ন বিভূষিত খসি পড়ে পৃথিবীত
যেন পড়ে দন্তহীন গজ ॥
কলি পাই অপমান ধরি আর ধনুর্বাণ
জুতি বাণ এড়ে শীঘ্র গতি।
সপ্ত সাল বাণ এড়ি কাটে খণ্ড খণ্ড করি
চিন্তিত কলীন্দ্র পাপমতি ॥
সূচিমুখ বাণ পুনি এড়ে কলি কোপ গুণি
সত্যের হাতের কাটে চাপ।
আর ধনু ধরি হাতে যুঝে সত্য নর নাথে
মহাসত্য প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
বাছি এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
আর বাণে কাটি পাড়ে ধনু।
করি তিল পরমাণ কাটি পাড়ে তনুত্রাণ
উগ্রশিখা বাণে বিন্ধে তনু ॥
কলি হৈল অচেতন সত্য উল্লসিত মন
নারদে ভাবএ মন দুঃখ।
পরাভব মনে গুণি কলীন্দ্র উঠিল পুনি
কোপে অগ্নি বর্ণ হৈল মুখ ॥
সত্যকেতু সেইক্ষণ বিন্ধে শত লক্ষ বাণ
পুনিহ কাটিল শরাসন।
ভএ কলি মায়া কৈল সংগ্রামেত লুক দিল
অন্ধকার করিল সৃজন ॥
অলক্ষিতে এড়ে শর চিন্তে সত্য ধনুর্ধর
দশদিক চাহি নাহি দেখে।
ঊর্ধ্ববাহু ক্ষেপে শর দীপ্তি কৈল দিগন্তর
জ্যোতির্ময় অস্ত্র লাখে লাখে ॥
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধিল ভৈরব শর
মন্ত্রে তন্ত্রে হুঙ্কারি এড়িল।
অলক্ষিতে আসে বাণ সত্যকেতু নাহি জান
বজ্রতুল্য হৃদএ পড়িল ॥
সর্ব গাএ পড়ে লহু সত্যকেতু পাইল মোহ
ধ্বজ ধরি হৈল অচেতন।
কুবুদ্ধি সারথি তথি কলিক বোলএ নীতি
ঝাটে কর সত্যের নিধন ॥

শত্রুবধে মহাকর্ম তাত না বিচার ধর্ম
যদি চাহ আপনা নিস্তার।
ছিদ্র পাই ক্ষেম যবে মন দুঃখ পাইবা তবে
নারিবা সত্যকে মারিবার ॥
কুবুদ্ধির বুদ্ধি শুনি কলি ভাল বোলে পুনি
দুষ্টেত দুষ্টের কথা রহে।
যেহেন গোমএ কীট গোময়কে বলে মিঠ
ভ্রমর কুসুম গন্ধে মোহে ॥
তবে কলি পাপাশয় ধর্মকে না করি ভয়
শেল পাট এড়ি বিন্ধে বুক।
ঘাএত লবন দিল সত্যবর মোহ পাইল
অনুশোচ করে দেব লোক ॥
পুণ্যফলে রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
মৃতবৎ রথের উপর।
সুযোগ্য সারথি বীর রথ বাঢ়াইয়া[১] নিল
তাত অস্তান্বিত দিবাকর ॥
প্রকাশিত মহীতল সত্যবন্ত দিবাকর
কাল গেলে সেহ পাএ শেষ।
গুরুপত্নী হরে শশী সংগ্রাম ভূমিত আসি
তম অস্ত্রে ঢাকি দিল দেশ ॥
পুনি হানে সিত বাণ ঘাএ সূর্য কম্পমান
রক্তে লালবর্ণ হৈল তনু।
কলির বিজয় জানি অরুণে সারথি পুনি
রথে করি লই গেল ভানু ॥
সত্য বিনে সতী দুঃখ তেহেন পদ্মিনী মুখ
সুর বিনু গুণে পরমাদ।
সুরগুরু মহীসুত বধে বীর অদ্ভুত
চান্দ বৈরী করে জয়বাদ ॥
তারকমণ্ডল মাজ শোভা করে দ্বিজরাজ
চকোর শোভএ যার হাত।
উল্লসিত কুমুদিনী নেহালএ পুনি পুনি
দেখিয়া আপন প্রাণনাথ ॥
দিন হৈল অবশেষ বিধুপত্নী পরবেশ
গর্জে কলি করি সিংহনাদ।
নৃত্য-গীত কুতুহল বাদ্য ভাণ্ড কোলাহল
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ ॥
কহে মোহাম্মদ খান শুনি গুনিজনগণ
আনন্দে পূর্ণিত হৈল মন।
সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভণে
কৌতুকে করিল বিরচন ॥

---

১ বাহুরাই—বাহুবাঢ়াই

॥ সত্যকেতুর পরাজয় ॥

(জমক ছন্দ)

সত্যকেতু রণে সৈন্য সব দিল ভঙ্গ।
মৃগ যেন ধাএ পাই সিংহের আতঙ্ক ॥
নৃপতির ভঙ্গে সৈন্য ধাএ চারি পাশ।
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যাএ আন পাশ ॥
যুবরাজ ধর্মকেতু নারে রাখিবার।
সেনাপতি বীর্যশালী সন্তাষে সভার ॥
সত্যবাদী নিঃশব্দ উজর[১] নাহি মুখে।
কবিচন্দ্র সুবুদ্ধি স্তম্ভিল মহাদুঃখে ॥
অপমানে সুদাতাএ কচলএ হাত।
মিত্রকণ্ঠ মারএ শিরেত বজ্রঘাত ॥
যার যেই শিবিরে গেলা দুই বল।
সত্যকেতু মুহুশ্চিত কলি কুতুহল ॥
ঘরে নিয়া সত্যকেতু করাইলা শয়ন।
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ করন্ত ক্রন্দন ॥
কাঞ্চলি কহিল গিয়া সতীর গোচর।
হৃদএ পড়িল যেন লোহার মুদগর।
সুমেরু ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত।
কর্ণপন্থে লাগি গেল বজ্রের নির্ঘাত ॥
চর মুখে শুনিয়া সত্যের বিবরণ।
প্রভু প্রভু করে দেবী হৈল অচেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া ধাএ আউদল কেশ।
সভা মধ্যে আইল দেবী উন্মত্ত বেশ ॥
চরণে পড়িয়া দেবী করএ বিলাপ।
মোহাম্মদ খানে কহে মধুর আলাপ ॥

॥ সত্যবতীর বিলাপ ॥

বিলাপএ সত্যবতী শোকাকুল দুঃখমতি
ঘন ঘন করে অঙ্গঘাত।
কুবরী কুহরে যেন উচ্চস্বরে কান্দে তেন
সম্বোধিয়া নিজ প্রাণনাথ ॥
ধরিয়া প্রভুর পদ নিগদএ গদ গদ
নয়নে গলএ জলধার।
উঠ প্রভু ছাড়ি মোহ মোছলো অঙ্গের লহু
অভাগিনী করোঁ পরিহার ॥
তুঞি সত্য নরপতি আজিহ তোহ্মার কীর্তি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ঘোষণ।
সিদ্ধাদের বিদ্যাধর যথ সাধু সত্য নর
তোহ্মাকে ভাবন্ত এক মন ॥
রিপু মর্ম খণ্ড খণ্ড শুনিয়া প্রচণ্ড দণ্ড
তোহ্মারে কোদণ্ড চন্দ্রধ্বজ।
স্বর্গ-মর্ত পাতালেত কেবা আছে হেনমত
না মানএ সত্য সুরধ্বজ ॥

---

১ উজর > ওজর—অভিযোগ, আপত্তি

সত্য যক্ষ পিতাশ[১] ভএ গেল বনবাস
তোহ্মার বিক্রম কথা শুনি।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত বিক্রমের নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপ গুনি ॥
না বুঝি কি দৈব হেতু তুহ্মি হেন সত্যকেতু
পাপিষ্ঠ কলিএ যাএ জিনি।
উঠ প্রভু লভ জ্ঞান এ দুঃখ না সহে প্রাণ
হীন জন পরাভব দুঃখ ॥
প্রেমানলে দহে দেহ কি দিয়া নিবাই কহ
ধূলা হোন্তে উদ্ধারহ মোক ॥
এ বলিয়া ততক্ষণ হৈল দেবী অচেতন
মৃতবৎ ভূমিতলে গড়ে।
কোন সখী ধরে গাও কেহ হস্ত কেহ পাও
অস্তে বাস্তে সব সখী ধরে ॥
বোলে সখী শুদ্ধমতী উঠ দেবী সত্যবতী
হের তোকে সত্যকেতু ডাকে।
শুনি নিজ নাথ নাম শোকাকুলি গুণধাম
গেল প্রাণ আইল দৈবপাকে ॥
মুকুলিত কেশ ভার ছিণ্ডিল গলার হার
করঘাতে হৃদএ হৈল সুর।
সিন্দূর লুকিত হৈল কেশে মুখ আচ্ছাদিল
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রসূর ॥
ধূলি ধূসরিত দেহা গুণি প্রাণ নাথ নেহা
উঠিল ধরণী চাপি হাত।
দেখি প্রভু মুহুশ্চিত বিলাপএ বিষাদিত
উষ্ণ স্বরে ডাকি প্রাণ নাথ ॥

সখীক সম্বোধি বোলে নয়ন ভরিয়া জলে
শুন সব মোর নিবেদন।
ফুটিল দারুন শেল হৃদয় ভেদিয়া গেল
প্রভু মোর তেজিল জীবন ॥
পুনি প্রাণ নাথ আসি মোক না বোলাইব হাসি
না শুনিমু মধুর বচন।
মুঞি বড় অভাগিনী পাপিনী দুঃখিনী ধনী
কেনে রহে এ পাপ জীবন ॥
সে মুখ ভুলিতে নারি মৃগাঙ্ক কলঙ্ক ছাড়ি
নয়ন চকোর তার পাশে।
ভুরুর ভঙ্গিমা করি মোর প্রাণ নিল হরি
জগমোহে যদি মৃদু হাসে ॥
এহেন প্রাণের পতি যদি হএ হেন গতি
যৌবনে জীবনে কোন ফল।
গলে দিয়া কাতিমান সখী মোর সত্য জান
প্রাণ দিমু ভক্ষিয়া গরল ॥
মোহোর প্রাণেশ্বর শ্যাম নব জলধর
বলে বীর্যে সম হৈল যোধ।
হরিচন্দ্র সম জ্ঞান রঘুর সদৃশ মান
গাণ্ডিবে অর্জুন সম যোধ ॥
ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবীর সম স্থির
সব অস্ত্র শাস্ত্র অনুপাম।
সর্ব সিদ্ধি কল্প তরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
সংগ্রামে বিজএ সম রাম ॥

---

১ পিশাচ : বর্ণের স্থিতি বিপর্যয় ও উচ্চারণ বিকৃতি

যার সিংহনাদ শুনি ভুবন কম্পিত পুনি
শত্রু কুল মর্ম যাএ চিড়।
ধনুর টঙ্কার যার বজ্রের নির্ঘাত মার
মোর পতি রণে মহাবীর॥
হেন সত্য মহামতি জিনে কলি পাপমতি
অশক্ত নিধর্নী দুরাচার।
না বুঝি বিধির কাজ হেন জনে দিল লাজ
দৈবে বিধি তুলিল সংসার॥
কপটে সে পাই লাজ ভীত হৈল সর্বকাজ
কৃপণের কীর্তি ঘোষে লোকে।
হেন দৈব বিপরীত দুঃশীলার কৈল হিত
অভাগিনী সতী মরে শোকে॥
শৃগালে সিংহ মারে এ দুঃখে কি প্রাণ ধরে
দৈব কলে বিপর্যয় হৈল।
কোপে যুগান্তের কাল সত্যকেতু মহীপাল
পাপিষ্ঠ কলিএ পরাজিল॥
সুধা ফেলি বিষ নিল বিজয় বলি কল্পিল
বিপদেত বুদ্ধি পাইল নাশ।
সত্যবাদী আদি বীর কলি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল
লোকেত করিল উপহাস॥
মিত্রকণ্ঠ হেন গুরু সাক্ষাৎ কল্পতরু
সেহ বিসর্জিল জ্ঞান জাপ।
বীর্যশালী ভঙ্গ দিল পরাক্রম না করিল
মিছারে সে করি বীর দাপ॥
কোন্ কাজে কবিচন্দ্র শিখিআছ মন্ত্র তন্ত্র
বিপদেত সে না হৈল মত।
সর্ব জন সঙ্গে ছিল কলি সত্য পরাজিল
দৈবে বিধি দুঃখ দিল তাত॥

পুত্র মোর ধর্মকেতু জন্মিলেক কোন্ হেতু
না আইল আপনা বাপ কর্মে।
তাহা বা কি করি রোষ মোর বা করম দোষ
তেকারণে বিড়ম্বিল ধর্মে॥
সহস্র পুরুষ মন সন্তোষএ যে কারণ
অসতী দুঃশীলা ভাগ্যবতী।
সেই পুণ্য ফলে কলি সংগ্রামেত হৈল বলী
জিনিল মোহর প্রাণপতি॥
মুঞি পাপী সত্যবতী এক ধ্যান এক মতি
স্বপনেহ দুই নহি জানি।
বিরহ সন্তাপ দুঃখ সকোপে শাপিল মোক
তেকাজে সত্যের হৈল হানি॥
এ বলিয়া তথক্ষণ পুনি হৈল অচেতন
পুনি উঠি করএ বিলাপ।
শিষের সিন্দূর মোর কেনে বিধি করে দূর
কেনে পাপ হেতু এত তাপ॥
মুঞি বড় ভাগ্যবতী সত্যকেতু বীর পতি
যশ কীর্তি রৈল দুই কুলে।
আন্ধি কুলকেতু সুতা সত্যকেতু বিবাহিতা
সাফল্য জন্মিলুঁ মহীতলে॥
এবে বিধি হৈল বাম ছাড়ি যাএ গুণ ধাম
সর্ব দিন না যাএ ভাল।
কাল হৈল বিপরীত সতীর যে মূর্তি হিত
প্রাণ দিমু ঘুচাউ জঞ্জাল॥
শুন সব বন্ধুগণ জ্বাল আনি হুতাশন
প্রভু সঁপি প্রচণ্ড আনলে।
প্রভু আগে প্রাণ দিমু তান মৃত্যু না দেখিমু
কীর্তি রাখি যাইমু জগতলে॥

এ বলিয়া সত্যবতী দহিবারে করে মতি
নিষেধ করন্ত পুরোহিত।
বিলাপিয়া বন্ধুগণ নিবারন্ত শোক মন
সখী শুদ্ধমতী বোলে হিত॥

॥ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥

[প্রথম পর্যায়]

(জমক ছন্দ)

সবে মিলি নিবারি রাখিল সত্যবতী।
নৃপতিক অকুশল করহ যে সতী ॥
এথ শুনি সত্যবতী নিঃশব্দে রহিল।
বৈদ্য আনিবারে পাত্র সুবুদ্ধি চলিল ॥
তপোবনে আছিলেক যোগী ধন্বন্তরী।
মহা বৈদ্য সর্বসিদ্ধি মণি দেশান্তরী ॥
তথা গিয়া পাত্র মণি বোলে করজোড়।
অবধান কর প্রভু নিবেদন মোর ॥
কলিএ হানিল শেল বজ্রের দোসর।
দৈবে জিয়এ প্রভু সত্য নরবর ॥
সত্য বিনে সংসারে গ্রাসিয়া যাইব পাপ।
সত্যবন্ত সাধুজন মরিবেক তাপ ॥
তোহ্মারে নিবারে আহ্মি আইলুঁ তেকারণ।
সত্যধর্ম রক্ষা হেতু কর আগমন ॥
সত্য হানি শুনি বৈদ্য চলিল তুরিত।
তথা গিয়া দেখে সত্য আছে মুহুশ্চিত ॥
যোগী পুস্তকেত চাহি ঔষধের বড়ি।
ত্রিপিনি তিহরি,[১] মধ্যে যোগী ধন্বন্তরী ॥
গুরুভক্তি করি শিব-শক্তি এক লৈল।
উর্ধ্বাননে বাউ ভক্ষি তাত ফুক দিল ॥
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল প্রসন্ন দিগন্তর।
ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জ্বলিল সত্বর ॥
যেন জুতি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল জএ জএ ॥
জ্ঞান-বড়ি নিয়া যোগী দিল সত্যমুখে।
পুষ্প-বৃষ্টি আকাশে করন্ত দেবলোকে ॥
জ্ঞান-বড়ি খাই সত্য সংজ্ঞা হৈল তনু।
যুদ্ধ স্মরি উঠিয়া ধরিতে চাহে ধনু ॥
কৈ গেলা কৈ গেলা কলি ডাকে উচ্চস্বর।
সকল কহিল মিত্রকণ্ঠ বিপ্রবর ॥
গুরু মুখে শুনি সত্য বাড়িলেক লাজ।
অপমানে নম্রশির হৈল সত্যরাজ ॥
জয় জয় করি উঠে সত্যকেতু বল।
বিবিধ বাদিত্র বাজে শুনি কুতুহল ॥
দেবগণে পুষ্প-বৃষ্টি করে আনন্দিত।
বিদ্যাধর না চাএ গন্ধর্বে গাহে গীত ॥
পতির বিষাদ দেখি দেবী সত্যবতী।
যোগী ধন্বন্তরী স্থানে জিজ্ঞাসন্ত সতী ॥
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন।
ধর্মবন্ত সত্যরাজা জানে ত্রিভুবন ॥
অধম পাপিষ্ঠ কলি কেনে পাইল জএ।
সত্য করি কহ মোত আএ মহাশএ ॥
হাসিয়া বোলন্ত শুন যোগী তত্ত্ব সার।
চারি যুগ সংসারে সৃজিল করতার ॥
সত্য আর ত্রিতিয়া (ত্রেতা) দ্বাপর কলি যুগ।
যার যেই সমএ সেই করে রাজ্য সুখ ॥
তিন যুগ গঞি গেল কলি পাইল দেশ।
পাপে গ্রাসিলেক লোক ধর্ম হৈল শেষ ॥

---

১ যোগ শাস্ত্রীয় শব্দ—ত্রিবেণী-ত্রিপ্রহরী

একের সময়ে আর লঙ্ঘিতে না পারে।
তেকারণে কলি জিনে সত্যকেতু হারে॥
হেমন্তকালেত যেন না শোভে নিদাঘ।
ফাগুনে হেমন্ত হৈলে ঠেকএ বিপাক॥
তেনমতে কলি যুদ্ধে সত্য পরাজএ।
তথাপিহ মহাসত্য সত্য না ছাড়এ॥
সত্যকে জিনিতে শক্তি কভো নহে কলি।
কপটে জিনিল যুদ্ধ সত্যবন্ত ছলি॥
সব পক্ষী মারে জান শিকারী বহরী।
রাত্রিকালে তাহাকে উল্লুকে মারে ধরি॥
কিন্তু মাত্র কলির সম্পদ দুই দিন।
পরিণামে সত্য জএ কলি হৈব হীন॥
অবিলম্বে দেখিবেক তোর পতি জএ।
সবংশে পাপিষ্ঠ কলি পাইবেক ক্ষএ॥
দোচারণী দুঃশীলা নরকে পাইবে দুঃখ।
পতি সঙ্গে সত্যবতী স্বর্গে পাইব সুখ॥
পুনি বোলে সত্যবতী শুন তপোধন।
কিসেরে কলিরে বিধি করিল সৃজন॥
যদি কলি না থাকিত সংসার ভিতর।
সত্যবন্ত ধর্মবন্ত হৈত সব নর॥
পুনি বোলে শুন দেবী কহি তত্ত্ব সার।
সৃজিল নরক স্বর্গ প্রভু নৈরাকার॥
আজ্ঞা কৈলা দোঁহস্থানে রাখিবারে নর।
সাধুজন স্বর্গে পাপী নরক ভিতর॥
যদি কলি না হইত পাপ না জন্মিত।
নরক রহিত শূন্য সব স্বর্গে যাইত॥
আপনার প্রতিজ্ঞা না লঙ্ঘে নৈরাকার।
তেকারণে সৃজিলেক কলি দুরাচার॥
কোনে বা বুঝিতে পারে প্রভুর চরিত।
যেই কিছু পারি মাত্র কহিলুঁ কিঞ্চিত॥
সত্যবতী বোলে মৃত্যু কহ তপোধন।
সাধু সে নির্ধনী কেনে দুর্জনেত ধন॥
মুনি বোলে সবাকে সৃজিল নিরঞ্জন।
পুণ্য ফলে স্বর্গপুরে নিব সাধুজন॥
পাপ হোন্তে পাতকী নরকে পাইবে দুঃখ।
তেকারণে সংসারে কিঞ্চিৎ ভুঞ্জে সুখ॥
সর্বস্থানে কাহারে নৈরাশ নাহি করে।
সেবক বৎসল প্রভু কৃপার সাগরে॥
আর এক কথা প্রতি কহি শুন পুনি।
আপনার দোষে লোক হয় নির্ধনী॥
পরদার করে যেবা মিছা কথা কহে।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া যেবা স্নান না করএ॥
বাপ মাও গুরুক অসন্তোষ করে।
অবজ্ঞাএ নাম ধরে ডাকে উচ্চস্বরে॥
বাপের ভগিনী কিবা মাএর ভগিনী।
যথ গুরুজনকে যে দুঃখ দেএ পুনি॥
আপনার সন্ততিরে নিত্য গালি পাড়ে।
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দুঃখ করে॥
মিথ্যা দিব্য ধরে যেবা না করিয়া ভএ।
প্রভাতে সন্ধ্যাএ যেবা নিদ্রা সে যাএ॥
স্বামী হোন্তে চুরি করি যে ধন সঞ্চএ।
সেই নারী থাকিলে সে নির্ধনী হএ॥
পুত্র বোল না ধরএ পড়শী দুর্জন।
আপনে আলস্য লোভ করে সর্বক্ষণ॥
ভৃত্যগণ বিমতি মনেত নাহি প্রীতি।
এ সকল চরিত্রে নির্ধনী হএ অতি॥

ভাণ্ডেত কুণ্ডেত যেবা জল করে পান।
তপ্ত অন্নে ফুকে যেবা না করিয়া জ্ঞান ॥
পাদুকার তল যেবা চাহে নিরন্তর।
মর্কটিক থাকে যেন ঘরের ভিতর ॥
পিন্দন বসনে হস্তমুখ যে পোছএ।
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোলএ ॥
দ্বারের সাঞ্চিছেত যেবা বৈসে না গুণিয়া।
না পাখালি পাত্র অন্ন খাএ না জানিয়া ॥
না পাখালি পাত্র রাখে ঘরের ভিতর।
যে শুকায় বসন নিজের গাএর উপর ॥
যথা মুখ ধোএ তথা পশ্রাব করে।
ভূমিত ঘসিয়া হস্ত পাখালে যে নরে ॥
ভিক্ষুকের তণ্ডুল কিনিয়া যেবা খাএ।
ফুক দিয়া প্রদীপ যে জনে নিবাএ ॥
সুকাটি কাটিলে তার গণ্ডি যেন পড়ে।
চরণের তলে তাক করে যেই নরে ॥
কাটারি এড়ি দন্ত যেবা নক কাটে নিতি।
থিয়াই আঁচড়ে চুল যেবা ক্ষুদ্র মতি ॥
ভাঙ্গা ফণী দিয়া যেবা কেশ আচরএ।
এথেক প্রকারে জান নির্ধমী হএ ॥
সত্যবতী বোলে নির্ধর্মীর নাই সুখ।
যদি সে ধর্মিকে পাছে পাইব সুরলোক ॥
কিন্তু এক দুঃখ মোর না সহে জীবন।
ধর্মিকে করএ অধর্মিকের সেবন ॥
যোগী বোলে শুন দেবী কহি ইতিহাস।
কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ ॥
প্রলয়ের আগে হৈব কাল বিপরীত।
পণ্ডিত হৈব মূর্খ মূর্খ সে পণ্ডিত ॥
হীন অকুলীন হৈব রাজ্যের ঈশ্বর।
কুলীন উত্তম হৈব জানহ কিঙ্কর ॥
যার পিতামহ জান বাস নাহি করে।
করিব উত্তম গৃহে সে সকল নরে ॥
কুলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাত ঠাঁই।
সাধুজনে দুর্জনক সেবিবেক যাই ॥
লম্পট আছিল যেবা রাখিব গোধন।
পিন্ধিব বিবিধ বস্ত্র নানা আভরণ ॥
লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈব ধনবন্ত ভোগী ॥
রাজা হৈব ধনহীন কাঙাল হীন যোগী ॥
তপস্বীর ক্ষেমা যাইব উত্তমের বুদ্ধি।
শাস্ত্র জানি কেহ না করিব ধর্ম সুদ্ধি ॥
শাস্ত্র শিখিবেক লোকে অর্জ্জিবারে ধন।
সে হইবে পণ্ডিত যার উত্তম বসন ॥
বৃদ্ধ হৈব নির্লজ্জ বালকে না মানিব।
গুরুজন বলি কেহ মান্য না করিব ॥
সাধু সব কপটে হরিব, পর বিত্তি।
ধনদান না করিব, না অর্জ্জিব কীর্তি ॥
লজ্জাহীন হৈব সংসারের নারীগণ।
দাসীর উদরে হৈব ঈশ্বর নন্দন ॥
বিবাহিতা নারী-প্রেম পুরুষে এড়িয়া।
দাসীত হৈব মগ্ন মর্যাদা ছাড়িয়া ॥
এক পুরুষেরে বহু নারীএ মাগিব।
মোকে পরিণয় কর তাহাকে বলিব।

লভ্যধন[১] খাইব করিব সুরাপান।
পরপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান॥
মিথ্যা দোষ ধরি দ্বন্দ্ব হৈব পরস্পর।
সত্যবাদী মিথ্যা হৈব সভার ভিতর॥
সত্যবাদী হৈব যে কহে মিথ্যা কথা॥
ইষ্ট বান্ধবের কেহ না থাকিব ব্যথা॥
পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব অন্তর।
শাস্ত্র কথা না শুনিব পাপের অন্তর॥
পণ্ডিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ।
আপনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবা বিশেষ॥
বড় ঘর বড় বাড়ি করিব সকলে।
না স্মরিব মৃত্যু হৈলে যাইব মহীতলে॥
অধর্মিক হৈব লোক পাপে মগ্ন হৈয়া।
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া॥
সংসারের মায়া মোহে মুগ্ধ হৈব লোক।
না চিন্তিব কেমনে পাইব পরলোক॥
আয়ু গর্বে না চিন্তিব নিয়ড়ে শমন।
মায়া মোহে কেহ না ভাবিব নিরঞ্জন॥
রাজা হৈব সিংহ ব্যাঘ্র হৈব পাত্রগণ।
শৃগাল সদৃশ হৈব পাপিষ্ঠ দুর্জন॥
অজার সদৃশ হৈব সত্যবন্ত লোক।
সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল দেখিয়া পাইব শোক॥
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ।
দুগ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন॥
শস্য না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ।
নিদাঘে বরিষা হৈব বড় পরমাদ॥
বিনি রোগ মরিবেক সংসারের লোক।
দুর্ভিক্ষ দুর্দিন হৈব বাড়িবেক শোক॥
তবে এক দীর্ঘ রাত্রি হইব তখন।
জাগিয়া জাগিয়া লোকে করিব শয়ন॥
সে রাত্রি থাকিব বন্দী সুর শশোদর।
প্রভাত হৈলে হৈব বড় অথান্তর॥
পশ্চিমেত চন্দ্র সূর্য একত্রে উঠিব।
মধ্যাহ্ন সমএ আসি পুনি নেওটিব॥
তবে ধূম্র উপর্জ্জিব দশদিক ভরি।
দুর্জনক দুঃখ দিব সাধুজন ছাড়ি॥
বৎসর হৈব তবে মাসের সমান।
মাস হইবেক সপ্ত দিনের প্রমাণ॥
সপ্তদিন হৈব তবে একদিন সম।
দণ্ডেক হইব তবে দিনের নিয়ম॥
যথেক লক্ষণ হৈব কহিবেক কোনে।
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ মাত্র ভাবি নিজ মনে॥
তবে ভূমিকম্প হৈব বড় খরতর।
দিনে দিনে বাড়িবেক পবন প্রখর॥
পৃথিবী হইব চিড় পর্বত ভাঙ্গিব।
চন্দ্র সূর্য তারা আদি খসিয়া পড়িব।
সব সৃষ্টি নাশ হৈব হৈব জলময়।
এই মতে সত্যবতী হইব প্রলয়॥
সত্যবতী বোলে তবে এহেন লক্ষণ।
কোন্ কর্ম করিয়া থাকিব সাধুজন॥
যোগী বোলে ভাবিব নৈরূপ নৈরাকার।
সত্যধর্ম স্মরিয়া রাখিব কুলাচার॥

১। সুদ।

সংসারের সুখ ভোগ না বাঞ্ছিব মনে।
তপস্যা করিব গিয়া পুণ্য তপোবনে॥
সত্যবতী বোলে যদি তপস্যা করিব।
প্রভু স্থানে কহ গুরু কি বাঞ্ছিত মাগিব॥
মুনি বোলে মাগিবেক সর্বত্রে কল্যাণ।
সত্য ধর্ম জাতি রক্ষা মাগিব নিদান॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে গোঁয়াইব কাল।
মুনি-শাস্ত্র শিক্ষা হোন্তে নাহি কোন ভাল॥
দেবী বোলে শাস্ত্র হোন্তে কোন্ ফল ধরে।
মুনি বোলে নিকৃষ্টেরে মান্যোত্তম করে॥
নির্ধনীর ধন হএ দুই কুল রহে।
যদ্যপি না করে ভাল মন্দ না করএ॥
দেবী বোলে কবি বোলে সংসার নিশ্চএ।
মুনি বোলে সব যথা কার্য না আইসএ॥
দেবী বোলে যোগপন্থ কোন্ কর্মে পাই।
কহ মোত তপোধন মনে পরিভাই[১]॥
মুনি বোলে পঞ্চ বৈরী যে পারে জিনিতে।
মায়া মোহ লোভ কাম কোপ নিবারিতে॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে জিনিবেক বৈরী।
মুনি বোলে অল্প ভোগী হৈব দেশান্তরী॥
দেবী বোলে অল্প ভক্ষি কেমতে রহিব।
মুনি বোলে অল্পে অল্পে অভ্যাস করিব॥
দেবী বোলে কহ মোত পুরুষ উত্তম।
কি হোন্তে সংসারে লোক হএ মান্যোত্তম॥
মুনি বোলে সব জান ধর্ম হোন্তে হএ।
সত্য ধর্মবন্ত হৈলে সকলে মানএ॥
ধন হোন্তে মান্যতম হয়ন্ত দুর্জন।
সভা মধ্যে মহাজন যার থাকে ধন॥
দেবী বোলে কি কর্মে সন্তোষ করতার।
মুনি বোলে বাপ মাও প্রীতি থাকে যার॥
দেবী বোলে কার সঙ্গে যুক্তি মীমাংসিব।
মুনি বোলে বুদ্ধিমন্ত সঙ্গতি করিব॥
দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বলি কোন্ গুণে।
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে॥
দেবী বোলে যুক্তি কা'ত[২] রাখিব লুকাই।
মুনি বোলে না কহিঅ চারি জন ঠাঁই॥
দুষ্ট নারী, বালক, কিঙ্কর, শত্রু স্থান।
যুক্তি না কহিব ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান॥
যেহেন কিম্মিক রাজা গোপ্তের কারণ।
পাত্র স্থানে কহি হৈল আপনে নিধন॥
পাত্রহ কহিয়া যুক্তি নিজ নারী স্থান।
গোপ্ত ব্যক্ত করি মূর্খ তেজিল পরাণ॥
সত্যবতী বোলে কহ কোন্ কথা শুনি।
যোগী বোলে শুন কন্যা পূর্বের কাহিনী॥

---

১ পরিভাই—প্রতিভাত করিয়া? ২ কা'ত—কাহা'ত

॥ কিম্মিক রাজার পরিণাম ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

কিম্মিকের রাজনারী যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
উর্বশী শাহের চন্দ্রমুখী ।
মধুবাণী মৃদু হাসি ভুবন মোহন বাঁশী
চঞ্চল খঞ্জন দুই আঁখি ॥
কটাক্ষ মদন বাণে ভুরু ধনু যদি হানে
শিব উন্মত্ত হইব মানি ।
হেমকুম্ভ পয়োধর ঘন পীন মনোহর
দেখিলে ধৈর্যতা ছাড়ে মুনি ॥
হেন হৈল দৈব গতি কোতোয়াল পাপমতি
উর্বশীত মগ্ন হৈল চিত ।
মালিনী ইস্তকে বাণী নিবেদএ পুনি পুনি
প্রাণ দিতে চাহন্ত নিশ্চিত ॥
পাপিষ্ঠ নারীর চিত তেজিয়া স্বামীর ভীত
ভজিলেক কিঙ্করের স্থান ।
অধম বর্বর মূঢ়ে নবীক প্রত্যয় করে
নারী প্রতি রহ সাবধান ॥
পাপিষ্ঠ দুর্জন নারী সিংহের শরণ ছাড়ি
পড়িলেক শৃগালের পাএ ।
কোতোয়ালের সুক্ষণ সফল জীবন ধন
হস্তে চন্দ্র পাইলেক প্রাএ ॥
নির্জনেত দুই জন ক্রীড়া করে অনুক্ষণ
একদা নৃপ পাইল ইঙ্গিত ।
নিভৃতে নৃপতি আগে সকল কহিল তাকে
শুনি রাজা কোপে প্রজ্বলিত ॥
নির্জনেত পাত্র আনি কহিলেক নৃপমণি
পাত্রে বোলে স্থির কর মন ।
ব্যক্ত করি কৈলে কাজ পাইবে অযশ লাজ
অকীর্তি ঘুষিব জগজন ॥
গঞ্জিলে প্রহর রাত্রি আসিব শীঘ্রহ গতি
দুইজন বধিবা নির্জনে ।
এথ কহি পাত্র বর চলিলা আপন ঘর
নৃপতি রহিল কোপ মনে ॥
মন দুঃখে পাত্র বর সচিন্তিতে গেল ঘর
তা দেখিয়া পুছে তার নারী ।
কি বলিল রাজন কেনে বিষাদিত মন
কহ প্রভু মোত সত্য করি ॥
নারীক প্রত্যয় মানি সব কহে পাত্রমণি
উর্বশীর যথ বিবরণ ।
শুনি তার দুষ্টমতি পাত্রের ঘরণী সতী
উর্বশীক ভস্মে কোপমন ॥
ভোজন করিয়া তবে পাত্র মিত্র আইল যবে
হেনকালে আইল এক নারী ।
সেই নারী নিরন্তরে যাই তার অন্তপুরে
সেবএ উর্বশী দুরাচার ॥

সেইদিনে দৈবগতি উর্বশীএ কোপমতি
বিস্তর দিয়াছে অপমান।
কান্দি কহে যথ সব এথ পাইল পরাভব
পাত্র ঘরে গেল বিদ্যমান॥
পাত্রের ঘরণী শুনি সান্তাইয়া বোলে পুনি
মনোদুঃখ না ভাবিঅ আর।
নিজ দুষ্টমতি কাজ উর্বশীএ পাইল লাজ
প্রভাতে পাইবা বার্তা তার॥
এথ শুনি সেই নারী পুছে বহুযত্ন করি
পাত্র নারী কহিল সকল।
শুনিয়া আনন্দ মতি সেইক্ষণে শীঘ্রগতি
অন্তপুরে গেল কুতুহল॥
আপনা সখীর স্থান কহে সব বিবরণ
কুতুহলে হাসে দুইজন।
উর্বশীর এক সখী শুনএ নিভৃতে থাকি
আদি অন্ত যথ বিবরণ॥
এথ শুনি ধাই গেল হৃদএ হানিয়া শেল
উর্বশীর মাথে বজ্রঘাত।
জীবন নৈরাশ হৈল কুবুদ্ধি মন্ত্রণা কৈল
পাপে পাপ জন্মি অকস্মাৎ॥
নৃপতিএ করে পান সেই জলে তুরমার
বিষ দিয়া দিল নিজ হাতে।
ঘরে আসি নরপতি সেই জল দৈবগতি
না জানিয়া খাইল নরনাথে॥
ঘুমাইয়া পড়িলা শুতি প্রাণ দিলা নরপতি
কৃষ্ণবর্ণ হইল শরীর।
কান্দে সব পরিজন আইল পাত্রমিত্র গণ
রাজপুত্র যুবরাজ বীর॥
প্রথম মহিষী সুত অস্ত্র শস্ত্রে অদ্ভুত
বিচার করএ কোপমন।
পাপ কথা গুপ্ত নহে অবশ্য প্রচার হএ
ব্যক্ত হইল গুপ্ত বিবরণ॥
বধি কোতোয়াল পাপ স্মরিয়া বাপের তাপ
উর্বশীর বিদারি হৃদএ।
নিজ দোষ মনে গুণি বিষ খাএ পাত্রমণি
বিষাদএ নৃপতি তনয়॥
বিস্তারিয়া কেচ্ছা কৈল পাত্র ভাল নাহি হৈল
নৃপহেতু তেজিল জীবন।
এথ শুনি পাত্র নারী সেই বিষ পান করি
প্রাণ দিল কীর্তির কারণ॥
গোপ্ত কহি পাত্র স্থান নৃপতি হারাইল প্রাণ
পাত্রহ মরিল নারী পাকে।
কহি ভিন্ন জন স্থান পাত্র নারী দিল প্রাণ
গোপ্ত কথা না কহিব কাকে॥
সিদ্দিক বংশেত জন্ম যেন মূর্তিমন্ত ধর্ম
মাহি আছোয়ার জান নাম।
তাহান বংশের সুত রচিলেক অদ্ভুত
পঞ্চালিকা রস অনুপাম॥

॥ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥

[দ্বিতীয় পর্যায়]

(খর্ব ছন্দ)

সহরিষ সত্যবতী শুনিয়া কাহিনী।
পুনিহ পুছএ সতী নিজমনে গুণি ॥
দেবী বোলে সংসারেত ভাগ্যবন্ত কোন্।
মুনি বোলে ভাগ্যবন্ত দাতা যেই জন ॥
দেবী বোলে দাতা কোন্ কহ গুণবান।
মুনি বোলে হাস্য মুখে যেবা করে দান ॥
কান্দিয়া যেজনে জলধারা বরিষএ।
হাস্য মুখে দাতাএ যাচক সন্তোষএ ॥
দেবী বোলে থাকিবেক কেমন সভাএ।
মুনি বোলে পণ্ডিতের সভাত জুয়াএ ॥
দেবী বোলে পণ্ডিত বলিএ বোল কা'ক।
মুনি বোলে পণ্ডিত যে চিনে আত্মাক[১] ॥
সত্যবতী বোলে কেবা আত্মা চিনএ।
কহ গুরু কোন্ মতে পাইব পরিচএ ॥
মুনি বোলে যে জনে করে পর উপকার।
আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার।
যে জনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান।
দুঃখ সুখ সমতুল যার হএ জ্ঞান ॥
দেবী বোলে মনুষ্য চিনিব কোন্ মতে।
মুনি বোলে কার্য যদি পড়ে তার হাতে ॥
কার্য কালে চিনে শত্রু মিত্র কোন্ জন।
সম্পদে চিনিতে পারি সুজন দুর্জন ॥
দেবী বোলে দুষ্ট মিত্র সমস্যা কেমত।
মুনি বোলে ষটাঙ্গুলি হস্তেত যেমত ॥
কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদনা।
রাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা ॥
দেবী বোলে দুষ্ট নারী সমস্যা কি বলি।
মুনি বোলে বিষ যেন হস্তে খাএ তুলি ॥
দেবী বোলে দুষ্ট ভৃত্য সমস্যা কি কহি।
মুনি বোলে ঘরে যেন সর্প থাকে রহি ॥
দেবী বোলে দুষ্ট মিত্র সমস্যা কি বোলে।
মুনি বোলে অক্ষি যেন লৈতে চাহে খুলে ॥
সত্যবতী বোলে দুষ্ট হৈলে স্বামী জন।
তবে কি তুলনা কহ গুরু তপোধন ॥
বোলে দুষ্ট স্বামী অশ্বত্থের বৃক্ষ প্রাএ।
ছায়ামাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ ॥
দেবী বোলে নারীর অধিক গুরু কোন্।
মুনি বোলে স্বামী হোন্তে নাহি গুরুজন ॥
দেবী বোলে স্বামী কোন্ কর্মে দয়া করে।
মুনি বোলে সতী পতিব্রতাক আদরে ॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে স্বামীর বিমতি।
মুনি বোলে স্বামী কোপে দ্বন্দ্ব করে নিতি ॥
দেবী বোলে লোক মধ্যে অন্যে অন্যে প্রীতি।
কি কর্ম করিলে প্রেম বাঢ়ে মহামতি ॥
মুনি বোলে দোষ দেখি যেজন ঢাকএ।
সেই দুই জনের মাঝে মিত্রতা বাঢ়এ ॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে অপ্রীতি বাঢ়এ।
মুনি বোলে ধার হোন্তে মিত্রতা ভাঙ্গএ ॥

---

১ আত্মাক

দেবী বোলে কোন্ কর্মে সব মিত্র হএ।
মুনি বোলে যেই জনে মিছা না কহএ ॥
দেবী বোলে সত্যবাদী কোন্ জন হএ।
মুনি বোলে শুদ্ধ অন্ন যে জনে ভক্ষএ ॥
দেবী বোলে শুদ্ধ অন্ন কেমতে চিনিব।
মুনি বোলে আপনে অর্জিয়া ধন খাইব ॥
দেবী বোলে কি কর্মে অর্জিলে পুণ্য পাএ।
মুনি বোলে ক্ষেতি চাষ করিব সদাএ ॥
দেবী বোলে পাপ হএ কি কর্মে অর্জিলে।
মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে ॥
দেবী বোলে কহ গুরু কাপুরুষ কোন্।
মুনি বোলে আলস্য করএ যেই জন ॥
সত্যবতী বোলে অমনুষ্য কোন্ হএ।
মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ ॥
দেবী বোলে অভ্যাগত কেমতে পূজিব।
মুনি বোলে শুনিলে যে বাড়িয়া আনিব ॥
নানা ভোগ ভুঞ্জাইব করি পরিহার।
বাঢ়াই দিবেক সে যাইতে আরবার ॥
অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ।
যার দ্বারে আসে পাত্র করে যেইজন ॥
এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত।
তাক মনে দুঃখ দিলে লক্ষ্মীএ ছাড়ন্ত ॥
দেবী বোলে সত্যকথা কোথা মিথ্যা হএ।
কহ মো'ত ধন্বন্তরী গুরু মহাশএ ॥
মুনি বোলে বৃদ্ধ কালে যৌবনের কথা।
দুঃখেত সম্পদ কথা নাহিক সর্বথা ॥
মিথ্যা কথা কহিলেহ্ মিথ্যা বোলে লোক।
সত্যকথা কহিতে মনেত বাড়ে দুঃখ ॥
দেবী বোলে বৃদ্ধ কে যুবক কোন্ জন।
কহ মো'ত ব্রহ্মচারী গুরু তপোধন ॥
মুনি বোলে বৃদ্ধ সেই রোগ যার নিতি।
নিরুগী যুবক দেবী জান সত্যবতী ॥
দেবী বোলে সর্ব রোগে ঔষধ আছএ।
পাপ রোগে কি ঔষধ বোল মহাশএ ॥
মুনি বোলে পাপ কভু জানি না করিব।
অজ্ঞানে করিলে পুনি সভাত কাঁদিব ॥
প্রভু স্থানে অপরাধ মাগিয়া লইব।
পাপের ঔষধ এই সুজনে জানিব ॥
দেবী বোলে কোন্ পাকে স্বর্গে বাস হএ।
কহ গুরু কোন পাকে পুণ্য সে যায়এ ॥
মুনি বোলে যেই পাপ কৈলে ভাবে দুঃখ।
অপরাধ মাগি লএ প্রভুর সমুখ ॥
হেন পাক করি যাএ লোক স্বর্গ পুর।
যেই গর্ব করি পুণ্য করএ প্রচুর ॥
লোক দেখাইতে দান ধর্ম যে করএ।
সেই পুণ্য হোন্তে পুনি নরকেত যাএ ॥
দেবী বোলে মন্ত্র মধ্যে কোন্ মন্ত্র সার।
কহ গুরু তপস্বী করোঁ পরিহার ॥
মুনি বোলে প্রভু নাম যেই ভাবে নিতি।
সেই যে পরম মন্ত্র দেবী সত্যবতী ॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে ঘুচে মন ধন্ধ।
জন্ম মৃত্যু সম হএ কিবা ভাল মন্দ ॥
মুনি বোলে প্রভু ভাবে হৈব বিরহিণী।
আত্ম বিস্মরিয়া তাত মগ্ন হৈব পুনি ॥
সত্যবতী বোলে বিরহিণী বলি কা'ক।
কহ গুরু কেমতে পাসরি আপনাক ॥

মুনি বোলে যদিসে আছে পাছে পাছে।?
আপনাক পাসরিতে কি সহায় আছে॥
জলেত উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব।
এথ জানি পুণ্যবন্তে আত্ম বিস্মরিব॥
প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ।
তেন প্রভু ভাবে মগ্ন হইব নিশ্চএ॥
তাহাক বিরহ বলি সত্যবতী জান।
স্বপনেহ না দেখে প্রতিমা ছাড়ি আন॥
প্রভু নাম ছাড়ি মুখে না আইসএ বাণী।
যথ শুনে সে মধু-বচন শুনে পুনি॥
সূর্য হোন্তে কিরণ যেহেন নহে ভিন।
যদ্যপি কিরণে হেন হএ তার চিন॥
এক মন এক ধ্যান একহি ভাবিব।
আত্মপর মিত্রামিত্র দুই বিস্মরিব॥
অনাথের নাথ প্রভু নির্ধনীর ধন।
আঁখির পোতলি হৈব লীন সর্বক্ষণ॥
সমুদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন।
আকাশেত ধূম্র যেন হই যাএ লীন॥
হেন মত হইব যাহার ভাগ্য থাকে।
জন্ম-মৃত্যু পাপ-পুণ্য কি করিব তাকে॥
ধন্য ধন্য সত্যবতী কুলকেতু সুতা।
সত্যের ঘরণী বালা সর্বগুণ যুতা॥
তোহোর জিজ্ঞাসে মোর আনন্দ জন্মিল।
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত উঠিল॥
তুঞি হেন সতী নাহিক ত্রিভুবন মাজ।
তোর সত্য পুণ্য ভাগ্যবন্ত সত্যরাজ॥
অবিলম্বে দেখিবা কলিএ পাইব নাশ।
বিজয় লভিব সত্যকেতু মহারাজ॥
এ বলিয়া নিঃশব্দে রহিল মহামুনি।
সতী-যোগী সম্বাদ সমাপ্ত হৈল পুনি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমৃতের ধার॥

॥ সত্যকেতু কর্তৃক সত্যবতীর প্রশংসা ॥

(খর্ব ছন্দ)

তবে রাজা সত্যকেতু হরিষ অন্তর।
সত্যবতী প্রশংসিয়া সভার ভিতর॥
সাধু সাধু সত্যবতী কুলের দামিনী।
নিজকুলে বিমল অমল কমলিনী॥
মহামুনি সঙ্গে তোর শুনিয়া সম্বাদ।
খণ্ডিল মনের সাধ গেল ধন্ধ বাদ॥
চাঁদের উদএ যেন সমুদ্র উঝল।
তোর কথা শুনি মন আনন্দ বিভোল॥
দর্পণের মল যেন ঘুচএ মঞ্জনে।
মন ধন্ধ দূর হৈল তোমার কারণে॥
এ বলিয়া সত্যকেতু মুনিক স্তবএ।
তুমি ব্রহ্মচারী ধর্মগুরু মহাশএ॥
তোমার নিমিত্তে পুনি দেখিএ সংসার।
গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাণ্ডব উদ্ধার॥
শতমুখে তোহ্মাগুণ কহিতে না পারি।
দীক্ষাগুরু কল্পতরু জ্ঞানে ত্রিপুরারি॥

এইমতে ইষ্টলাভ গঞ্জিল রজনী।
হইল প্রভাত কাল উঠে দিনমণি॥
সত্যবন্ত সূর্য দীপ্তি কৈল দিগন্তর।
অধর্মী কলঙ্কী চন্দ্র চিন্তিত অন্তর।
অরুণ সারথি রথ বাউবেগ বাজী।
অন্ধকার মারিতে মিহির আইল সাজি॥
কিরণাস্ত্র এড়ি রাজ্য তম কৈল নাশ।
ধাইল নক্ষত্র কুল মনে পাই ত্রাস॥
বিমনা উন্মনা সোম বুধ অরুন্ধতী।
ধাইল নক্ষত্র কুল ছাড়ি নিশাপতি॥
কিরণাস্ত্র ঘাএ চন্দ্র বদন পাণ্ডুর।
কলঙ্ক লজ্জিত মুখ জরিল অন্তর॥
চারিপাশে চাহে চান্দ না দেখে ভগন।
অপমানে চাহে চান্দ তেজিতে জীবন॥
বিষাদিত কুমুদিনী দেখি নিশাপতি।
মায়া করি রথ ছাড়ে চকোর সারথি॥
রথ ধ্বজ লুকাইয়া চন্দ্র নিল দূর।
'জয়সত্য' নাদ করে প্রভাবন্ত সূর॥
প্রভু মুখ দেখি সুখ-নলিনী বিকাশে।
কাম দেখি রতি যেন পদ্ম-মুখে হাসে॥
বৈতালিক ষট পদ করে স্তুতি পাঠ।
সূর্য আগে কমলী-ভ্রমরী করে নাট॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালির ছন্দ।
শুনিতে শ্রবণে যেন ঝরে মকরন্দ॥

॥ সত্য-কলির যুদ্ধ ॥

হইল প্রভাতকাল সাজে দুই বল।
প্রলয়ের কালে যেন শুনি কোলাহল॥
অতি কোপে সত্যকেতু রথেত উঠিল।
অর্ধ কলা শিব[১] যেন সমুখে রুসিল॥
বজ্রহস্তে সাজি যেন বীর বধে ধাএ।
কলি বধে সসৈন্য চলিল সত্য রাএ॥
বিবিধ বাদিত্র বাজে জএ জএ ধ্বনি।
গর্জিয়া তর্জিয়া উঠে সত্যের বাহিনী॥
এথা সৈন্য সঙ্গে করি কলীন্দ্র নিঃসরে।
কলি সৈন্য সিংহনাদে পৃথিবী বিদরে॥
মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল তুমুল।
দেবাসুর সংগ্রামে দিবারে নাহি তুল॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্বে রণ।
মিশামিশি পেশাপেশি ঘোর দরশন॥
গজ বাজি রথরথী কাটি কাটি পড়ে।
রুধিরে কর্দম হৈল রথ যে সাঞ্চরে॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রোষে মুখ্য যোধ।
লীলায় কাটিয়া পাড়ে শতে শতে যোধ॥
সুখ-যোধ পূজন্ত বিক্রম সর্বজন।
হাতে ধনু বীর্যশালী ধাইল তখন॥
সুখ বীর্যশালী যুদ্ধ আছিল তুমুল।
বীর্যশালী ঘাএ সুখ হইল আকুল॥
সুখ যুদ্ধ দেখিতে কপটকেতু ধাএ।
হাতে ধনু সত্যবাদী তাহাকে রাখএ॥
সত্যবাদী কাটি পাড়ে কপট সারথি।
রথ ধ্বজ কাটি রণে করিল বিরথী॥
কপটে কপটে অলক্ষিতে এড়ে বাণ।
ঘাএ মুহুশ্চিত সত্যবাদী বলবান॥

১ অর্ধকলা শিব—চন্দ্রচূড় শিব

কপটে বধিতে তবে সুবুদ্ধি ধাইল।
আগু হই মিথ্যাসেতু তাক নিরোধিল॥
সুবুদ্ধির ধ্বজ কাটি কাটিল কোদণ্ড।
শেল পাট হানিলেক সুবুদ্ধি প্রচণ্ড॥
মুহুশ্চিত মিথ্যাকেতু রথেত পড়িল।
অতি কোপে সংগ্রামেত কৃপণে রুষিল॥
কৃপণে এড়িল বাণ বজ্রের সমান।
সুবুদ্ধি বিবুদ্ধি হৈল ঘাএ কম্পমান॥
তবে বীর সুদাতাএ কৃপণে জিনিল।
সুদাতা বধিতে ভীত সংগ্রামে রুষিল।
আগে হই ধর্মকেতু পড়িছিল রণ।
ভীতকে বিন্ধিল বাণে হইল অচেতন॥
কলি নিয়োজিল সৈন্য ধর্ম মারিবারে।
একসর কুমার সকলে বেড়ি মারে॥
একে একে জিনিল সকল সেনাপতি।
ভঙ্গ দিল সর্ব সৈন্য ভয় পাই অতি॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি পাপ-সৈন্য আগু হৈল।
শরজালে সত্যকেতু সৈন্য কম্পাইল॥
সেইক্ষণে ধর্মকেতু এড়ে দিব্যবাণ।
মুহুশ্চিত পাপসেন পুনি পাইল জ্ঞান॥
ধনুর্গুণ সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা শর।
মুহুশ্চিত ধর্মকেতু রথের উপর॥
রাজপুত্র রাখিবারে কবিচন্দ্র আইল।
দিব্য দিব্য বাণ হানে পাপকে কম্পাইল॥
নানা মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রগণ।
মুহুশ্চিত পাপসেন কলির নন্দন॥
এথেক দেখিয়া কলি প্রবেশিল রণ।
মণ্ডলী করিয়া তাকে বেঢ়ে বীরগণ॥
ধর্মকেতু সুবুদ্ধি সুদাতা সত্যবাদী।
মহাবাদী বীর্যশালী কবিচন্দ্র আদি॥
সবে বেড়ি এড়ে অস্ত্র যেন অগ্নি শিখা।
অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরবল্ল, নরোচ, নালিকা॥
শক্তি শূল মুষল মুদগর কুন্ত পাশ।
ভূসণ্ডি তুম্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বিশিখ পড়এ অনিবার।
রথ সঙ্গে না দেখি কলীন্দ্র মহাবীর॥
অস্ত্রে অস্ত্রে আবারিল কলীন্দ্র নৃপতি।
পুনি সবে বেড়ি মারে হই এক মতি॥
দশবাণে ধর্মকেতু সপ্ত বীর্যশালী।
পঞ্চবাণে সুবুদ্ধিএ বিন্ধিলেক কলি॥
কৃপণেক দশ বাণে সুদাতা বিন্ধিল।
সত্যবাদী পঞ্চবাণে কলিক বিন্ধিল॥
মহাবীর করিচন্দ্র এড়িলেক দশ।
অর্ধ পন্থে সব অস্ত্র কলি কৈল তস॥
দিব্য দিব্য বাণে পুনি বিদ্ধএ সভাক।
কলীন্দ্রের বাণ চলে বিজুলি ছটক॥
ধর্মকেতু বিদ্ধি পুনি কাটিল সারথি।
রথ কাটি সুবুদ্ধিরে করিলা বিরথী॥
বীর্যশালী বিন্ধিয়া করিল মুহুশ্চিত।
ধ্বজ কাটি সুদাতাক বিন্ধিয়া তুরিত॥
কবিচন্দ্র পরাজিয়া করে সিংহনাদ।
ভঙ্গদিল সর্ব সৈন্য পাই অবসাদ॥
তারক তাড়নে যেন ধাএ সুরলোক।
কলি ভএ ধাএ সত্য মনে পাই শোক॥
পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।
উলটিয়া চাহি সৈন্য সব দিল ভঙ্গ॥

জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।
কলি অস্ত্রে দহে সৈন্য ধাএ ঊর্ধ্বশ্বাস ॥
সৈন্য জিনি গেল কলি সত্যকেতু আগে।
সমুদ্রের জল যেন পর্বতেত লাগে ॥
পূর্ব অপমান গুণে সত্য নরনাথ।
কোপে তুলা জ্বলি যেন ধনু ধরে হাথ ॥

জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
সিংহনাদ করি উঠে সত্য মহাবল ॥
সত্যকেতু সংগ্রামে বাঝিল দুর্নিবার।
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার ॥

॥ সত্যকেতু সংগ্রাম ॥

(দীর্ঘ ছন্দ : ধানশ্রীরাগ)

কোপে সত্য এড়ে বাণ যেন অগ্নি খান খান
গগনে বিজুলি যেন চলে।
কলীন্দ্রএ এড়ে শর সৈন্য কাটে নিরন্তর
হাহাকার উঠে পর-বলে ॥
কলীন্দ্রেহ এড়ে শর ছাইল যে দিগন্তর
আচম্বিত তারা যেন ছুটে।
গগনে সঞ্চরি বাণ বাউবেগে তুরমান
সত্যকেতু মর্মে গিয়া ফুটে ॥
এই মতে পরস্পর এড়ন্ত কাটন্ত শর
পরস্পর করন্ত বিক্রম।
দোঁহ বীর শিক্ষাবন্ত সংগ্রামেত মূর্তিমন্ত
আবর্ত নিবর্ত অনুপাম ॥
কলি এড়ে দিব্যবাণ ঘাএ সত্য কম্পমান
স্থকিত আছিল মহাবীর।
সুস্থ পাই এড়ে বাণ ধনু কৈল দুইখান
পুনি বিন্ধে কলির শরীর ॥
আর ধনু ধরি করে ভল্লুবাণ সান্ধি এড়ে
সত্যের কাটিয়া পাড়ে ধ্বজ।
সত্য এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
কোপে কলি মূর্তিমন্ত গজ ॥

সিলাত নানা শিলা শর বাছি এড়ে নিরন্তর
সত্যের মর্মেত গিয়া ফুটে।
শোনিত স্রবএ গাএ না চিন্তএ সত্য রাএ
তিল এক বিক্রম না টুটে ॥
দশবাণে বিন্ধে তনু ক্ষুরএ কাটিল ধনু
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে।
সত্য পাইল মনস্তাপ খসিল হাতের চাপ
মুহুশ্চিতে রথেত পড়িল।
কলি যাএ ধরিবার দেবলোক হাহাকার
রথে রথে মিশিত করিল ॥
তবে কলি দুরাচারে ধনু এড়ি খড়্গ ধরে
সত্যরথে দিতে চাহে লম্ফ।
যেহেন সাঁচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি
না চিন্তএ দিতে চাহে ঝম্ফ ॥
দেখি শত্রু দুর্নিবার অধার্মিক দুরাচার
মনে চিন্তে সত্য নরনাথ।
দেখিয়া কলির দর্প কোপে যেন ক্রূর সর্প
শীঘ্র উঠি ধনু ধরে হাত ॥

অষ্ট অষ্ট এড়ে বাণ খড়্গ কৈল খান খান
আর বাণে চর্ম কাটি পাড়ে।
সারথি বিন্ধিল শরে রথ ধাএ চারিধারে
দশবাণে কলি কম্পে গড়ে॥
কোপে কলি গদা লৈল রথ হোন্তে লম্প দিল
ভ্রমাই এড়িল সত্য মাথে।
ভুবন দুর্লভ বীর সত্যকেতু রণে স্থির
সেই গদা ধরে বাম হাতে॥
সেই গদা মেলি মারে কলির মাথের 'পরে
শোনিতে মজিল সর্ব তনু।
নারদ রথেত তুলি মুহুশ্চিত নিল কলি
সত্যকেতু হাসে হাতে ধনু॥
জ্ঞানলাভ আইল পুনি পরাভব মনে গুণি
সুরঙ্গ বিন্ধিল পঞ্চ শরে!
সারথি পাইয়া মোহ সর্ব গাএ বহে লহু
রথ অশ্ব ধাএ চারিধারে॥
লাজে সত্য জ্যোতির্বাণ করি বীর সান্ধান
কলিক বিন্ধিল পঞ্চ শরে।
কদলীর পত্র যেন কলীন্দ্র কম্পএ তেন
মুহুশ্চিত পাইল দুর্বার।
সুরঙ্গ চৈতন্য লভি কহে নিজ মনে ভাবি
শুন সত্য হিত তত্ত্ব সার॥
কণ্টকে কণ্টক খসে পাপে ধর্ম না প্রকাশে
কপটে সে ধরা যাএ চোর।
সত্য ছাড়ি দুষ্ট মারি ধর্ম তাত না বিচার
বড় পুণ্য, পাপিষ্ঠ সংহারে।
স্বামীত হারিয়া রণ কপট চিন্তিয়া মন
কেশে তুল সেহ যেন হরে॥?

ঝাটে কলি কাটি পাড়ে ধর্মাধর্ম না বিচারে
নহে পুনি সংশএ বিজএ।
এক পাপ বধি যবে শত পুণ্য পাই তবে
শুন সত্য না ভাব সংশএ॥
শুনিয়া সারথি বাণী হাসি সত্যে বোলে পুনি
সুযোগ না বোলে অব্যভার।
সত্য কি অসত্য করে পৃথিবী কি ভার ধরে
কেনে নহে প্রলয় প্রচার॥
কাহারে মারিব কোনে সব মারে নিরঞ্জনে
মিছা সে দুর্জনে করে পাপ।
যদি শত কলি মারে তবে ধর্ম নাহি ছাড়ে
সুযোগ্য না কহ মনস্তাপ॥
হেনকালে জ্ঞান লভি উঠে কলি দুখ ভাবি
এড়িল শার্দূল নামে বাণ।
শার্দূলাস্ত্র ঘাএ বীর ক্ষেণেক স্তম্ভিত ছিল
পুনি সত্য লভিলেক জ্ঞান॥
কোপে সত্য ধনুর্ধর বাছি বাছি এড়ে শর
লঘু হস্তে বাণ বরিষএ।
সান্ধিতে এড়িতে বাণ সত্যকেতু বলবান
কলীন্দ্র লক্ষিতে না পারএ॥
করি তিল পরমাণ কাটিলেক তনুত্রাণ
সত্য বিন্ধে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে।
রুধির স্রবএ গাএ ইন্দ্রের বজ্রের ঘাএ
পর্বত গৌরিক যেন ঝরে॥
ফাফর হইল কলি নিজ মনে আবকলি
সান্ধি এড়ে কোপে অগ্নিবাণ।
কোপে অগ্নি প্রজ্বলিত সত্য সৈন্য ভাবে নিত
দেবগণ ভয়ে কম্পমান॥

তবে সত্য ধনু ধরে ক্ষেমাবাণ সান্ধি এড়ে
ক্ষেমা হোন্তে মেঘ উপজিল।
ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপে অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল ॥
হৈল চঞ্চল রাত সত্য সৈন্য উৎপাত
বাউ মেঘ কৈল খান খান।
সত্যে এড়ে স্থির শর উপজিল ধরা ধর
তেজিল চঞ্চল পরশন।
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধি এড়ে পাপ শর
পাপ ভূমে কৈল অন্ধকার।
পুণ্য সূর্য এড়ে সত্য দীপ্তি কৈল স্বর্গ মর্ত্য
পাপ হোন্তে পাইল উদ্ধার।
এড়িল কৃপণে বাণ নাগ হইল বিদ্যমান
ধন বলে সর্ব জিনি যাএ।
সত্যদাতা অস্ত্র এড়ে হর্যক্ষ আইল পরে
দাতা সর্ব আরাধিলে পাএ ॥
গরুড়ে এড়িল ফণী কৃপণের বুদ্ধি হানি
দাতার সমুখে পাইল লাজ।
সত্যের বিক্রম দেখি নিজ বীর্য ঊন লখি
অধিক চিন্তিত কলিরাজ ॥
সভ্রমেহ মহাবাণ কলি কৈল সান্ধান
মোহ পাইল সত্যকেতু বলে।
সংজ্ঞাবাণ সত্য এড়ে মহাবাণ তনু করে
জ্ঞান লভে বীরেন্দ্র মণ্ডলে ॥

কলিএ এড়িল শেল সত্য মর্মভেদি গেল
বজ্রে যেন বিদারিল গিরি।
শোনিতে মজিল তনু কোপে সত্য ধরি ধনু
দিব্য বাণ সান্ধে যত্ন করি ॥
বাণ মুখে পুণ্য দিয়া মন্ত্রে তন্ত্রে আহুতিয়া
জ্ঞান-বাণে জোড়ে রুদ্রবাণ।
বাণে অগ্নি জ্বলে উঠে কলির বিক্রম টুটে
রাক্ষস অসুর কম্পমান ॥
বাণ জুতি দীপ্তি কৈল স্বর্গে জএ জএ হৈল
পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
হুঙ্কারি এড়িল বাণ কলি হৈল কম্পমান
নিবারিতে চাহে এক মন।
যথ অস্ত্র কলি এড়ে বাণ তেজে ভস্ম করে
কলির হৃদয় ভেদি গেল।
দুই সৈন্য কোলাহল রথ হোন্তে ভূমিতল
পড়ি কলি মুহুশ্চিত ভেল ॥
কিঞ্চিৎ আছএ প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
পড়িল প্রসারি দুই হাত।
বদনে রুধির এড়ি ভূমিতলে রহে গড়ি
জয় শঙ্খ বাহে সত্যনাথ ॥
মোহাম্মদ খান কহে সর্বত্র সত্যের জএ
কলির সম্পদ চারি দিন।
দুর্জন কলির ভেক সত্য জুতি পরতেক
সত্যকলি যেন রাত্র দিন ॥

।। সত্যের জয় ।।

(হুহিরাগ)

হেনকালে সন্ধ্যা আসি দিন হৈল শেষ।
প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত যায়ন্ত দিনেশ ॥
দিনে চরে পক্ষী সব রহে ডালে ডালে।
রাত্রি চরে বিহঙ্গম খেলে কুতুহলে ॥
গগনে উদিত চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ।
আন্ধারে প্রদীপ দিল প্রভু নিরঞ্জন ॥
সূর্য হোন্তে তেজমন্ত নাহি অন্য জন।
চন্দ্র হোন্তে জ্যোতির্ময় আছে কোন্ জন ॥
সে সবেহ প্রভু-আজ্ঞা তিল নাহি নড়ে।
রাত্রদিন ভ্রমন্ত প্রভুর আজ্ঞা 'পরে ॥
কথ শাস্ত্রে চন্দ্র-সূর্য পূজে না জানিয়া।
সেবা করে, ঈশ্বর বোলন্ত না ভরিয়া ॥
এথেক জানিব লোকে এক করতার।
নিশ্চয়ই নিদোষী নিরঞ্জন নৈরাকার ॥
সন্ধ্যাকাল হৈল কলি পাইল পরাজএ।
ভঙ্গ দিল কলি সৈন্য মনে পাই ভএ ॥
শিশু মৃগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে।
সত্যকেতু ভএ সৈন্য ধাএ চারি পাশে ॥
সত্যকেতু সৈন্য 'জয় জয়' ধ্বনি শুনি।
ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা নানা বাদ্য ধ্বনি ॥
অনেক দুন্দুভি বাজে শুনি কোলাহল।
আনন্দে শিবিরে গেল সত্যকেতু বল ॥
কলি সৈন্য বিষাদিত মুখে নাহি বাণী।
রথে করি কলিক নিলেক রাজধানী ॥
কলীন্দ্র মরিব হেন বোলে সর্বলোক।
নারদ প্রভৃতি সব বিলাপন্ত শোক ॥
চরে গিয়া কহিলেন্ত দুঃশীলার স্থান।
ঘাএ মোহ কলীন্দ্র কিঞ্চিৎ আছে প্রাণ ॥
চরমুখে শুনি বালা ধাএ শোকাকুলি।
বুকে মারে করাঘাত আউদল চুলি ॥
পতির চরণে ধরি বিলাপএ বালা।
পৃথিবীত উগে যেন নব চন্দ্রকলা ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
দুঃশীলার বিলাপে পাষাণ বহে ধার ॥

॥ দুঃশীলার বিলাপ ॥

পাপিনী! হাহা প্রাণপতি কি হৈল দৈব গতি
তপস্বীএ জিনি যাএ রণ।
তুহ্মি মহাবলী তারক সম বলী
জীবএ সমন্যু পালন ॥
বাল কুম্ভকর্ণ জিনিয়া সম্পূর্ণ
তোহ্মার রথের গতি।
এ দুঃখ রইল মনে তোহ্মাকে সত্যএ জিনে
দৈবে বিধি বাম মতি ॥
হিরণ্য-কশিপু সদৃশ বিক্রমে যে কুলিশ
গাণ্ডীব সদৃশ তার বাণ।
ধনুর টঙ্কারে তার ভুবন কম্পিত আর
দেবেন্দ্র ভএ কম্পমান ॥
শুক্র-সম জান মানে দুর্যোধন
বুদ্ধিএ শকুনি তুল।
যুগান্তের যম কোপে অগ্নি সম
দহন্ত তৃণ রিপুকুল ॥

অতুল্য যে পতি মোর সত্যএ সংহার
কি ফল জীবনে আর।
গরল ভক্ষিমু কাল প্রাণ দিমু
যৌবন হৈল মোর ভার ॥
অচৈতন্য বালী দুঃশীলা সুবদনী
নয়নে ঝরে জলধার।
ধূলি ধূসরিত সুন্দর শরীর
ধরিল সখী পরিবার ॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি কান্দে সুবদনী
ধরিয়া নিজ প্রাণনাথ।
উঠ প্রাণেশ্বর ডাকি উচ্চস্বর
এ বলিয়া করে অঙ্গপাত ॥
শুনি সখীগণ প্রসন্ন বদন
নয়ন চকোর জোড়।
ভুরুর ভঙ্গিম কামিনী মোহন
কলীন্দ্র প্রাণপতি মোর ॥
ঈষৎ মধুর হাসি বিজুলি প্রকাশি
দুরন্তি যুবতী-চিত।
রঙ্গিম অধরে অমিয়া বচনে
জগৎ মোহন রীত ॥
মোর প্রাণেশ্বর প্রাণের দোসর
রতিপতি যেন কাম।
রসের নাগর ভোগে পুরন্দর
সকল গুণের ধাম ॥
হেন পতি মোর প্রাণে কি দুঃখ ধর
গলে দিমু কাতিমান।
জলেত পশিমু জীবন তেজিমু
জীবন তেজি দিমু জান ॥
এ বলি দুঃশীলা পুন মুহুশ্চিলা
পুনি বহু বিলাপিল।
খান মোহাম্মদ যুগ সংবাদ
পঞ্চালিকা বিরচিল ॥

॥ সখী দুষ্টমতী কর্তৃক দুঃশীলাকে প্রবোধ দান ॥

(খর্ব ছন্দ)

রাজসুতা দুঃশীলার শুনিয়া বিলাপ।
সখী দুষ্টমতী তাকে বুঝায়ন্ত আপ ॥
যদি কলি জীএ তুহ্মি তার পাটেশ্বরী।
যদ্যপি মরএ তবে শোক নাহি করি ॥
সত্যবতী না জানে কটাক্ষ হাস-লাস।
তোহ্মা আগে সত্যবতী সহজে উদাস ॥
তোহ্মার কটাক্ষে সত্য সহজে মোহিব।
সত্যবতী এড়ি সত্য সহজে গ্রাসিব ॥
তোর লাস-রভসের কেবা দিব সীমা।
বিধিএ সৃজিল তোকে রূপের প্রতিমা ॥
দেখি রবি-রথ রহে, মুনি-মন ভোলে।
লীলাএ মোহিব সত্য মৃদু মধু বোলে।
বিশেষ যে কলি হোন্তে সত্য হএ ঠিক।
নবীন স্বামীর প্রেম নারীর অধিক ॥
সর্বত্রে কল্যাণ সখী ধর মোর বাক।
প্রত্যয় না কর যদি পুছ চপলাক ॥
চপলাবতী বোলে ভাল বোলে সখী।
কলি হোন্তে শতগুণ সত্যধিক দেখি ॥
দুষ্টের বচনে গ্রাহী হৈল দুষ্টমতী।
কলিরে সমুখে থুই সত্যে ভাবে পতি ॥
শ্বেতবাসে কজ্জল বাবিলে কালা ধরে।
দুষ্ট সঙ্গে থাকিলে দুষ্টতা মন পুরে ॥
এই মতে বচাবচ করে তিনজন।
কপটে চলিল বৈদ্য আনিতে কারণ ॥

॥ ভোগী ধন্বন্তরীর আগমন ॥

ভোগ দেশে আছে এক ভোগী ধন্বন্তরী।
তথা গিয়া কহন্ত কপট আগুসারি॥
সত্যবাণে মুহুশ্চিত কলি নরনাথ।
চিকিৎসা করিতে বৈদ্য চলহ তথাত॥
মদ্য-মাংস ভোগ দিমু নানা উপহার।
বিচিত্র বসন দিমু নানা অলঙ্কার॥
শৃঙ্গার করিতে দিমু দিব্য দিব্য নারী।
কলিহ চাহিতে চল ভোগী ধন্বন্তরী॥
ভোলে মোহ হৈল বৈদ্য চলিল তুরিত।
কলির নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত॥
ভোগী বোলে ক্ষুধাএ আকুল মোর গাও।
মদ্য-মাংস নানা ভোগ সম্মুখে যোগাও॥
নারদে বোলন্ত হেন নহে কদাচন।
আগে রাজ ভাল কর পাছে যে ভোজন॥
এথ শুনি ক্ষুধাতুর ভোগী ধন্বন্তরী।
আপনা উদরে আনি করিল তিহরি॥
যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য-কাষ্ঠ পোড়ে।
লোভের লাকড়ি দি ঔষধ-বড়ি লাড়ে॥
সত্যধর্ম মারিবারে নাড়ে বাহু দুটি।
হুরুকা লাগিল যেন লঙ্কার কপাটি॥
নারদে বৃত্তান্ত সব একে একে কহে।
কোপে অগ্নিমুখ কলি নিঃশব্দে রহে॥
ভোগী ধন্বন্তরী ভোগ ভোগিবারে মাগে।
পাত্রমিত্র সবে ভোগ দিল আনি আগে॥
মদ্য-মাংস দধি-দুগ্ধ নানা উপহার।
ঘৃত মধু শর্করা বিবিধ ফল হার॥
আম্র কষ্টকারী(?) মধু ছোলঙ্গ শ্রীফল।
বদরিকা দাড়িম্ব যে গুয়া-নারিকল॥
মত্তমান কদলিকা লাউ মিষ্ট-নাড়ু।
যথ বৃক্ষ ফল আদি দেখিতে সুচারু॥
হস্ত পাখালিয়া ভোগী গ্রাস চাপি ধরে।
চারিদিকে হাসে লোক ভোগী ভোগ করে॥
বড় বড় গ্রাস ধরে ফাড়ি যায় গাল।
এথেকে সে ভোগীর সঙ্কট সর্বকাল॥
মধুমত্ত হইয়া ভোগী অট্ট অট্ট হাসে।
ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গরাসে॥
দধি-দুগ্ধ মধু-মিষ্ট করিয়া ভক্ষণ।
ভোগী বোলে হৈল আজি সাফল্য জীবন॥
মত্তমান কদলিকা আম্র মিষ্ট পাই।
ভোগী বোলে স্বর্গভোগ মিলাইল গোঁসাই॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি পরকার।
ভোগ করি করে ভোগী নানা ফল হার॥
ভোগ করি কর্পূর তাম্বুল দিল মুখ।
ভোগী বোলে এহাত সংসারে নাহি সুখ॥
হৃষ্ট-পুষ্ট হই ভোগী তুষ্ট হৈল যবে।
ভোগী সম্বোধিয়া দুঃশীলাএ পুছে তবে॥

॥ ভোগী-দুঃশীলা সংবাদ ॥

কহ মো'ত ধন্বন্তরী স্বরূপ বচন।
অকালে কলিকে সত্য জিনে কি কারণ॥
একের সমএ আর লঙ্ঘিতে না পারে।
কোন্ হেতু সত্যকেতু জিনে কলি হারে॥
ভোগী বোলে সত্য করি কহিব কথন।
কেহ রুষ্ট না হইবা পাত্র-মিত্রগণ॥
কলির সঙ্গতি ছিল কুপাত্র দুর্জন।
তেকারণে কলি হারে সত্য জিনে রণ॥
দুঃশীলা বোলন্ত সব মহাপাত্র আছে।
ধনবন্ত বলবন্ত আছিলেক কাছে॥
বোলে ধনবন্ত ভৃত্য না মানে ঈশ্বর।
বল হৈলে শূকরে ঠেলএ ধরাহর॥
কন্যা বোলে কিঙ্করের ধন নিজ ধন।
ধনবন্ত ভৃত্য মন্দ বোল কি কারণ॥
ভোগী বোলে শুন কহি রাজার কুমারী।
দুষ্ট ভার্যা হএ যদি পরম সুন্দরী॥
নিদয়া ঠাকুর সুখ দুষ্ট ভৃত্য ধন।
ভিন নিজ কার্য নাহি পরের কারণ॥
কন্যা বোলে দাস তবে কেমতে রাখিব।
নির্ধনী হইলে দুঃখ পাইয়া মজিব॥
ভোগী বোলে ভুঞ্জাইব উদর ভরিয়া।
কিঞ্চিৎ বসন দিব থাকিতে পরিয়া॥
দঢ় করি রাখিবেক নিযোজিব কর্ম।
দুষ্ট ভৃত্য মারিয়া যে রাখিবেক চর্ম॥
কন্যা বোলে যথ কহ গৃহস্থের কথা।
কেমতে করিব রাজা পাত্রের ব্যবস্থা॥
ভোগী বোলে পাত্রক রাখিব দঢ় করি।
যেই পাত্র দুষ্ট হএ ফেলিবেক মারি॥
দুঃশীলাএ বোলে স্বামী কি কৈলে আদরে।
কোন্ কর্ম কৈলে নারী স্বামী কৃপা করে॥
ভোগী বোলে স্বামী মন ব্যবসাএ পাএ।
সতীহ না পাএ মন বিনি ব্যবসাএ॥
ব্যবসা করিয়া ভুঞ্জাইব স্বামী জন।
না ভুঞ্জাইলে সতীএ না পাএ স্বামী মন॥
পুনি করজোড়ে পুছে রাজার কুমারী।
কি হোন্তে ব্যবসা হএ কহ ধন্বন্তরী॥
ভোগী বোলে ধন হোন্তে ব্যবসাএ হএ।
দারিদ্র্যেত ব্যবসা না রহে সর্বথাএ॥
বাপ মাও না সম্ভাষে স্বামী কৃপা ছাড়ে।
পুত্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে॥
ঈশ্বরে না করে দয়া ভীত ছাড়ে ভএ।
নির্ধনী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ॥
অর্থ সে ব্যবসা সর্বলোকে দয়া করে।
বুদ্ধিমন্ত হইলে নির্ধনী বুদ্ধি হরে॥
কন্যা বোলে ধনবন্ত কোন্ মতে হএ।
ভোগী বোলে বণিজ করিলে ধন রহে॥
বটেকে বটেকে খাইলে ফুরাএ ভাণ্ডার।
বটেকে অর্জিলে হএ পর্বত আকার॥
বণিজ করিতে যদি নারে কদাচন।
সুখতে করিব কৃষি অর্জিবেক ধন॥
কন্যা বোলে কোন্ মতে করিবেক খেতি।
ভোগী বোলে কহি শুন তাহার প্রকৃতি॥

প্রথমে প্রভু স্থানে মাগিব ফলিতে।
শক্তি অনুমান ভূমি করিব নিশ্চিতে॥
মন্দ ভূমি বহু ছাড়ি অল্প করি ভাল।
যোগাযোগ বুঝিয়া থাকিব সর্বকাল॥
ভাল মতে চাষ দিয়া করিব নানা খেতি।
প্রাণ দিয়া রাখিবেক জাগি অহোরাতি॥
বিকিয়া করিব ধন ভুঞ্জিবেক সুখে।
কৃষি হোন্তে সম্পদ করন্ত সর্ব লোকে॥
কন্যা বোলে নিচিন্তা কেমনে হএ নর।
ভোগী বোলে ভাগ্যবন্ত থাকে যার ঘর॥
শত্রু ভয় না থাকে অরুগী হএ অঙ্গ।
এ তিন প্রকারে চিন্তা না থাকিবে সঙ্গ॥
কন্যা বোলে চিন্তা বাঢ়ে বোল কি কারণ।
ভোগী বোলে যার থাকে বহু শত্রুগণ॥
যার বহু ধার হএ চিন্তা বাঢ়ে অতি।
আপনা শোণিত পান করে প্রতি নিতি॥
যার অল্প অর্জন বহুল হএ পোষ।
নিরন্তর চিন্তা পাএ মন অসন্তোষ॥
পাপ হোন্তে চিন্তা বাঢ়ে শুন রাজ সুতা।
শরীর দহএ নিত্য মৃত্যু দেএ চিন্তা॥
কন্যা বোলে কোন্ কর্মে আয়ু-বল বাঢ়ে।
ভোগী বোলে শুনিলে সুশব্দ নিরন্তরে॥
চন্দ্রমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ।
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভএ॥
মনোবাঞ্ছা পুরে নিতি ঘুচএ জঞ্জাল।
এ চারি প্রকারে আউ বাড়ে সর্বকাল॥
দুঃশীলাএ বোলে আউ টুটে কি কারণ।
ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ যেই জন॥
বৃদ্ধকালে নির্ধনী পরের করে আশ।
থাকিতে টুটিব আউ হইয়া নৈরাশ॥
অবিরত মিথ্যা-অঙ্গ[১] দেখে যেই জন।
নিরন্তর শত্রু ভএ থাকে তার মন॥
নারীগণ নাভি-হেটে যে জন দেখএ।
এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটএ নিশ্চএ॥
কন্যা বোলে আউ হোন্তে মৃত্যু ভাল করে।
ভোগী বোলে হীন সেবা করে যেই 'ছারে'॥
হীন জন অপমান শরীরে না সহে।
হীন সেবা হোন্তে ভাল যদি মৃত্যু হএ॥
স্বামী সোহাগিনী নারী বিফল জীবন।
যার নারী অসতী সে জিএ অকারণ॥
যে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিরন্তর।
ভুঞ্জএ নরক দুঃখ সংসার ভিতর॥
এ চারি জনের পুনি মরণ সে ভাল।
মৈলে সে ঘুচএ দুঃখ পাতকী জঞ্জাল।
দুঃশীলাএ বোলএ শুনিয়া কুতুহল॥
কোন্ কোন্ কর্ম কৈলে গাএ থাকে বল।
ভোগী বোলে ঘৃত মাংস করিলে ভোজন।
সুগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে অনুক্ষণ।
অনুদিন স্নান নব বসন পরিলে।
গাএ বল বাঢ়ে অর্থ গঠিত থাকিলে॥
দুঃশীলাএ বোলে বল টুটে কি প্রকার।
ভোগী বোলে বহুতর চিন্তা থাকে যার।

---

১ মিথ্যা-অঙ্গ—ছায়া

বল টুটে যে অমূল্য খায়ন্ত বিশেষ।
বহু নারী সম্ভোগে বহুল হএ শেষ ॥
এথ কথা শুনি কলি রঙ্গ হৈল মনে।
কৌতুকে পুছএ ভোগী ধন্বন্তরী স্থানে ॥
কোন্ কোন্ দিন নারী না করি সম্ভোগ।
কহ ভোগী ধন্বন্তরী সত্য করি মো'ক ॥
ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী।
অমাবস্যা পূর্ণিমাত নারীক না রমি।
প্রভাত সমএ যদি সম্ভোগ করএ।
সেই ক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ ॥
লেঙ্গটা হইয়া যেই করএ রমণ।
ভূত-দৃষ্ট হএ সেই শাস্ত্রের বচন ॥
রোগ-বিকার ঘোরে করিলে শৃঙ্গার।
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার ॥
শৃঙ্গারেত যেবা পুনি দ্বারে নিরীক্ষএ।
সেক্ষণে জন্মিলে পুত্র নির্লজ্জা হএ ॥
শৃঙ্গারেত না চুম্বিব পত্নীর নয়ন।
অন্ধ পুত্র উপজএ জন্মিলে সেক্ষণ ॥
শৃঙ্গারেত নারী সঙ্গে না কহিব কথন।
নির্লজ্জ বালক পুত্র হএ তেকারণ ॥
বিন্দুপাত পাছে যদি করএ রমণ।
থিহা[১] হৈয়া রমএ যে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
শেষ হএ নিজ তনু পুত্র খোর[২] হএ।
শয্যাত বহুল মূতে বালকে নিশ্চএ ॥
শৃঙ্গার করিয়া যদি একহি বসনে।
নিজ তনু পবিত্র করন্ত দুই জনে ॥
এই সে প্রকারে হএ কলহ জঞ্জাল।
পতি পত্নী মধ্যেত না থাকে প্রীতি ভাল।
শয়নে যুবতী সঙ্গে রমণী রমিলে।
ডাকাইত পুত্র হয় সে ক্ষণে জন্মিলে ॥
যে দিনে প্রবাসে যাই সে রাত্রি রমিলে।
পাপকারী পুত্র হএ সে রাত্রি জন্মিলে ॥
বুধ রবি রাত্র দিনে যে জনে রমএ।
তাত পুত্র জন্মিলে অধর্মী পাপী হএ ॥
সোম শনি গুরুবারে যে জনে রমএ।
সত্যবাদী ধর্মিক মঙ্গল উপজএ ॥
সোম শুক্র গুরু রাত্রি রমিবেক নারী।
জন্মিব চিরাউ পুত্র শুদ্ধ ধর্ম চারী ॥
পশুর গোচরে কিবা মনুষ্যের আগে।
না রমিব সূর্যের কিরণ যথা লাগে ॥
প্রথম প্রহর মন্দ দ্বিতীয় মধ্যম।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম ॥
অধিক উত্তম জান চতুর্থ প্রহরে।
সন্ধ্যা কালে কদাপিহ না রমিব নরে ॥
এক কালে পতি-পত্নী বিন্দুপাত হৈলে।
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জন্মিলে ॥
কলিএ বোলএ মো'ত কহ ধন্বন্তরী।
সমযোগ নহে হেন কোন মতে করি ॥
ভোগী বোলে নারী পাশে করিলে গমন।
কাম মোহ না হইব স্থির রহে মন ॥
শৃঙ্গারের আগে ভোলাইব নারী মন।
সঘন চুম্বন দিব গাও আলিঙ্গন ॥

---

১ থিহা—(চট্টগ্রামী বুলি)-স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া ২ খোর—নেশাক্ত

নখরে ঘাদিয়া কুচ করিব মর্দন।
নাভি উরু স্থলে হস্ত মথিব সঘন।
যদি কাম ভাবে নারী হইল মোহিত।
সাবধানে শৃঙ্গার করিব আনন্দিত॥
এই মতে যার আগে বীর্য নহে পাত।
কহিলুঁ নিভৃত কথা কলি নর নাথ॥
কলি বোলে যথেক কহিলুঁ হিত বাণী।
প্রতি দিন কেমতে রাখিব এথ পুনি॥
ভোগী বোলে প্রতি দিন যে নারে রাখিতে।
রাখিব দ্বাদশ দিন কহিলুঁ চিন্তিতে॥
ঋতু স্নান তিন দিনে করিলে যুবতী।
গর্ভাধারে নরে যোগ দিব শুন রতি।
এই যে দ্বাদশ দিনে হৈব সাবধান।
প্রতিদিন রাখএ যাহারা অবধান॥
কলি বোলে কন্যা পুত্র হএ কি কারণ।
কহ মো'ত ধন্বন্তরী চিন্তি নিজ মন॥
ভোগী বোলে তিন দিনে কৈলে ঋতু স্নান।
তার পাছে দ্বাদশ দিবস দঢ় মান॥
শৃঙ্গার করিলে নারী গর্ভবতী হএ।
শুন কহি পুত্র কন্যা যেহেতু জন্মএ॥
এক, তিন, পঞ্চ, সপ্তে, নব, একাদশে।
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে॥
পুত্র উপজএ যদি হএ গর্ভবতী।
যে যে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি॥
দুই চারি ছয় অষ্ট দশম দ্বাদশে।
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে॥
গর্ভবতী হএ যদি কন্যা উপজএ।
কহিলুঁ কন্দর্প কথা শুন মহাশএ॥
শুক্র সোম শনি গুরু দক্ষিণে পবন।
এদিনে স্রবিলে ঋতু জন্মএ নন্দন॥
রবি ভোর বুধ বামে শ্বাসে-বাউ বহে।
তাত ঋতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ।
দক্ষিণে করিয়া শ্বাস করিব রমন।
তবে পুত্র উপজিব জান বুধ জন।
তবে বোলে দুঃশীলাএ শুন মহাশএ।
গর্ভবতী কোন মতে থাকিব নিশ্চএ॥
ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী।
ক্ষুধাতুর উপবাস না থাকিব নারী॥
আমলকী ফল গর্ভবতী না খাইব।
আমলকী কাষ্ঠ অগ্নি ঘরে না জ্বালিব॥
অম্ল লবন আনি না খাইব সুন্দরী।
বহু রৌদ্রে বসি না থাকিব হেলা করি॥
শীত বলি অগ্নি জ্বালি ধিক না বসিব।
উষ্ণ নীচ পন্থ দেখি বুঝিয়া হাঁটিব॥
অশ্বে গজে না চড়িব না চাহিব কাক।
কোপ করি মন দুঃখে না দিবেক বাক্॥
না চাহিব গর্ভবতী কূপ অভ্যন্তরে।
জাতিধ্রস রাজসুতা সত্য বলি তোরে॥
দুঃশীলাএ বোলে ভোগী পুছিএ তোহ্মার।
কোন্ কর্মে সম্ভ্রম ভাঙ্গএ আপনার॥
ভোগী বোলে ঈশ্বরেত যে করে বড়াই।
আপনা সম্ভ্রম ভাঙ্গে যাএ লজ্জা পাই॥

নির্লজ্জ হইয়া যেই করে অনাচার।
সভা মধ্যে সম্ভ্রম না থাকে সত্য তার॥
স্থাব্য[১] ধন খাইলেহ না থাকে সম্ভ্রম।
পর ঘর উৎসবেত যে নর অধম॥
অবোলনে[২] খাইবারে লোভে চলি যাএ।
আপনা সম্ভ্রম ভাঙ্গে লজ্জা বড় পাএ॥
দুঃশীলাএ বোলে ভোগী মূঢ় বলি কা'ক।
ভোগী বোলে যে না শুনে মিত্র জন বাক॥
বর্বর সঙ্গতি যুক্তি করে যেই জন।
কুপাত্র দুর্জন আনি যে করে পালন॥
নারীক প্রত্যয় করি বেড়াইতে বোলে।
সেই মূঢ় জন জান এ মহী মণ্ডলে॥
কন্যা বোলে বৃদ্ধ কিবা অবলা কুমারী।
তার কি তুলনা দিএ বোল ধন্বন্তরী॥
ভোগী বোলে কপি যেন ঝুনা নারিকলে।
খাইতে না পারে জল নাচে কুতুহলে॥
কন্যা বোলে যুবকেত অতি বৃদ্ধ নারী।
তার কি সমস্যা দিএ বোল ধন্বন্তরী॥
ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যে হেন উল্লুক।
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক॥
শুক সঙ্গে শুক সে করএ শোভাকারী।
শুক কাক মিলি হৈলে শুকের সংহারি॥
বৃদ্ধ নারী যুবকের প্রীতি নাহি হএ।
যদ্যপি হএ চিরদিন নাহি রহে॥
দুঃশীলাএ বোলে আহ্মা কহ মহাশএ।
কোন্ কোন্ কর্মে চিরদিন নাহি রহে॥
ভোগী বোলে রাজ্যে যদি রাজা বল করে।
চিরদিন না রহে আপনা রাজ্য হরে॥
দুষ্ট নারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল।
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জঞ্জাল॥
পতি সঙ্গে সতীর কলহ চিরদিন।
না রহএ জলে জল নহে যেন ভিন॥
চিরদিন না রহে মিত্রের কোপমন।
কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন॥
কন্যা বোলে পর চিত্ত কেমনে হরিব।
সত্বরে সঙ্কটে আত্ম কেমতে রাখিব॥
ভোগী বোলে পর চিত্ত হরে যেই জন।
তার রসে রসিক থাকিব সর্বক্ষণ॥
ভাল বা মন্দ বোলে সেই বোলে ভাল।
যে মাগে সে আনিয়া যোগাএ সর্বকাল॥
আর পর চিত্ত হরে মন্ত্র তন্ত্র বলে।
দেবতাহ বশ্য হএ বশ্য মন্ত্র ফলে॥
যেহেন ব্রাহ্মণ বড়ু বশ্য মন্ত্র করি।
বাবিল রাজার সুতা লৈয়া গেল হরি॥
দুঃশীলাএ বোলে কহ শুনি এ কাহিনী।
ভোগী ধন্বন্তরী কহে নিজ মনে গুনি।

---

১ স্থাব্য—আমানত ২ অবোলনে—বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা ডাকে

॥ ব্রাহ্মণ-রাজকন্যা কাহিনী ॥

পশ্চিমে বাবিল নামে আছে এক দেশ।
বিস্তর কুমন্ত্র টোনা সে রাজ্যে বিশেষ ॥
তাত রাজা ভরত মাধবী তার সুতা।
ত্রিলোক মোহিনী কন্যা রূপে অদ্ভুতা ॥
একদিনে বৃন্দাবনে রাজার কুমারী।
প্রমোদ বিহারে গেল লৈয়া সহচরী ॥
দৈবগতি মধু নামে ব্রাহ্মণ নন্দন।
কুতুহলে প্রবেশিল সেই বৃন্দাবন ॥
আচম্বিত দেখি বড়ু[১] রাজার কুমারী।
মুহুশ্চিত পড়ে বড়ু আপনা পাসরি।
জ্ঞান লভি বোলে বড়ু লখি বিপরীত।
স্বর্গ ছাড়ি বিদ্যাধরী আইল আচম্বিত ॥
কিবা রাহু ভএ চান্দ ছাড়িল গগন।
পলাইতে আসিয়াছে এই বৃন্দাবন ॥
কিবা দেবী ভাব করি চান্দের সঙ্গতি।
অপমানে এড়ি তথা আইল লজ্জামতি ॥
কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন।
কোপে গৌরী এথাত আইল তেকারণ ॥
ভুরুরে ভঙ্গিমা করি নয়ন নাচএ।
বুঝিল এহেন রূপে শিবকে মোহএ ॥
মৃদু মৃদু হাসি অক্ষি বঙ্ক বঙ্ক করি।
এই রঙ্গে ধ্যান ভঙ্গ হৈল ত্রিপুরারি ॥
থাউক প্রসিদ্ধি কুচ তাল ফলধিক।
দেখি মনমথ মত্ত হএ যে অধিক ॥
এ বলিয়া স্তব্ধ বড়ু চিত্রপট প্রাএ।
অনিমিখ নয়নে মাধবী রূপ চাহে ॥
কন্যা বোলে দেখি বড়ু দীপ্তিমন্ত তনু।
আচম্বিত উপগত যেন ফুল ধনু ॥
সখী প্রতি বোলে সখী অহি কোন্ জন।
হর ভএ পলাইছে বুঝিএ মদন ॥
নতু রঘুপতি বনে ভএ বাসি মন।
পলাইতে জায়ন্ত আইল বৃন্দাবন ॥
নতু সক্র-শাপে ভ্রষ্ট হই বিদ্যাধর।
বৃন্দাবনে পড়ি স্তব্ধ চিন্তিত অন্তর ॥
এ বলিয়া রাজকন্যা সমদৃষ্টে হেরে।
অন্যে অন্যে প্রেম-রসে মগ্ন হৈয়া রহে ॥
নৃপ ভএ সখী বোলএ উঞ্চস্বর।
কোথায় ব্রাহ্মণ বড়ু হঅরে অন্তর ॥
রাজার কুমারী মুখ কেনে নেহালসি।
আকাশের চন্দ্র হস্তে ধরিতে চাহসি ॥
নাগমণি ধরিয়া চাহসি মারিবার।
কামভাব মাধবীক হএ বিপ্রছার ॥
এ বলিয়া কন্যা লই সব গেলা ঘর।
কামভাবে রাজকন্যা মৃত সমসর ॥
এথা বিপ্র ছিল তিনদিন অচেতন।
জ্ঞান লভি ধাএ উন্মত্তের লক্ষণ ॥
'মাধবী মাধবী' মাত্র ডাকে উঞ্চস্বর।
আউদল কেশ ভ্রমে নগরে নগর ॥

---

১ বড়ু—ব্রাহ্মণ কুমার

শিশুগণে মারন্ত-হাসন্ত সর্বলোক।
কেহ বোলে হইছে উন্মাদ বাউরোগ॥
এইমতে গেল এক ওঝার দুয়ার।
সে যে ওঝা তন্ত্র-মন্ত্র জানএ অপার॥
মৃতবৎ হই পড়ে ওঝার সম্মুখে।
'মাধবী মাধবী' মাত্র স্মরে নিজ মুখে॥
সকরুণ হই ওঝা বোলে শান্ত বাণী।
কেমত বাঞ্ছিত বিপ্র বোল সত্য বাণী॥
মোর মন্ত্র-তেজে পারোঁ সূর্য আনি দিতে।
মন্ত্র বলে পারোঁ সক্র আনি দেখাইতে॥
যদি মাগ দিব আনি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
যেই মনোবাঞ্ছা তোর দিমু সে অধিকারী।
কহ বা মাধবী কেবা সত্য কহ মোক।
আজি হোন্তে গৃহ পুত্র বলি যুত হোক॥
শুনি বড়ু সকরুণ ওঝার চরণ।
কহিলেক আদি অন্ত যথ বিবরণ॥
হাসিয়া ওঝাএ বোলে কিবা কর্ম তাক।
আজি মাধবীর কাছে নিবাম তোহ্মাক॥
এ বলিয়া এক মন্ত্র লেখি তাম্র পাতে।
ব্রাহ্মণের মুখে দিল আপনার হাতে॥
মহগুণ বলে বড়ু হৈল নারী রূপ।
মুখ কণ্ঠ সম কুচ নারীর স্বরূপ॥
কিন্তু অভ্যন্তরে আছে পুরুষ আকার।
ওঝা বোলে এই মন্ত্র এ হেন আকার॥
নারী হএ পুরুষ পুরুষ হএ নারী।
কিন্তু পুনি লিঙ্গ মাত্র ঘুচাইতে নারি॥
এথ কহি গেল ওঝা রাজার সভাত।
স্ত্রীরূপ বড়ু লই দাণ্ডাইল সাক্ষাৎ॥
নৃপতি বোলন্ত বিপ্র কেনে আগমন।
ওঝা বোলে আহ্মি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজন॥
এই মোর পুত্র বধূ ব্রাহ্মণ কুমারী।
পুত্রেত বিবাহ দিলুঁ বহু যত্ন করি॥
এহি মোর পুত্র বধূ, ছন্ন তার নাম॥
সতী-পতিব্রতা বধূ সর্ব গুণ ধাম॥
তাত কর্মদোষে পুত্র উন্মত্ত হৈয়া।
কোথা গেল নাহি জানি আহ্মাক ছাড়িয়া॥
পুত্র অন্বেষিতে আহ্মি করিব গমন।
তোহ্মা স্থানে দিলুঁ বধূ রাখিতে যতন।
ব্রহ্মস্ব জানিয়া রাজা যতনে রাখিবা।
নিজকন্যা স্থানে মোর বধূ সমর্পিবা॥
ব্রাহ্মণের বোলে রাজা কৈলা অঙ্গিকার।
বলিলেন্ত যাও বিপ্র পুত্র চাহিবার॥
একশত তঙ্কা রাজা ব্রাহ্মণক দিল।
মাধবীক আনিয়া ব্রাহ্মণী সমর্পিল॥
ওঝা ঘরে চলি গেল ছন্নকে এড়িয়া।
মাধবী ছন্নকে নিল সঙ্গতি করিয়া॥
বৈদ্য ঘরে গেল রুগী রোগ হৈল নাশ।
মৃত্যুকালে পাইলেক অমৃত সন্দেশ॥
না জানি ভরত রাজা অপকর্ম কৈল।
বিড়ালের হস্তে নিয়া মাংস সমর্পিল॥
মাধবী বাপের আজ্ঞা ধরি নিজ মন।
কৃপা করি ছন্নকে সন্তোষে ততক্ষণ॥
কন্যাকে বোলএ ছন্না বিবিধ প্রকারে।
দিনে দিনে প্রীতি ভাব হৈল দোঁহানেরে॥
যেদিনে দেখিল মধু রাজার কুমারী।
কামানলে দহে কন্যা সেইদিন ধরি॥

মর্ম চাহি মারে বাণ ধরি ফুল ধনু।
ঘন শ্বাস বহে কন্যা কম্পমান তনু॥
দিনে দিনে কৃশ দেহ হইল কুমারী।
কাহাত না কহে কিছু মনে লজ্জা করি॥
ছন্নাএ বুঝিয়া তার বিরহ বেদন।
নিভৃতে আপনা কার্য করে নিবেদন॥
ছন্না বোলে কহ সত্য নৃপতি নন্দিনী।
কোন্ চিন্তাযুক্ত তুহ্মি বিষণ্ণ বদনী॥
কন্যা রোগ আছে জান মোহর শরীরে।
ছন্না বোলে রাজকন্যা ভাণ্ডসি আহ্মারে॥
সঘন নিঃশ্বাস তোর বদন পাণ্ডুর।
অভিপ্রাএ বুঝিএ দগধে পঞ্চশর॥
সত্য কহ কা'ক দেখি হইলা ভাবিনী।
মন্ত্র বলে আনি দিমু আজুকা রজনী॥
ছন্নার শুনিয়া হেন সুহৃদ বচন।
গদ গদ কহে কন্যা সজল নয়ন॥
যেনমতে দেখিলেক ব্রাহ্মণ কুমার।
আদি অন্ত কহিলেক দুঃখ আপনার॥
ছন্না বোলে দেখিলে নি চিনিবা এখন।
কন্যা বোলে সেইরূপ মোর প্রাণধন॥
কেনে না চিনিমু তাকে বোল প্রাণ সখী।
যার হেতু সংশয় জীবন হৈল দেখি॥
হাসি মধু প্রদীপ আনিল তুরমান।
মুখ হোন্তে মন্ত্র কাড়ি[১] রহে বিদ্যমান॥
আচম্বিত দেখি কন্যা নিজ প্রাণনাথ।
সলজ্জিত রাজসুতা নম্র কৈল মাথ॥
সবিস্ময়ে পাছে কন্যা পুছে ধীরে ধীর।
আদি অন্ত কহিলেক ব্রাহ্মণ কুমার।'
রাজকন্যা সম্ভাসিলা বিস্তর ওঝারে।
এহেন অসক্য কর্ম কেহ নাহি করে॥
তবে মধু মাধবীরে ধরি লৈল কোলে।
অনঙ্গের রঙ্গে নাচে মন কুতুহলে॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমৃতের ধার॥

॥ যুগল মিলন ॥

(ছহিরাগ-লাচারী)

নাচে মধুরস সিন্ধু মাঝে যুতি
মাধবী হইল কোড়ে।
পূরব জনমে গৌরী আরাধিলুঁ
তেকাজে পাইলুঁ তোরে॥

গাঢ় আলিঙ্গন সঘন চুম্বন
চুম্বিয়া কাজল দেশ।
ধরি কুচ ঘন স্থাবর জঙ্গম
নখরে ঘাও বিশেষ॥

---

১ কাড়ি> কাডি = কাড়িয়া, উচ্চারণ করিয়া

মধুএ অধর পিবএ মধুর
সরোজে যেহেন অলি।
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে
কণ্ঠে কণ্ঠে জড়ি কেলি॥
মধুশ্যাম তনু যেহেন ফুল ধনু
গৌরাঙ্গ মাধবী রতি।
যেহেন রাধে-হরি কিবা হর-গৌরী
কিবা নল-দময়ন্তী।
শ্যাম গৌর অঙ্গ রঙ্গে রহে সঙ্গ
মেঘেতে বিজুলি খেলে।
হেম লতা মণি মরকত জড়ি
কিএ রাহু শশী গিলে॥
বিপীন[১] জঘন তাড়িয়া সঘন
পীড়িয়া মোহন স্থলি।
যার যথ যথ ছিল মনোগত
বিধি মিলায়লি ভালি।
বিষম সরম ভঙ্গ পঞ্চশর
ছাড়িয়া কুসুম্ব ধনু।
থান মোহাম্মদ এহ রস ভণ
অমিয়া উদগরে জনু॥

॥ মারুতের অনুরাগ ॥

(খর্ব ছন্দ)

এইমতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
কেহ চিনিবারে নারে ছন্নার প্রকৃতি॥
আরদিন সেই ছন্ন দৈবের ঘটনে।
নারীরূপে স্নান করে হরষিত মনে॥
দূরে থাকি রাজসুত মারুতে দেখিল।
মুহুশ্চিত কুমার ভাবেত মগ্ন হৈল॥
কিবা রম্ভা তিলোত্তমা মদনের পতি।
হেমকুম্ভ কুচভার ঘন পীন অতি॥
কুমারী ছন্নার স্থানে পাঠাইল দূতী।
শুনিয়া ত্রাসিত ছন্না ভয় পাইল অতি॥
নারী যদি হইত শুনিত পাপ বাণী।
সহজে পুরুষ ছন্না ত্রাসযুক্ত পুনি॥
ছন্না বোলে মারুত পাপিষ্ঠ দুরাচার।
ব্রহ্মস্ব হরিতে চাহে মাগে পরদার॥
দূতী বোলে প্রাণ দিব রাজার কুমার।
কৃপা কর বিপ্রবধূ করি পরিহার॥
ছন্না বোলে মরি যাউক মারুত দুর্মতি।
এ পুত্রেথু মুলুকে হৈব রাজার অকৃতি॥
আস্থিত ব্রাহ্মণ-কন্যা সতী পতিব্রতা।
এক পতি ছাড়ি আন না জানি সর্বথা॥
এ বলিয়া ধাই গেল মাধবী নিকট।
মনে মনে চিন্তে মধু পড়িল সঙ্কট॥
দূত মুখে শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল রাণী।
ভাবে মোহ মারুত তেজিতে চাহে প্রাণি।
মুহুশ্চিয়া কুমার পড়িল ভূমিতল।
বোলাই না পাএ 'বোল' কিঙ্কর সকল॥
রাজপুত্র সঙ্কট দেখিয়া শোক মন।
নৃপস্থানে জানাইল এই সব বচন॥

---

১ বিপীন—বিশেষ স্থূল

শুনিয়া চিন্তিত রাজা গুণে মনে মন।
ব্রহ্মস্ব হরিলে পাপ আরো স্থাব্য ধন।
হেন অপকর্মে কর্ম কেমতে করিব।
সংসারে অযশ পাছে নরকে পড়িব॥
যদি ভএ ধর্মকন্যা পুত্রক না দিএ।
দারুণ মদন বাণে পুত্র নাহি জিএ॥
কি রাখিমু নিজ পুত্র কিবা রাখি ধর্ম।
হাহা বিধি কর্মদোষে হৈল হেন কর্ম॥
সেইক্ষণে আর এক কিঙ্কর আসিয়া।
নৃপস্থানে কহে পুত্র দেখহ আসিয়া॥
দৈবে সে মারুত জিএ কণ্ঠাগত প্রাণ।
না পাইলে ব্রাহ্মণী নাহিক পরিত্রাণ॥
পুত্রের সেনেহ বড় ভরত নৃপতি।
ধর্ম ছাড়ি পুত্রস্নেহ মনে হৈল অতি॥
এক দাসী পাঠাইল ব্রাহ্মণীর স্থান।
দৈবে গেল তোর পতি পাগল ব্রাহ্মণ॥
মোর পুত্র তোর ভাবে তেজএ জীবন।
পুত্র দান কর মোরে না হৈঅ বিমন॥
সহজে মারুতে নিজ দেব ধর্ম নাশে।
তোর ভাবে নরকের ভয় নাহি বাসে॥
বিশেষ কি কহিব আপনা অপরাধ।
তুহ্মি মূলে আহ্মার ঠেকিল পরমাদ॥
দাসী গিয়া কহিলেক রাজার বচন।
মাথে বজ্রঘাত মধু ত্রাসে কম্পমান॥
সচকিত মাধবী মুখেত নাহি বাণী।
কপট রচনা মধু বোলে মনে গুণি॥
কহিঅ মারুত স্থানে মোহর ভকতি।
নিশ্চএ মরিল যদি মোর প্রাণপতি॥
কথদিন ক্ষেমা কর শ্রাদ্ধ করোঁ তার।
সহজেই পাছে আহ্মি শরণ তোহ্মার॥
হরষিতে কুমারেত কহে গিয়া দাসী।
মৃত অঙ্গে অমৃত সিঞ্চএ হেন বাসি॥
শুনি আনন্দিত হৈল মারুত কুমার।
ভাবিয়া সঙ্কেত কাল রহে তার ঘর॥
এথা মধু মাধবীএ যুক্তি কৈল সার।
আজি যাইব পলাইয়া ওঝার মন্দির॥
তবে কন্যা বিষ লাড়ু গঠিয়া লইল।
প্রভুকে সম্বোধি কন্যা কান্দিয়া কহিল॥
যদি সে ধাইতে নারি ধরে কোনজন।
এই বিষ লাড়ু খাই তেজিব জীবন॥
রাত্রি নিশাভাগে তবে দেব ধর্ম স্মরি।
মধু সঙ্গে নিঃসরিল রাজার কুমারী॥
দ্বার হোন্তে নিকলিতে দেখে কোতোয়াল।
ধর ধর বলিয়া যেহেন আইসে কাল।
ভএ মুহশ্চিত মধু না স্ফুরে বচন॥
চিন্তএ কপট বুদ্ধি কুমারী তখন।
নারীর কপট বুদ্ধি পুরুষে না জানে।
শীঘ্রে উক্তি করি ভাণ্ডে কপট বচনে॥
কন্যা বোলে কোতোয়াল সহজে বর্বর।
সখি সবে শুনিব না কর কোলাহল॥
আহ্মি যে মাধবী জান রাজার কুমারী।
এথ রাত্রি আইলুঁ তোহোর রূপ হেরি॥
এথ শুনি কোতোয়াল আনন্দ বিভোল।
পাইয়া অমৃত ফল কপি উল্লোল॥
হাতে ধরি কন্যাক লইতে চাহে কোলে।
হাসিয়া মাধবী তাক মৃদ মধু বোলে॥

বুঝি কোতোয়াল তুহ্মি ভুখিল কেশরী।
হাস-রস না জান খাইতে চাহ ধরি॥
আগে ভুঞ্জ কোতোয়াল অমৃত সন্দেশ।
পাছে আহ্মি তুহ্মি রতি ভুঞ্জিব বিশেষ॥
এথ শুনি কোতোয়াল করজোড় কৈল।
অস্তে ব্যস্তে মাধবীএ বিষ লাড়ু দিল॥
কামভাবে খাএ পাপ না কৈল বিচার।
বিষে মুহুশ্চিত কোতোয়াল দুরাচার।
দারুণ বিষের জ্বালে তেজিল জীবন।
ওঝার ঘরেত গেল চলি দুই জন॥
মধু-মাধবীকে দেখি ওঝা কুতুহল।
আদি অন্ত কথা মধু কহিল সকল॥
তবে ওঝা মধু হোন্তে সে-মন্ত্র লইল।
মাধবীর মুখে নিয়া সে-মন্ত্র রাখিল॥
মন্ত্র-বলে কৈল কন্যা পুরুষ আকার।
মধু-মাধবীর মনে আনন্দ অপার॥
প্রভাত সমএ রাজা শুনি বিবরণ।
ছন্না সঙ্গে নাহি ঘরে কুমারী রতন॥
লাজে শোকে বোলে রাজা কান্দিয়া আকুল।
স্থাব্য ধন লোভ করি হারাইলুঁ মূল॥
স্থাব্য হরি লোভে যেন চিন্তা পাই শোক।
এমত মরিব সব স্থাব্য হরি লোক॥
পাপ পুত্র হোন্তে দুই কূল মজাইলুঁ।
রহিল অযশ নিজ সুতা হারাইলুঁ॥
এইমতে অনুশোচ করন্ত রাজন।
ঘরে ঘরে চর সবে করে নিরীক্ষণ॥
ওঝার ঘরেত গিয়া করন্ত বিচার।
মাধবী পুরুষ রূপ দেখিল গোচর॥
মাধবীত মাধবীর লয়ন্ত উদ্দেশ।
কন্যা বোলে রাজ সুতা গেল কোন্ দেশ॥
তবে ওঝা ব্রহ্ম রূপে মধু সঙ্গে লই।
নৃপ আগে গিয়া কথা কহে আগু হই॥
তোহ্মার প্রসাদে রাজা পাইলুঁ নন্দন।
বধূ মোর কোথা আছে দেঅহ রাজন॥
ঘাএত লবণ যেন কেহ দিল আনি।
করজোড়ে সকল কহিল নৃপমণি॥
শুনি বিপ্র কান্দি বোলে মাথে মারি ঘাত।
ব্রহ্ম বধ ভাগি হৈলা আএ নরনাথ॥
এ বলি কাটারি দিল গলের উপরে।
কান্দিয়া ভরত রাজা বিপ্র পাএ ধরে॥
পাত্র মিত্র সবে বেঢ়ি বিপ্রক সান্ত্বাএ।
এক লক্ষ সুবর্ণ দিলেক নর রাএ॥
কান্দি কান্দি সুবর্ণ লইল বিপ্র বর।
'মনে সুখ' ওঝা 'মুখে দুঃখ' গেল ঘর॥
মাধবীক ধন দিয়া ওঝা হাসি বোলে।
এ ধন ভাঙ্গিয়া খাও মন কুতুহলে।
অবিলম্বে কার্য সিদ্ধি করিব নিশ্চিতে।
না কান্দিঅ বাপ মাও পাইবা দেখিতে॥
এথা ছন্না হারাইয়া মারুত কুমার।
উনমত্ত হইয়া কান্দএ অনিবার॥
ছন্না বলি ডাক ছাড়ি মৃতবৎ হাল।
ঘাএর উপরে যেন লাগি গেল শেল॥
সহস্র সহস্র বৈদ্য চিকিৎসা করিল।
কেহ রাজপুত্র ভাল করিতে নাড়িল॥
তবে সভা মধ্যে রাজা বোলে উচ্চস্বর।
যে করিতে পারে ভাল রাজার কুঞ্জোর॥

প্রতিজ্ঞা করিলুঁ যেই মাগে সেই দিমু।
না দিলে 'গোবধ' লাগে নরকে পড়িমু ॥
এথ শুনি বোলে ওঝা করি করজোড়।
করিব কুমার ভাল মন্ত্র বলে মোর ॥
আজ্ঞা কৈলে দিব আনি মাধবী কুমারী।
কিন্তু সত্য করহ বাবিল অধিকারী ॥
মাধবী যাহাকে বরে দিবা তারে দান।
নৃপে বোলে সত্য কৈলুঁ সভা বিদ্যমান ॥
সত্য ভঙ্গে পঞ্চ মহাপাতক লাগএ।
এথ শুনি গেল ওঝা আপনা আলএ ॥
আর এক মন্ত্র লেখি মধুমুখে দিল।
যেই ছন্না সেই ছন্না পুনি সে হইল ॥
মাধবী পুরুষ রূপ লইল সঙ্গতি।
ছন্ন লই গেল যথা আছে নরপতি ॥
কুমারে ধরিয়া ছন্না তুলিয়া লইল।
প্রিয়া দেখি মারুতে বুদ্ধি স্থির হৈল ॥
পাত্রগণ সঙ্গে রাজা চাহে বিষাদিত।
ছন্না মুখ হোন্তে মন্ত্র লইল তুরিত ॥
কথার ব্রাহ্মণী হৈল ব্রাহ্মণ কুমার।
দেখিয়া লজ্জিত হৈল মারুত অপার ॥
তবে ওঝা মাধবী থু মন্ত্র লৈল কাড়ি।
আচম্বিত দেখে রাজা আপনা কুমারী ॥
সলজ্জিত পড়ে কন্যা বাপের চরণ।
চিত্র পট প্রাএ স্তব্ধ পাত্র মিত্র গণ ॥

[পাঁচটি পত্র নাই]

॥ রাজ-নীতি ॥

…চতুর্থে ভূমিক চাষা রাজ্যের জীবন।
ভূমি চষি খাএ দেখি মৃত্তিকা তুলন ॥
যদি বুদ্ধিমন্ত হএ রাজ্য অধিকারী।
পরস্পর রাখিবেক ভিন্ন ভিন্ন করি ॥
জলে অগ্নি মিশাইলে নিবাএ আনল।
দ্বন্দ্ব করিবেক কাকে কেহ কৈলে বল ॥
দ্বাপরে বোলন্ত সভা করিব পালন।
বীর্য বুদ্ধি বাঢ়াইব সেনাপতি গণ ॥
ধনুর্বাণ কবচ সৈন্যক চাহি দিব।
বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব ॥
যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাঢ়ি।
বিবর্তিয়া[১] দিব ধন মনে কৃপা করি ॥
মন্ত্রী পাত্র কায়স্থবর তিন কর্ম রাখি।
প্রথমে বাঢ়াইব গুণ সব বুদ্ধি দেখি।
যার যেই যোগ্য কর্ম বুদ্ধি নিয়োজিব।
কার্য কৈলে তাহাকে যে প্রসাদে তুষিব।
দরিদ্র হইলে পাত্র নৃপতির ধন।
দরিদ্রতা হোন্তে নত হৈব পাত্রগণ ॥
বিস্তর না দিব ধন আলস্য হইব।
ধন লোভে ঈশ্বরের কার্য না করিব ॥

---

১ বিবর্তিয়া > বিবর্তন ?

সাধুগণ পালিবেক দুই পরকার।
প্রথমে নৃপতি কৃপা করিব সভার॥
মধুর শীতল জল পক্ষী পড়ি খাএ।
লবণ জলেতে পড়ি তিক্ত পাই ধাএ॥
দ্বিতীয় ডাকাইতে পন্থে করিব নিধন।
গতাগত করিতে পড়িব সাধুগণ॥
চাষাকে আপনে রাজা পালন করিব।
ভিন্ন জনে দ্বন্দ্ব কৈলে আপনে দণ্ডিব॥
ধর্মিক রাজার চাষা যুদ্ধে সৈন্য হএ।
বল কৈলে যুদ্ধ কালে সৈন্য না যুঝএ॥
সত্য বোলে যে সকলে সেবন্ত রাজারে।
নৃপতি বহুল কৃপা করিব তাহারে॥
কিন্তু এথ কৃপা দেবে না করিব তাকে।
যে সহায় করিবারে পারএ রাজাকে॥
সভএ রাখিব পুনি কৃপাহ করিব।
পরস্পর সেবকের প্রীতি করাইব॥
পরিবাদ লোকভেদ কভো নাহি ধরি।
হএ ভাল হএ দোষ যাবত বিচারি॥
দুই কর্ম করি রাজা রাখিবেক দেশ।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ॥
দুই কর্মে এক জন না দি কদাচন।
এক হস্তে না শোভএ দুই শরাসন॥
এক কর্ম দুইএ দিলে নিতি দ্বন্দ্ব হএ।
এক থাপে দুই খড়্গ যেন না শোভএ॥
তৃতীয়া[ত্রেতা]বোলন্ত কিন্তু রাখিবেক চর।
সভানেক বার্তা যেন পাএ নিরন্তর॥
সত্যবাদী দেখি চর রাখিব রাজন।
চরকে যে পুত্র তুল্য করিব পালন॥
চর সে রাজার চক্ষু সব বার্তা কহে।
চর বিনে নৃপ ভাল-মন্দ না শুনএ॥
এক মন্ত্রী রাজাকে কহিল উপদেশ।
নিতি কর্ম হোন্তে রাজা নষ্ট করে দেশ॥
পাত্রগণ বার্তা যদি না শুনে নৃপতি।
পাত্রগণ লোক হিংসা করে প্রতিনিতি॥
অকুলিনী দুষ্ট পাত্র রাজ্যে রাজ্য করে।
না বুঝিয়া দ্বন্দ্ব করে উত্তম জনেরে॥
অহঙ্কারে রাজধানী ন্যায় না বুঝএ।
এ নীতি প্রকারে দেশ ভাঙ্গএ নিশ্চএ॥
দ্বাপরে বোলন্ত আগে গুণ বিচারিব।
ক্রমে ক্রমে পাত্রগণ নৃপে বাঢ়াইব॥
একেবারে সম্পদ হইলে গর্ব করে।
পুনি সেই সেবা করে ভাঙ্গএ ঈশ্বরে।
বাঢ়াইয়া টুটাইলে লোকে উপহাস।
উপহাস হএ কর্ম কিবা অবিনাশ॥
রাজাকে যে দ্বন্দ্ব করি করিব প্রত্যয়।
পুরান সেবক বুলি না হৈব নির্ভয়॥
দণ্ড করি কথদিন সভাএ রাখিব।
শুদ্ধভাব দেখিলে সে পুনি বাড়াইব॥
শুদ্ধপাত্র মধ্যে এক হএ দুর্মতি।
তাহাকে বধিলে সব হয়ন্তি সুমতি॥
অবশ্য বধিব তাকে দয়া পরিহরি।
এক দুষ্ট হোন্তে সব কুল যাএ চলি।
কিন্তু মহাপাত্রে যদি রাজা দোষী ভাবে।
রাজ্য রক্ষামাত্র তার বাহুর প্রতাপে।
বন্দী করি রাখি তাক না বধি জীবন।
তাহাকে বধিলে বল পাএ শত্রুগণ॥

বন্দী হোন্তে যদি পাপ নাহি শুদ্ধ মন।
তবে সে লইব রাজা তাহার জীবন ॥
সত্যকেতু বোলন্ত যে হএ সেনাপতি।
নৃপতিক সেবিব বুঝিয়া শাস্ত্র নীতি।
শাস্ত্র না বুঝিয়া যদি থাকে নৃপসঙ্গ।
অগ্নিতে পড়িয়া যেন দহএ পতঙ্গ ॥
প্রথমেহ নিরঞ্জন আজ্ঞা না এড়িব।
প্রভু যার ভাগ্য হরে নৃপ কি করিব।
প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কারণ।
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না করিব রণ ॥
চরমুখে শত্রু বার্তা লৈব নিরন্তর।
নৃপতিক জানাইব সে সব উত্তর ॥
নৃপতি কহিতে কথা না হৈব বিমন।
এক মনে এক ধ্যানে শুনিব বচন ॥
শীঘ্রে শীঘ্রে এক করি নৃপতির আগে।
দুইজনে কথা না কহিব কোন পাকে ॥
এক আগে দুই জন কহিলে কখন।
ভাঙ্গএ মিত্রতা রুষ্ট হএ অকারণ ॥
একস্থানে নৃপতিএ কহিতে বচন।
আর জনে উত্তর না দিব কদাচন ॥
যদি বোলে নৃপতিএ না পুছিএ তোকে।
উত্তর দিবারে নারি মরিবেক শোকে ॥
পাত্রগণ সঙ্গে যুক্তি করিতে নৃপতি।
আগে না কহিব বুঝি সভার প্রকৃতি ॥
সভানের মর্ম বুঝি পাছে কহে গুণী।
আগে কহে লোকেরে যে শত্রু হিংসে পুনি ॥
না পুছিতে নৃপতিএ না কহে বচন।
পুছিলে সংক্ষিপ্ত করি কহে নিবেদন ॥
যে কথা লুকাএ রাজা না লইব ওর।
আপনা সম্পদ দেখে না হৈব ভোর ॥
নৃপতিএ বাঢ়াইলে গর্ব না করিব।
আপনারে সর্ব হোন্তে নিকৃষ্ট জানিব ॥
পূর্বপাত্র সকলেরে অবজ্ঞা না করি।
ইতর জানিয়া কোপে রাজা অধিকারী ॥
নৃপতি সমসর গিয়া কর্ম না করিব।
ভক্ষণে বাহনে জান তাহাকে শঙ্কিব ॥
সুসজ্জা করিয়া সৈন্য রাখিব যতনে।
ইঙ্গিত হইলে যেন ধাই যাএ রণে ॥
এক নৃপ মন্ত্রীস্থানে পুছিল যখন।
সৈন্য সজ্জা করিবে কি সঞ্চিবেক ধন ॥
পাত্রে বোলে ধন সঞ্চ ধন হোন্তে লোক।
নৃপ বোলে প্রত্যক্ষ দেখাও তবে মোক ॥
পাত্রে তবে মধু আনি দিল নৃপ আগে।
মধু দেখি মক্ষিকা আইল লাখে লাখে ॥
এক রাত্রি নৃপতিএ মন্ত্রীক জিজ্ঞাসে।
ধন কি অর্জিব সৈন্য রাখিব কি পাশে ॥
বোলে সৈন্য সজ্জা কর ধনে নাহি ফল।
নৃপে বোলে সমস্যা দেখাও মহাবল।
মন্ত্রী আনি মধু রাখে নৃপতি সাক্ষাত।
রাত্রি দেখি এক মাক্ষি না আইল তথাত ॥
নৃপ হোন্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পাএ।
বাম বুদ্ধি হএ সব রাত্রি তম প্রাএ ॥
যুদ্ধকালে ধন দিলে করএ যে রণ।
যুদ্ধ জিনি শত্রুএত হরএ সব ধন ॥
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য।
ধনে সৈন্যে সর্ব ধন রাখে অন্যে অন্য ॥

তৃতীয়াএ[ত্রেতাএ]বোলে আগে মন্ত্রী-পাত্রগণ।
এক মনে স্মরিবেক প্রভু নিরঞ্জন॥
প্রভু সেবা আগে ভএ নৃপে না সেবিব।
যাকে প্রভু না বধিব নৃপে কি করিব॥
এক মহামন্ত্রী স্থানে পুছিলা নৃপতি।
পাত্র-মিত্র যোগ্য কিবা বোল মহামতি॥
মন্ত্রী বোলে চারি নীতি দুই এক কর্ম।
যাবত থাকএ সেই মূর্তিমন্ত ধর্ম॥
নৃপে বোলে মহামন্ত্রী করহ বাখান।
কহিতে লাগিল মন্ত্রী নৃপতির স্থান॥
চারি কর্মে এক কর্ম হৈব সাবধান।
কর্ম কৈলে হএ যেন পশ্চাতে কল্যাণ॥
যে কার্য সঙ্কট তাত হৈব অচেতন।
শাস্ত্রেত সাধুক কর্ম করি সাবধান॥
দাতা হৈয়া সন্তোষিব তপস্বী ভিক্ষুক।
দানে বিঘ্ন যাএ আশীর্বাদ করে লোক॥
এই তিন কর্ম জান পরীক্ষিয়া চাহিব।
কার্যেত কুশল যেই আগে বাঢ়াইব॥
কাল বুদ্ধি অনুসারী দিব প্রত্যুত্তর।
যে শত্রু পিষুন করে প্রবন্ধে তাড়িব।
রাজ্য উপলক্ষ্যে বলে যেন উফারিব।(?)
দুই কর্মে এক কর্ম করি প্রাণ পণ।
কার্য সাধি বাঢ়াইব নৃপতির ধন॥
না হিংসিব প্রজাক পালিব পুত্রতুল।
রাজা প্রজা সন্তোষি রাখিব দুই কুল।
এ কর্ম যে করিলে শুনহ কহি সার॥
কভো নাহি পাসরিব প্রভু নৈরাকার।
যথ কর্ম করে দেখিএ জানিব।
এই দুই পরকারে শত্রু পরাজিব॥
লোক 'পরে 'কর' নিতি নাহি বাঢ়াইব।
সংসারে অযশ মৈলে নরকে পড়িব॥
ভাল ছাড়ি নৃপ স্থানে মন্দ কহে যবে।
সে পাত্র জীবন হোন্তে মৃত্যু ভাল তবে॥
লোক হিত করিবেক মেঘের তুলনা।
সর্ব স্থানে জল যেন বরিখএ ঘনা॥
উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত।
সূর্যের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত॥
যথ কিছু ভাল করে সব আপনার।
ভাল কৈলে ভাল পাএ মন্দে মন্দ তার॥
দুঃখিতেরে কৃপা করিবেক ভাল মতে।
তার দুঃখে কৃপা যেন করে আন মতে॥
সব রাত্রি না থাকিব চন্দ্র হোন্তে দীপ্তি।
অধৈর্য না হইলুম অমাবস্যা রাত্রি॥
দুষ্টজন হিংসা হোন্তে প্রজাক পালিব।
গোধন সদৃশ প্রজা নিশ্চএ জানিব॥
রক্ষক সদৃশ প্রাএ নৃপতি ঈশ্বর।
সিংহ-ব্যাঘ্র-সম জান দুর্জন বর্বর॥
সেই সে দুর্জন মূঢ় পড়ি নিদ্রা যাএ।
গোঠে পশি শার্দূলে গোধন ধরি খাএ।
ঈশ্বরে লাঘব করে পাএ অপমান।
যেন প্রজা না পালিয়া পাত্র হএ জান॥
ভিন্ন জনে ভাল মতে না করি বিচার।
নৃপ স্থানে না কহিব প্রশংসা তাহার॥
না বিচারি তাক যদি নৃপক ভেটাএ।
পাছে সেই মন্দ হৈলে পাত্র লজ্জা পাএ।

যেই বস্তু উপরে রাজার যাএ মন।
সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন॥
নৃপ আগে আপনাক এমত জানিব।
ইঙ্গিতেহি ধন-প্রাণ নৃপ আগে দিব॥
নৃপতির ধন লোভে না করিব মন।
ধন পত্নী সমতুল জানে বুধজন॥
ধন খাই অন্যায় কদাপি না বুঝিব।
নৃপেহ দণ্ডিব মৈলে নরকে পড়িব॥
যদি কেহ নৃপ চর্চা কহে আসি আগে।
সেই ক্ষণে শীঘ্রগতি দণ্ডিব তাকে॥
যদিবা না দণ্ডে তাকে নিষেধ করিব।
যদ্যপি না পারে এহ তথা না থাকিব॥
কাক যদি নৃপতির কোপ থাকে মন।
নহে অপবাদী হই থাকে সেইজন।
তান সঙ্গে হাসি-রসি কথা না কহিব।
না বসিব পাশে, তাকে নাহি প্রশংসিব॥
নৃপ মন বুঝিয়া করিব নিবেদন।
যে না বুঝি মন বোলে অকারণ॥
নৃপকার্য লক্ষ্যে নিজ কার্য নিবেদন।
যে করিতে পারে তাকে বোলে বুধজন॥
বহুলোক নিবেদনে না করিব দুঃখ।
ভাগ্যবন্ত দেখি তাক নিবেদিব লোক।
বিষয় জানিবা জান নিশির স্বপন॥
শীঘ্রে বাঢ়াইব ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ॥
যদি তোর হস্ত হোন্তে বিষয় খণ্ডিল।
যাবৎ জীবন মনে এ দুঃখ রহিল॥

যদি নৃপ নহে-যুক্তি কহে কদাচন।
সে যুক্তিএ রাজ্য নষ্ট নষ্ট হএ ধন॥
তথাপি সভার মাঝে না বলিব ভাল।
গোহারী[১] করিলে পাছে ঠেকএ জঞ্জাল॥
বিরলেত ভক্তি করি নিষেধ করিব।
বলাবল কথা নৃপ স্থানে না যাইব॥
পুত্র সম মিত্রজন রাখিবেক কাছে।
পুত্র হোন্তে ধিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে॥
নিজ কার্য হেতু রাজ-কার্য না এড়িব।
যে কার্য দিয়া থাকে প্রাণান্ত করিব॥
এক পাত্র স্থানে পুছে একেক উত্তর।
কিসেরে না কর পাত্র উঞ্চ দিব্য ঘর॥
পাত্রে বোলে দুই ঘর আহ্মার সংসারে।
সম্পদের ঘর মোর জান রাজ-দ্বারে।
যথাত করিব বসি লোকের বিচার।
এহা হোন্তে ভাল ঘর কিবা আছে আর॥
বিপদের ঘর যে কহিতে বাঢ়ে দুঃখ।
যে ঘরেত বন্দী থাকে অপরাধী লোক॥
ত্রেতাএ কহিল যদি এ সব বচন।
দ্বাপরে কহন্ত তবে ভাবি নিজ মন।
নৃপতির পরিবার যথ পাএ গণ।
তার উপদেশ কহি শুন সর্বজন॥

নৃপতিক সন্তোষিতে আন মন না করিব।
নিরঞ্জনে কুপিলে নৃপতি কি করিব॥

---

১ গরিহ

প্রাণ সম পাত্র মিত্র রাখিবেক কাছে।
পাত্র হোন্তে ধিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে ॥
যেন 'সূর্যবীর্য' 'বুদ্ধিমন্ত' দুই জন।
প্রাণপণ কৈল প্রাণ-মিত্রের কারণ ॥
সত্যকেতু পুছে কহ অপূর্ব কাহিনী।
ত্রেতাএ কহন্ত পুনি নিজ মনে গুণী ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমৃতের ধার ॥

॥ সূর্যবীর্য ও চন্দ্ররেখা উপাখ্যান ॥

সূর্য বংশে ভগীরথ অযোধ্যার পতি।
তান ভার্যা রূপবতী যেন কামরতি ॥
স্রোত নামে হৈল তান মুখ্য-পুত্র বর।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত মহা ধনুর্ধর ॥
হইল কনিষ্ঠ পুত্র সূর্যবীর্য নাম।
বলবন্ত বীর্যবন্ত রূপে জিনি কাম ॥
সুবুদ্ধি পাত্রের সুত 'বুদ্ধিমন্ত' নাম।
কুমারের অনুরূপ মিত্র অনুপাম ॥
উপাধ্যার স্থানে রাজা দিলা পড়িবার।
পড়িল বিবিধ শাস্ত্র বাক্য অলঙ্কার ॥
একদিন নৃপতিএ করিল আদেশ।
রূপবতী করি শ্লোক রচিতে বিশেষ ॥
নম্রশির লাজে কিছু না দিলা উত্তর।
কোপে গালি পাড়ে ভগীরথ নৃপবর ॥
শাস্ত্র না জানিলে মূঢ় কুপত্র জন্মিলে।
সূর্য বংশে মোহর যে অকীর্তি অর্জিলে ॥
মৃত্যুকালে পণ্ডিতে বিবিধ কাব্য করে।
সভা মধ্যে উত্তর না দিলে ভুঞ্জি মরে ॥
পণ্ডিত হইয়া যদি না জানে উত্তর।
দীপ্তিহীন মণি যেন না লাগে সুন্দর ॥
না পারে যে নর ঠাঁই উত্তর দিবারে।
কাঁচেত সুবর্ণ বেড়ি রত্ন যেন জড়ে ॥
এ বলিয়া ঘরে পশিল নরনাথ।
কান্দি কান্দি গেল বীর সখার সাক্ষাৎ ॥
শুন সখা বিদেশ-দণ্ড হৈল আহ্মি।
কহ সখা মোর সঙ্গে যাইবা কিবা তুহ্মি ॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে যে বাপধিক গুরুজন।
বাপ বোলে মাতৃ রাম করিল নিধন ॥
বাপ গালি হোন্তে না ভাবিঅ দুঃখ মন।
বাপ মাও সন্তোষ, সন্তোষ নিরঞ্জন ॥
পুনি বোলে প্রতিজ্ঞা করিল বীর মনে।
হরে গৌরী দান করে প্রতিজ্ঞা কারণে ॥
রাজা হৈয়া যাহার প্রতিজ্ঞা নাহি রহে।
অশুদ্ধ সুবর্ণ যেন দহে নাহি সহে ॥
নিশ্চএ যাইব আহ্মি শুন সখা সার।
যাইবা কি না যাইবা দেঅ যে উত্তর ॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে যবে কণ্ঠে থাকে প্রাণ।
সখা আহ্মি তোকে না ছাড়িব দৃঢ় জান ॥
তবে দুই সখা করি অশ্বে আরোহণ।
হাতে ধনুর্বাণ প্রবেশিল মহাবন ॥
হেথা পুত্র হারাইয়া নৃপ ভগীরথী।
বিস্তর কান্দিলা নিজ পত্নীর সঙ্গতি ॥
পাত্র সব আদেশিলা চাহিবারে বন।
এথা বহুদূরে গেলা সেই দুইজন ॥

ভ্রমিতে দণ্ডক বন গেলা এক দেশ।
মণিপুর নামে লঙ্কা-সম সবিশেষ॥
মণিচন্দ্র নামে রাজা সে দেশে আছিল।
ভীষণ রাক্ষস মণিচন্দ্রকে বধিল॥
রাজ্যের সকল লোক করিল নিধন।
রাজ-মাতা দেখি মনে চিন্তিয়া ভীষণ॥
সতী নারী সুভদ্রাক মনে করি ভএ।
মাও করি রাখিলেক ভীষণ দুর্জএ॥
রাজকন্যা চন্দ্ররেখা অতি সুকুমারী।
নন্দিনী করিয়া রাখে মনে কৃপা করি॥
আন রাজ্যে গেল চলি ভীষণ দুর্মতি।
চন্দ্ররেখা থাকে পিতামহী সঙ্গতি॥
বৎসরেত একবার আসি নিশাচর।
দুইজনা চাহি পুনি যাএ দেশান্তর॥
শিশুকাল গঞি কন্যা সম্পূর্ণ যৌবন।
বন মধ্যে আছে যেন অমূল্য রত্তন॥
তথা গিয়া দুই সখা ভ্রমি সর্বদেশ।
শূন্য দেশ দেখি মনে উদ্বেগ বিশেষ॥
রাজপুরী প্রবেশিয়া দেখে বৃদ্ধতমা।
বৃদ্ধকালে দেখে যেন কনক প্রতিমা॥
নিকটে চলিয়া গেলা সখা দুইজন।
দেবী কহে যেন মতে রাজার নিধন॥
খাইলেক রাক্ষসে রাজ্যের যথ লোক।
পৌত্রী সঙ্গে দয়া করি রাখিলেক মোক॥
বৎসরে বারেক আসি চাহে নিশাচর।
কিসকে আইলা বাছা এদেশ ভিতর॥
প্রণামিয়া দুই সখা বলে করজোড়।
বধিব রাক্ষস দেবী প্রসাদে তোহর॥

এথ শুনি সুভদ্রাএ হরষিত মন।
ভুঞ্জাইল সখা দুই বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ভোজন করিয়া তবে সখা দুইজন।
ক্ষণেক যাইয়া নিদ্রা লভিল চেতন॥
দেশ ভ্রমিবারে যাএ অশ্বে আরোহিয়া।
কহন্ত সুভদ্রা দুই সখা সম্বোধিয়া॥
তিনদিকে বেড়াইঅ নৃপতি নন্দন।
না যাইবা দক্ষিণ দিকেত কদাচন॥
দক্ষিণেত এক যোগী মায়াবীত আছে।
মন্ত্রবলে দর্পণের নারী সৃজিআছে॥
সহজেই মায়াবীত নানা মায়া করে।
যে দেখে সে-রূপ ফিরি আসিতে না পার॥
রাজপুত্র আইল সেই নারীক দেখিতে।
দেখিয়া মুহুশ্চিত হৈল নারিল আসিতে॥
পাইতে খেচর সিদ্ধি যোগী পাপাশএ।
বন্দী করি থুইল সেই রাজার তনয়॥
আর এক রাজপুত্রে যোগী পাএ যবে।
সব বলি দিয়া হর পূজিবেক তবে॥
যদি সে দক্ষিণে যাও সে কন্যার পাশ।
মায়া মোহি রহিবা হইব সর্বনাশ॥
সুভদ্রাক প্রণামিয়া সখা দুইজন।
সর্বদেশ বেড়ায়ন্ত হরষিত মন॥
উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব বেড়াইলা যবে।
সখা প্রতি সূর্যবীর্য বলিলেক তবে॥
চল সখা দক্ষিণে দেখিএ কি আছএ।
আছএ সুন্দর কন্যা মোর মনে লএ॥
আপনার পৌত্রী মোকে দিবারে বোলএ।
সুভদ্রা ভাণ্ডিল মোকে হেন মনে লএ॥

দর্পণের মনুষ্য বা কেমনে সৃজিব।
যদ্যপি প্রবালে করে সে কেনে হাসিব।
বুদ্ধিমন্ত বোলে সখা না হএ উচিত।
সতী সুভদ্রারে বাক্য এহি নাহি হিত॥
সখা-বাণী না আদরি রাজার কুমার।
চাহিতে দক্ষিণ দিকে চলিল সত্বর॥
সচিন্তিতে পাছে যাএ মন্ত্রীর নন্দন।
দক্ষিণে ভ্রমিতে দেখে এক বৃন্দাবন॥
তার মাঝে এক ঘর সুবর্ণ নির্মিত।
ঘর মধ্যে সিংহাসন রত্নে বিরচিত॥
সিংহাসনে বসি আছে সুন্দর কুমারী।
ত্রিলোক মোহিনী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
কামভাবে গেল তার কাছে নৃপবর।
মরমে মারএ সান্ধি কাম পঞ্চশর॥
অশ্ব এড়ি বসিল কুমার সিংহাসন।
ঈষৎ হাসএ বালা সভঙ্গে নয়ন॥
কামভাবে ধরিবারে চাহএ কুমার।
ধরিতে অন্তর হএ নারে ধরিবার॥
হাসি হাসি মায়ামতী খেলে পাশা সারি।
মুহুশ্চিত কুমার রহিল মুখ হেরি॥
বুদ্ধিমন্ত পাত্র সুত না যাএ নিকট।
অশ্বের নিকট থাকি চিন্তএ সঙ্কট॥
সখা সখা বলি ডাকে মন্ত্রীর নন্দন।
উত্তর না দেয়ন্ত নৃপ ভাবে অচেতন॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে স্মর সুভদ্রা বচন।
এই সে মায়ার কন্যা ভাবি চাহ মন॥
এথেকেহ নৃপ সুত না দিল উত্তর।
পুনি গঞ্জি পাত্রবর ডাকে উচ্চস্বর॥
নৃপে বোলে যাও সখা যথা তোর মন।
না পাত জঞ্জাল সখা ধরহোঁ চরণ॥
পুনি পুনি পাত্র সুতে বহুবিধ কহে।
না কহে সিদ্ধান্ত বীর ফিরিয়া না চাহে॥
প্রভাতে আইল বেলি শেষ হই গেল।
মনে মনে গুণে পাত্র পরমাদ ভেল॥
সন্ধ্যাএ আসিয়া যোগী করিব নিধন।
এ বুলিয়া কান্দে পাত্র শোক ভাবি মন॥
নিকটে না যাএ রূপ-মোহ হএ করি।
তেকারণে সখাক আনিতে নারে ধরি॥
বুদ্ধি করি বুদ্ধিমন্ত চলিল সত্বর।
সুভদ্রার আগে গিয়া কান্দে উচ্চস্বর॥
তোহ্মার আদেশ দেবী করিয়া লঙ্ঘন।
মায়াএ মোহিত হৈল নৃপতি নন্দন॥
সুভদ্রা এ বোলে পাত্র ছোড় মিত্র আশ।
দৈবহি যোগীর হাতে হইল বিনাশ॥
সুভদ্রার বাক্য জান ঘাএত লবণ।
মিত্র মিত্র বলি পাত্র হারাল চেতন॥
অস্তে ব্যস্তে সুভদ্রাএ গাএ বাউ করে।
কন্যাকে ডাকিল জল আনিয়া দিবারে॥
পিতামহী হাতে জল কন্যা আনি দিল।
জ্ঞান লভি পাত্র সুতে কুমারী দেখিল॥
আচম্বিত চন্দ্র যেন দেখে মহী তলে।
দেহকান্তি দেখিলেন্ত ধরণী উজলে॥
চিন্তি পাত্রে মোহে ধরি সুভদ্রার পাএ।
তোহ্মার প্রসাদে দেবী মিত্র রক্ষা পাএ॥
ভগীরথ পুত্র বীর সূর্য বংশোদ্ভব।
তান সঙ্গে সম্বন্ধ না হএ অসম্ভব॥

যোগী হোন্তে করিয়া তাহান পরিত্রাণ।
নিজ পৌত্রী চন্দ্ররেখা তাত কর দান॥
যোগীর মায়ার কন্যা যেন রূপবতী।
দশগুণ হএ রূপ চন্দ্ররেখা সতী॥
আজ্ঞা কর তথা লই রাজার কুমারী।
দেখিলে আসিব কন্যা মায়াবতী ছাড়ি॥
এথ শুনি সুভদ্রাএ কৈলা অঙ্গিকার।
আজ্ঞা দিলা তথা চন্দ্ররেখা যাইবার॥
যখনে দেখিল কন্যা রাজার কুমার।
সেই ধরি দগধে পাপিষ্ঠ পঞ্চশর॥
আর পিতামহী আজ্ঞা দিলেক যাইতে।
অশ্বে চড়ি চন্দ্ররেখা চলিল ত্বরিতে॥
কামভাবে রাজকন্যা অশ্ব চালাএ বেগে।
কান্দিয়া কান্দিয়া বুদ্ধিমন্ত ধাএ আগে॥
দেখিলেক গিয়া কন্যা বিরলে বসি সঙ্গে।
হাসি হাসি পাশা খেলে অতি মনোরঙ্গে॥
ধরিতে মায়ার কন্যা অন্তরীক্ষ[১] হএ।
দেখিয়া কুমার দেহ কামানলে দহে॥
কাছে গিয়া বুদ্ধিমন্তে ডাকে উচ্চস্বর।
হের আম্মি ডাকি সখা অবধান কর॥
না কহে সিদ্ধান্ত বীর কান্দে পাত্র মণি।
বিস্তর পাড়িয়া গালি গর্জে পুনি পুনি॥
রম্ভা-ভাবে দেখ মধুকৈটভ বিনাশ।
গৌরী হেতু মহেশ সর্বাংশে হএ নাশ॥
ইন্দ্র-চন্দ্রে লজ্জা পাএ নারীর কারণ।
নারীরূপে মগ্ন নহে বুদ্ধিমন্ত জন।

মায়াবীত ছাড়িয়া সখারে চাহ ফিরি।
চন্দ্ররেখা চন্দ্রমুখী রাজার কুমারী॥
এথ শুনি চাহে বীর আড় আঁখি করি।
দেখিল সুরূপ কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দূর যেন সূর।
অপরূপ বিশেষক[২] যেন রাহু কর।
বেঢ়িয়া কানড় খোপা কুন্তল রচিত।
মেঘে ঝাপি তারাগণ রহে বিপরীত॥
খোপা বেঢ়ি মুক্তা দাম ঝিলি-মিলি করে।
তমসী রজনী মেহু বিজুলি সঞ্চারে॥
অপরূপ ভুরু ফণী ধরিল গরুড়।
গজ মুক্তা শোভে নাশা খগচঞ্চু তুল॥
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভুরু ফণী।
দেখি শুভদিন হেন মানে নৃপমণি॥
বান্ধুলি অধর পরে মুকুতা দশন।
তাত অপরূপ ঝরে অমিয়া বচন॥
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পয়বলি।
চন্দ্রে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি॥
অপরূপ কম্বুকণ্ঠে শোভে মুক্তা হার।
সুরুচির অলি বীর রহে গঙ্গা ধার॥
সুবলিত বাহুলতা রক্ত করতল।
অপরূপ মৃণালেত এ থল কমল॥
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ।
কাম পঞ্চবাণে জিনে অঙ্গুলির ঠাম॥
তাত অপরূপ বড় চান্দ পাঁতি পাঁতি।
সলজ্জিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি॥

---

১ অন্তরীক্ষ—'শূন্য বা অদৃশ্য' অর্থে ২ বিশেষক—তিলক

হেম লতা সমতল কুচ গিরি ধরে।
অপরূপ ক্ষীণ মাজা ভারে ভাঙ্গি পড়ে॥
নাসা বলি সর্ব জনে মনে ভাএ ভএ।
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এড়ি ধাএ।
ধাইতে না পারে ভএ গিরি মাঝে গড়ে।
বিষ ভএ খগপতি নাগ নাহি ধরে॥
নিঃসর নিশুম্ভ বাম সিংহাসন চারু।
বিপরীত সে রাম-কদলি উরু চারু॥
অঙ্গুলি চরণ ফণী চম্পক কমল।
হেম-কান্তি দেহ মৃগমদ পরিমল॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করেত কঙ্কন।
পরিধানে পাটাম্বর নানা আভরণ॥
নূপুর চরণে বাজে সে গজ-গামিনী।
মৃদু মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী॥
ভুরু ধনু অঞ্জনে রঞ্জিত চাপগণ[১]।
হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন॥
অপরূপ দেখি ধান্ধা রাজার কুমারী।
কিবা রতি সীতা সতী হরের যে গৌরী॥
দেখি রবি-রথ রহে. মুনি তপ ছাড়ে।
দেখি মুহুশ্চিত বীর আপনা পাসরে॥
ধৈর্য ধরি সূর্যবীর্য শুন প্রাণ মিত।
আপনে আনিলা নারী তোহ্মার উচিত॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে আহ্মি যোগ্য নহি তার।
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার॥
আপনার পত্নী সখা করহ গ্রহণ।
ছোড় মায়াবীত সখা ধরহোঁ চরণ॥
একে চাএ আরে পাএ মৃত কণ্ঠে সুধা।
অচাখা[২] অমৃত ফল জাত থাকে হুধা[৩]॥
অস্তে ব্যস্তে গেল বীর চন্দ্ররেখা পাশ।
নাচে বুদ্ধিমন্ত মনে কুতুহল হাস॥
পাত্রে বোলে দিন গেল না ভেল চেতন।
এথ দূর চন্দ্ররেখা আনিতে কারণ॥
নৃপে বোলে তিলেক আছিল মনে লএ।
তোহ্মার প্রসাদে সখা ঘুচিল সংশয়॥
কন্যা লই অশ্বে তবে আরোহে কুমার।
বুদ্ধিমন্ত উঠিল তুরঙ্গে আপনার॥
সুভদ্রা গোচরে চলি গেলা তিনজন।
প্রণমিয়া কহিলা সকল বিবরণ॥
তবে দেবী সুভদ্রা চাহিয়া শুভক্ষণ।
চন্দ্ররেখা দান কৈলা কুমারের স্থান॥
চন্দ্ররেখা সঙ্গে নৃপ গেলা বাসা ঘরে।
বুদ্ধিমন্ত রহিলেক সুভদ্রা গোচরে॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার।

---

১ চাপগণ—ধনুরাশি ২ এচকি ৩ হুধা—শুধু, অনর্থক

॥ সম্ভোগ ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

প্রথম শৃঙ্গার বালা চন্দ্ররেখা শশীকলা।
লাজে অবনত নম্রশির।
করে ধরি নৃপবর বৈসাএ উরুর পর
কামবাণে হইল অস্থির ॥
হৃদএ হৃদএ জড়ি গাঢ় আলিঙ্গন করি
বিমুড়িয়া কুচ ঘন পীন।
যেন হেমগিরি' পরে গৈরিক নির্ঝর ঝরে
আলখ (অলক্ত) নখের দিল চিন ॥
অধরের মধু পিএ যে স্বাদে রমএ প্রিএ
পদ্মে জেন ভুখিল ভ্রমর।
দশন মুকুতা কারি তোষএ সত্বর আড়ি
এক করি অধরে অধর ॥
চন্দ্ররেখা গৌর দেহা দেখি দেখি বাঢ়ে নেহা
নৃপসুত নবঘন শ্যাম।
হৃদএ হৃদএ এক করি মোহন অনঙ্গ কেলি
নীলমণি জড়িল কাঞ্চন ॥
চুম্বিল কজ্জল কেশ চুম্বএ কপাল দেশ
রাহুএ গ্রাসিল শশী কলা।
কুমারী মধুর ভাষে ঈষত ঈষত হাসে
যেন চলে চঞ্চল চঞ্চলা ॥
পুনি চন্দ্ররেখা বালি ভুরুধনু করি বালি
কটাক্ষ বিশিখ ঘন হানে।
উল্লাসি কুসুম ধনু কামবাণে পুন পুন
দোঁহকে বিদ্ধএ পঞ্চবাণে ॥
কামে বিচলিত মন নৃপসুত অচেতন
উরু উরু জড়ি কেলি করে।
বসিয়া মদন খাটে যাইয়া বিরহ ঘাটে
মজি গেল রসের সাগরে ॥
জঘন জঘন আড়ি হৃদে হৃদে এক করি
অন্যে অন্যে চুম্বএ বদনে।
ক্ষেণে রাহু পিএ শশী ক্ষেণে বিপরীত হাসি
চান্দে গিলে শৃঙ্গার নন্দনে ॥
পাএ ধরি নরপতি কাকুতি করএ অতি
কর প্রিএ রতি বিপরীত।
চন্দ্ররেখা চন্দ্রমুখী পতির আদেশ রাখি
বিপরীত করে আনন্দিত ॥
বিপরীত রণ ভেল লাজ-ভএ দূরে গেল
স্বামী মুখ চুম্বএ সঘন।
যেন অভিনব শশী রাহুএ গিলএ আসি
বিপরীত বিধির ঘটন ॥
সঘন তাড়নে রামা চন্দ্ররেখা অনুপামা
শ্রম পাই বহে ঘন শ্বাস।
শ্রমপুরে ঘর্মবিন্দু সুধা ক্ষেপে মুখ ইন্দু
দেখি মন অধিক উল্লাস ॥
হৃদের কাঞ্চুলি ফাড়ি করে কুচ কুম্ভ মুড়ি
কুমারে করএ আলিঙ্গন।
ছিণ্ডিল মুকুতাহার খসিল কুন্তল ভার
কেশ আগে ঝরে পুষ্পগণ ॥
বিপরীত রণ দেখি সহজে চকোর পাখী
একেবারে রাহুএ গরাসে।
সিন্দুর দিনেত শশী বদন ঝাঁপিল আসি
চিকুর-রাহুএ চারিপাশে।

চকিত চঞ্চল অক্ষি সহজে চকোর পক্ষী
মিত্র শোকে জগমগি ভেল।
চান্দ দেখি রাহু কোলে কেশে পুষ্প মুদ্রা উলে
ভএ ঠাঁই ঠাঁই হই গেল ॥
তাত অপরূপ বরে হেমলতা গিরি ধরে
হেমলতা কুচগিরি সরে।
ভার দোলে নিরন্তরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে
কাঞ্চুলি বিহীন কুচ ভারে ॥
দেখি বিপরীত রণ ভঙ্গ দিল সে মদন
তেজিয়া কুসুম ধনুর্বাণ।
ঊনবিলা গিরিবালা চন্দ্ররেখা শশীকলা
শিখিনীত দেহ কম্পমান ॥
কঙ্কন বিজএ গাজে চরণে নূপুর বাজে
বিপরীত জয় জয় ধ্বনি।
ভঙ্গ দিল কামরাএ বিজয় বাদিত্র বাহে
বিপরীত বিপরীত পুনি ॥
সিন্দূরে ভাসিয়া গেল কজ্জল লোলিত ভেল
চান্দ মুখে কলঙ্ক পরশে।
অধর বিরস ভেল বেশ সব দূরে গেল
অভিমানে পাটাম্বর বাসে ॥
সন্তোষে হরিষ মতি পাখালিয়া শীঘ্রগতি
পুনি সব করাইল বেশ।
মোহাম্মদ খানে ভণে শুনি গুণিগণ মনে
আনন্দে আনন্দ সবিশেষ ॥

॥ সূর্যবীর্যের স্বদেশ যাত্রা ॥

(খর্ব ছন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
চন্দ্ররেখা সূর্যবীর্য যেন কামরতি ॥
শুভক্ষণে চন্দ্ররেখা হৈল গর্ভবতী।
দশমাস দশ দিন হইল পূর্ণিতি ॥
প্রসবের কাল যদি হইল নিকট।
বোলন্ত সুভদ্রা দেবী গুণিয়া সঙ্কট ॥
বৎসরেক পূরিল আসিব নিশাচর।
চল নিজ দেশে যাও নৃপতি কুমার ॥
সূর্যবীর্য বোলে মোক কা'ক নাহি ভএ ॥
বধিব রাক্ষস দেবী না শুণ সংশএ ॥
দেবী বোলে বালক না বুঝ বলাবল।
বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখণ্ডল ॥
বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার।
যুক্ত নহে যুদ্ধ চল দেশে আপনার ॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে যদি নিষেধঅ রণ।
আপনা নাত্নী সঙ্গে চলহ আপন ॥
দেবী বোলে যাবৎ না বধি পুত্র বৈরী।
শুন বুদ্ধিমন্ত আহ্মি যাইতে না পারি ॥
ক্ষেত্রীকুলে জন্মি বৈরী যে নাহি উদ্ধারি।
ক্ষেত্রীকুল মহাজনে তাক না আদরি ॥
পুনি পুনি দুই সখা বিস্তর কহিল।
প্রতিজ্ঞা করিল দেবী আনিতে নারিল ॥
আজ্ঞা দিলা চন্দ্ররেখা সঙ্গে যাইবার।
তবে পিতামহীরে করিলা পরিহার ॥

মুখে চুম্বি সুভদ্রাএ কহে বহু নীতি।
কথঞ্চিৎ পতি সঙ্গে চলিলেন্ত সতী ॥
দেবী প্রদক্ষিণ করি চলে তিনজন।
কন্যা সঙ্গে অশ্বে উঠে নৃপতি নন্দন ॥
নিজ অশ্বে আরোহিল পাত্রের কুমার।
রাজ্য এড়ি প্রবেশিল বনের মাঝার ॥
সর্বদিন হাটন্ত রহন্ত রাত্রিকালে।
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্যা লই কোলে ॥
হাতে খড়্গ অর্ধরাত্রি জাগে পাত্রবর।
শেষ অর্ধরাত্রি জাগে পুনি পাত্রবর ॥
এই মত উদ্দেশি যায়ন্ত নিজ দেশ।
আর দিন পন্থশ্রম পাইয়া বিশেষ ॥
দিনশেষে রহিলেক বট-বৃক্ষ তলে।
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্যা লই কোলে ॥
বাসা করি রহিয়াছে মন কুতুহলে।
তাত রাজপুত্র-বর বধূ করি কোলে ॥

।। গৃধ-গৃধিনীর কথোপকথন ।।

গৃধিনী বোলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি।
সাধু পাত্র একসর বনে রহে জাগি ॥
ঘোর অন্ধকার রাত্রি জাগে একসর।
মিত্র চারি পাশ ফিরে হাতে ধনুশর ॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ করে অকারণ।
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন ॥
গৃধিনী বোলএ কেনে মরিব কুমার।
গৃধ বোলে দেশে যদি যাএ আপনার ॥
শুনি তার বাপ ভগীরথ নরপতি।
দিয়া পাঠাইব অশ্ব পবনের গতি ॥
যদি সেই অশ্বে উঠে কুমার দুর্জএ।
অশ্ব হোন্তে পড়ি বধ হইব নিশ্চএ ॥
গৃধিনী বোলএ গৃধ কৃপা কর মোরে।
কহ কোন্ বুদ্ধিএ কুমার নাহি মরে ॥
গৃধে বোলে যদি মিত্রে এক কর্ম করে।
যাবৎ কুমার সেই অশ্বেত না চড়ে ॥
শীঘ্রে গিয়া কাটিব অশ্বের চারিপদ।
রহিব কুমার তবে ঘুচিব আপদ ॥
কিন্তু এই কথা সব যদি কদাচন।
আর মনুষ্যেরে কহে পাত্রের নন্দন ॥
অঙ্গের চতুর্থভাগ পাষাণ হইব।
জানু-সম শিলা হই চলিতে নারিব ॥
এথ কহি দোন পক্ষী নিঃশব্দে রহিল।
একমনে পাত্র সুতে সকল শুনিল ॥
দ্বিতীয় প্রহর জাগে লই অস্ত্র পাণি।
বনজন্তু মারে দিব্য দিব্য বাণ হানি ॥
এই মত নিশাভাগ গঞি গেল যবে।
গৃধে সম্বোধিয়া শীঘ্রে গৃধিনী বোলে তবে ॥
দেখ প্রভু সাধু সাধু মন্ত্রীর নন্দন।
মিত্রের নিমিত্ত নিজ প্রাণ করে পণ ॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ নিষ্ফল হইব।
রাখিতে নারিব তবে নিধন হইব ॥
পুছিল গৃধিনী যদি কহে গৃধবর।
যদি অশ্ব কাটিয়া যে পাড়ে মিত্রবর ॥
পুত্রবধূ ঘরে নিয়া নৃপ ভগীরথী।
ভুঞ্জিতে 'ভুঞ্জন' দিব হরষিত মতি ॥

খাইলে প্রথম গ্রাস কুমার মরিব।
কিন্তু মিত্র এক কর্ম তখনে করিব॥
খাইতে প্রথম গ্রাস রাজার কুমার।
করঘাত হানি মিত্রে ফেলিব সত্বর॥
বুদ্ধিমন্তে পারে যদি এথ করিবার।
রাখিতে না পারে কেনে মিত্র আপনার॥
কিন্তু এক কথা যদি কার স্থানে কহে।
অর্ধ অঙ্গ পাষাণ নিশ্চএ তার হএ॥
এথ শুনি পাত্র-পুত্র সচিন্তিত মন।
তথাপিহ সূর্যবীর্য না ভেল চেতন॥
পন্থশ্রম নিদ্রা যাএ নৃপতি সন্ততি।
স্নেহভাবে না চেতাএ পাত্র শুদ্ধমতি॥
তৃতীয় প্রহর আগে বনে একসর।
সিংহ-ব্যাঘ্র ভএ মনে অতি ঘোরতর॥
গৃধিনী বোলে মোর কথা শুনহ প্রাণনাথ।
হেন মিত্র ভাব বোল শুনিছ কোথাত॥
সাধু সাধু বুদ্ধিমন্ত ধন্য তার কুল।
সংসারেত মিত্র নাহি তার সমতুল॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভএ মনে জাগে একসর।
সেহভাবে না জাগাএ নৃপতি কুমার॥
নৃপে বোলে এথ দুঃখ করি নাহি কাজ।
তথাপি মরিব সূর্যবীর্য যুবরাজ॥
গৃধিনী বোলএ প্রভু করি পরিহার।
কি হেতু মরিব বোল কেমতে উদ্ধার॥
গৃধী বোলে দুই দশা এড়াইল যবে।
নৃপতিএ বাসাঘর নির্মি দিব তবে॥
সেই ঘরে প্রবেশিতে নৃপতি নন্দন।
গৃহ দহি নারী সঙ্গে পাইব নিধন॥
যদি মিত্র আগে গিয়া দহে সেই ঘর।
তবে সে এড়াএ সূর্যবীর্য ধনুর্ধর॥
এথ সব কথা যদি পাত্রের কুমার।
নরলোক স্থানে কহে না করি বিচার॥
কণ্ঠ সম শিলা তার হইব নিশ্চএ।
দেবতুল্য মোর বাক্য কভো না লড়এ॥
এথ শুনি বুদ্ধিমন্ত কান্দে শোক মন।
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘাএত লবণ॥
চতুর্থ প্রহর পুনি জাগে এক সর।
ঘূর্ণিত যুগল আঁখি শরীর ঝামর॥
পুনি বোলে গৃধিনীএ গৃধ সম্বোধিয়া।
দেখ মিত্র বলি' মিত্র রহিল জাগিয়া॥
গৃধ বোলে সঙ্কট তথাপি বড় আছে।
যদি মিত্র রাখিবারে না পারএ পাছে॥
গৃধিনী বোলএ কহ ধরম চরণে।
রাখিতে পারিব মিত্র কিসের কারণে॥
গৃধ বোলে তিন দশা এড়াইল যবে।
আর গৃহ নির্মি দিব নৃপতিএ তবে॥
সেই গৃহে কুমার কুমারী দুইজন।
সিংহাসনে শুতিবেক নিদ্রা অচেতন॥
নিশা ভাগ কালে এক নাগ আচম্বিত।
ফটিকের স্তম্ভ বাহি নামিব তুরিত॥
নাগে দংশি কন্যা সঙ্গে বধিব কুমার।
গৃধিনী বোলএ কহ কেমনে উদ্ধার॥
গৃধ বোলে খড়্গ লই গরুড় আকৃতি।
শিহরে রহিব জাগি মিত্র সেই রাত্রি॥
স্তম্ভেত নামিতে নাগ সেই খড়্গ ধরি।
সত্বরে কাটিব নাগ সপ্ত খণ্ড করি॥

বুদ্ধিমন্ত এথ যদি পারে করিবার।
রাখিব আপনা মিত্র রাজার কুমার॥
আহ্মার যথেক কথা বুদ্ধিমন্তে শুনে।
এসব বৃত্তান্ত যদি কহে কার স্থানে॥
সর্বাঙ্গ পাষাণ তান হইব নিশ্চএ।
এ বলিতে হই গেল প্রভাত সমএ॥
তবে চেতাইয়া সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
সলজ্জিতে মিত্রক গঞ্জিলা বহুতর॥
পন্থশ্রমে তোহ্মার যে নাহিক চেতন।
বনে আসি এথ দুঃখ পাও কি কারণ॥
তবে তথা হোন্তে সূর্যবীর্য দুইজন।
দিনে দিনে লঙ্ঘি যাএ দণ্ডক কানন॥
আর বৃন্দাবনে গেলা সরোবর তীরে।
সখা সঙ্গে রহিলেক সূর্যবীর্য বীরে॥
গর্ভের সম্পূর্ণকাল যদি সে হইলা।
হইল প্রসবকাল কুমারী কহিলা॥
শুভদিনে শুভক্ষণে প্রসবিল বালা।
পুত্র এক উপজিল যেন চন্দ্রকলা॥
চন্দ্রবীর্য হেন নাম জনকে ধরিল।
মাস এক বৃন্দাবনে কৌতুকে রহিল॥
বন-মৃগ মারি মাংস আনে পাত্রবর।
ফলাফল আনিয়া জোগায় নিরন্তর॥
কন্যা যদি সুস্থ হৈল চলিলেন্ত পুনি।
কথকালে পাইলা অযোধ্যা রাজ্য ধনি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার॥

॥ বুদ্ধিমন্তের অদ্ভুতাচরণ ॥

(খর্ব ছন্দ)

চরমুখে শুনি ভগীরথ নরপতি।
বিস্তর উৎসব কৈলা হরষিত মতি।।
পাত্রমিত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার।
আপনেহ পাছে চলি যাএ নৃপবর॥
উচ্চৈশ্রবা বংশোদ্ভব পবনের গতি।
হেন অশ্ব দিয়া পাঠাইলা নরপতি॥
পাত্র সব গিয়া সূর্যবীর্য প্রণামিল।
বেগবন্ত অশ্ব আনি আরোহিতে দিল॥
এথ দেখি বুদ্ধিমন্ত হাতে খড়্গ করি।
ছেদিলা অশ্বের পদ মিত্র আগুসারি॥
সবিস্মিতে চাহে সব যথ পাত্রগণ।
স্নেহ ভাবে কুমারে না কোপে কদাচন॥
হেনকালে আইল ভগীরথ নরপতি।
পুত্র-পৌত্র-বধূ ঘরে নিলা শীঘ্রগতি॥
বাপ প্রণামিয়া বীর ভাই প্রণামিলা।
অনুযোগ ধরি স্নেহে আলিঙ্গন দিলা॥
পাছে শুনি নরনাথ অশ্বের নিপাত।
পুত্র স্নেহে কিছু না বলিলা নরনাথ॥
ঘরে গিয়া মাও সৎমাও প্রণামিলা।
আশীর্বাদ করি মাও বধূ ঘরে নিলা॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে সখা করোঁ নিবেদন।
দশদিন কাছে মোরে রাখিবা যতন॥
তবে রাজ অন্তঃপুরে কুমার ডাকিল।
বুদ্ধিমন্তে সঙ্গে করি সূর্যবীর্য নিল॥

নৃপতির যোগ্য ভোগ নানা উপহার।
আজ্ঞা কৈলা নৃপতিএ ভুঞ্জিতে কুমার ॥
ধরিল কুমারে গ্রাস প্রথমে খাইতে।
করে করাঘাত পাত্র হানিল তুরিতে ॥
কর হোস্তে পড়ে অন্ন ভূমির উপর।
না গুণে মিত্রের দোষ রাজার কুমার ॥
তা দেখিয়া নৃপমণি অতি অসন্তোষ।
পাত্রক নিমিত্তে রাজা ক্ষেমে এই দোষ ॥
কুমার নিমিত্তে নির্মিয়াছে এক ঘর।
ঘর সঞ্চরিতে আজ্ঞা দিলা নৃপবর ॥
ঘরে নাহি সঞ্চরিতে রাজার কুমারে।
বুদ্ধিমন্ত অগ্নি দিয়া বাসা ঘর পোড়ে ॥
মিত্রভাবে মিত্র দোষ মিত্রে নাহি গুণে।
শুনি অসন্তোষ রাজা কোপ বাঢ়ে মনে ॥
কোতোআল ডাকি তবে বোলে নরপতি।
দেখ কোতোআল বুদ্ধিমন্ত পাপ মতি ॥
প্রথমে কাটিল অশ্ব ক্ষেমিলুম দোষ।
পুত্র মিত্র বলি মনে না করিলুঁ রোষ ॥
পুত্রের হস্তের অন্ন করঘাতে হানি।
মোহর সমুখে ফেলে মোকে নাহি মানি ॥
এথ দোষ ক্ষেমি সূর্যবীর্যের অন্তর।
আর মোর দহিল বিচিত্র বাসাঘর ॥
আজু হোস্তে তার পাশে নিযুজহ চর।
ভোজন করিয়া সূর্যবীর্য যুবরাজ।
নারী সঙ্গে নিদ্রা যাএ সিংহাসন মাজ ॥
শিয়রে ফটিক স্তম্ভ অধিক উজ্বল।
প্রদীপ আলোকে পুনি দেখি নিরমল ॥
গরুড় আকৃতি লেখি খড়্গের উপরে।
হাতে খড়্গ বুদ্ধিমন্ত জাগএ শিয়রে ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে এক মনে স্তম্ভ নিরীক্ষএ।
নিশাভাগ হই গেল এহেন সমএ ॥
আচম্বিত স্তম্ভ বাহি এক বিষধর।
কুমার দংশিতে বেগে নামএ সত্বর ॥
লঘুহস্তে বুদ্ধিমন্তে কাটে সপ্তবারে ॥
এথ দেখি বুদ্ধিমন্তে তুরমানে মারে ॥
অন্তব্যস্তে কাটে পাত্র করি খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে পড়িল সর্প বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
ফণা ধরি যাএ ফণী দংশিতে কুমার।
লঘু হস্তে বুদ্ধিমন্ত কাটে সপ্তবার ॥
নাগ বধি বুদ্ধিমন্ত 'ধিক আনন্দিত।
হেন কালে প্রমাদ ঠেকিল আচম্বিত ॥
নাগ-রক্ত-বিন্দু পড়ে কুমারীর গাএ।
কেমতে মুছিব রক্ত মনে চিন্তা পাএ ॥
বসনে ঢাকিয়া চক্ষু অঙ্গুলি ইঙ্গিতে।
কন্যার গাএর রক্ত পুছিলা তুরিতে ॥
এহ ছিদ্রে কোতোআলে ধরে তুরমানে।
অচেতন সূর্যবীর্য তাকে নাহি জানে ॥
হস্তে গলে বান্ধি বুদ্ধিমন্ত পাত্রবর।
নৃপতির আগে নিল পাপ নিশাচর ॥
শুনিয়া কুপিত রাজা ডাকে পাত্রগণ।
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন ॥
মুখ্য পাত্র স্রোত স্থানে বিমর্ষিয়া কাজ।
বুদ্ধিমন্ত কাটিতে বলিল মহারাজ ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরদিন্দু বিন্দু যেন ঝরে মকরন্দ ॥

॥ বুদ্ধিমন্ত-মহারাজ সংবাদ ॥

(তথা ছন্দ—সিন্দুরাগ)

বুদ্ধিমন্তে বোলে হের শুন মহারাজ।
এথ অপরাধ কৈলুঁ মিত্র হিত কাজ॥
নৃপতি কহিব কহ কি করিলে হিত।
বুদ্ধিমন্তে বোলন্ত রাখিলুঁ প্রাণ-মিত॥
কিন্তু সে সকল কথা ভাঙ্গি কহি যবে।
সর্বাঙ্গ পাষাণ মোর হইবেক তবে॥
নৃপতি বোলএ মোরে ভাণ্ড পাপমতি।
ঝাটে নেও কোতোআল কাট শীঘ্রগতি॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে মোর সহজে মরণ।
অপযশ রাখিয়া সে মরিমু কি কারণ॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে রাজা শুনহ যে সার।
সহজেহি আজি মোর মুক্ত যম-দ্বার।
কন্যা লই দুই সখা আসি কুতুহলে।
নিশাকাল গোঞাইলুঁ এক বৃক্ষ তলে॥
গৃধিনী বোলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি।
একসর ঘোর বনে মিত্র রহে জাগি॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ পাএ অকারণ।
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন।
গৃধিনী বোলএ কহ কেমতে মরিব।
কি বুদ্ধি করিয়া মিত্র মিত্রক রাখিব॥
গৃধ বোলে দেশে গেলে রাজার কুমার।
এক অশ্ব দিয়া পাঠাইব নৃপবর॥
সেই অশ্ব হোন্তে পড়ি মরিব কুমার।
যদি চাহে মিত্র নিজ সখার উদ্ধার।
কুমারের আগে গিয়া সে অশ্ব কাটিব।
এহেন করিলে সূর্যবীর্য না মরিব॥
কেহ এথ কথা যদি কহে কার স্থান।
জানু সম হইবেক তাহার পাষাণ॥
তেকারণে অশ্ব কাটি সখাকে রাখিলুঁ।
মন ভএ অপরাধ কভো না করিলুঁ॥
হেন কালে জানু সম হইল পাষাণ।
কান্দে রাজা ভগীরথ সজল নয়ান॥
নৃপতি বোলএ বাপ না কহিঅ আর।
অজ্ঞাতে করিলুঁ পাপ ক্ষেম একবার॥
পুত্র তুল্য পালিবাম না কহিঅ আর।
তুহ্মি বিনে মরিবেক রাজার কুমার॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে আগে না চিন্তিলা মনে।
এখনে নিষেধ রাজা কর কি কারণে॥
হেন কাপুরুষ কেবা ছার যে আছএ।
পরে পালিরেক করি জীবন রাখএ॥
শুন কহি আর যেবা আছে অবশেষ।
যে কারণে অপরাধ করিছি বিশেষ॥
দ্বিতীয় প্রহর যদি গেল মহারাজ।
গৃধ বোলে যদি ঘরে গেল যুবরাজ॥
ভোজন করিব গিয়া রাজার গোচর।
ভুঞ্জিলে প্রথম গ্রাস মরিব কুমার॥
একথা কহিলে হএ অর্ধাঙ্গ পাষাণ।
না নড়ে গৃধ-বাক্য বেদ পরমাণ॥
তেকাজে ক্ষেপিলুঁ অন্ন করঘাত হানি।
তখনে অর্ধাঙ্গ শিলা হই গেল পুনি॥
সিংহাসন এড়ি রাজা কান্দিয়া চলিল।
বুদ্ধিমন্ত কোলে করি বহু বিলাপিল॥
নিষেধ না মানি বোলে শুন নরপতি।
তৃতীয় প্রহরে বোলে গৃধ মহামতি॥

তবে যদি বাসা ঘরে প্রবেশে কুমার।
গৃহ দহি সূর্যবীর্য হইব সংহার॥
সে গৃহ দহিয়া মিত্র মিত্রক রাখিব।
কিন্তু এথ কথা কার স্থানে না কহিব।
যদি কহে কণ্ঠ সম হইব পাষাণ।
তেকাজে দহিলুঁ গৃহে শুন মতিমান॥
তখনেহি কণ্ঠসম শিলা হই গেল।
দেখি রাজা ভগীরথ মুহুশ্চিত ভেল॥
পুনি নৃপক চেতাইয়া কান্দিতে কান্দিতে।
তবে শেষে বুদ্ধিমন্ত লাগিল কহিতে॥
চতুর্থ প্রহরে গৃধ গৃধিনীকে কহে।
শুন মোর প্রাণ যাএ শোকে তনু দহে॥
যদি গৃহ দহিবারে বুদ্ধিমন্তে পারে।
কুমারে রহিব গিয়া আর বাসা ঘরে॥
নারী সঙ্গে সিংহাসনে করিব শয়ন।
নিশাভাগে এক নাগ সাক্ষাৎ শমন॥
দংশিয়া বধিব নাগে কুমার কুমারী।
কিন্তু মিত্রে রাখিবেক এক কর্ম করি॥
হাতে খড়্গ শিয়রেত জাগিয়া রহিব।
গরুড় আকৃতি খড়্গে যতনে লেখিব॥
সপ্তখণ্ড করি নাগ কাটিব নির্ভএ।
এথেক করিলে রহে নৃপতি তনএ॥
কিন্তু এথ কথা যদি কহে কার স্থান।
তাহার সর্বাঙ্গ দণ্ডে হইব পাষাণ॥
আজু রাত্রি প্রাণসখা নারী সঙ্গে করি।
অচেতন নিদ্রা যাএ সিংহাসনে গড়ি॥
স্মরিয়া গৃধের বাক্য শোকে মন পোড়ে।
হাতে খড়্গ জাগি আম্হি কুমার শিয়রে॥
নিশাভাগে এক নাগ নামে আচম্বিত।
সপ্তখণ্ড করি তাকে কাটিলুঁ তুরিত॥
দৈবগতি নাগশির আএ নৃপবর।
পড়িলেক কুমারীর গাএর উপর॥
বসনে ঢাকিয়া করাঙ্গুলির ইঙ্গিতে।
গাও হোন্তে নাগশির ফেলিলুঁ তুরিতে॥
তাত না বিচারি ধরি আনে কোতোআলে।
ভালেরে করিলুঁ কর্ম ঠেকিলুঁ জঞ্জালে।
হেন মৃত্যু আছে মোর ললাট লিখন।
কহিঅ প্রণাম মোর সংসার চরণ॥
এ বোলিয়া বুদ্ধিমন্ত পাষাণ হইল।
দেখি মুহশ্চিতে রাজা ভূমিত পড়িল॥
বাপে ধরি কান্দে স্রোতে কান্দে পাত্রগণ।
কথক্ষণে ভগীরথে পাইল চেতন॥
উচ্চস্বর করি কান্দে অযোধ্যার নাথ।
পুত্রশোকে সুবুদ্ধি করএ অঙ্গপাত॥
নৃপতির কান্দনে কান্দএ সর্বজন।
অন্তপুরে মহারোলে উঠিল ক্রন্দন॥
কোলাহলে সূর্যবীর্য জাগিয়া উঠিল।
শিয়রেত চাহি প্রাণসখা না দেখিল॥
পরিজন মুখে শুনি এথ বিবরণ।
হাহা মিত্র বোলিয়া কুমার অচেতন॥
চৈতন্য পাইয়া ধাএ উন্মত্ত বেশ।
মিত্র মিত্র ডাক ছাড়ে আউদল কেশ॥
এইরূপে গেলা বীর বাপের গোচর।
লাজে শোকে ভগীরথ না দিল উত্তর॥
'কোথা মিত্র' বলি বলি কুমারে পুছিল।
কুমারেক প্রবোধিয়া যখনে কহিল॥
শুনি অচেতন বীর যাহে গড়াগড়ি।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে সখা কোলে করি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥

॥ সূর্যবীর্যের বিলাপ ॥

(ভাটিআল রাগ—লাচারী)

মিত্র ধরি কান্দএ কুমার।
উঞ্চস্বরে কান্দে নয়নে বহে ধার ॥
শুন শুন আএ মিত্র আর
কেন হেন পরমাদ ভেল।
শোকে মন দহে
বুকে মারি গেল শেল। ধুঃ
তুহ্মি সঙ্গে ভ্রমি মহাবল
মণিপুরে পাইলুঁ সুভদ্রা দরশন ॥
লঙ্ঘিলাম সুভদ্রা দেবীর বোল।
মুঞি দেখি মায়ার কন্যা
হই গেলুঁ ভোল।
তবে বুদ্ধি করি প্রাণ-সখা—
যোগী হোন্তে উদ্ধারিলা আনি চন্দ্ররেখা।
পুনি দেশে আসি তিনজন।
নারী সঙ্গে নিদ্রা যাই হই অচেতন।
তুহ্মি জাগ হাতে ধনুশর
সিংহ ব্যাঘ্র ভএ বনে অতি ঘোরতর।
গৃধ হোন্তে উপদেশ শুনি
নানা মতে কর আহ্মারে রাখিবারে পুনি।
তবু না বুঝিয়া মহারাজ
তোহ্মাকে বধিলুঁ আহ্মি পাপিষ্ঠের কাজ ॥
হাসি চাহ বোল মধুবাণী
বিদরে হৃদয় তোহ্মার প্রেম গুণি।

॥ বুদ্ধিমন্ত ও চন্দ্রবীর্যের প্রাণ লাভ ॥

(খর্ব ছন্দ)

বিস্তর বিলাপি তবে অশ্বে আরোহিয়া।
চলিল কুমার পুনি বন উদ্দেশিয়া ॥
বাউগতি যুবরাজ প্রবেশিল বন।
পাছে পাছে ধাই যাএ সব পাত্রগণ ॥
পুত্র সঙ্গে ভগীরথ গেল শোকাকুল।
বিচারিয়া সব বন চাহিলা বহুল ॥
না পাই কুমার কান্দে শোকাকুল মন।
সেই রাত্রি তথাত রহিলা সর্বজন ॥
এথা সূর্যবীর্য গেল অলক্ষিত গতি।
সেই বটতলে গিয়া রহে সেই রাতি ॥
প্রহরেক যদি তবে হইল রজনী।
গৃধ সম্বোধিয়া পুনি বোলএ গৃধিনী ॥
তোহ্মার আদেশে প্রভু পাত্রের কুমার।
সেইমত রাখিলেক মিত্র আপনার ॥
না বুঝিয়া ভগীরথ কাটিতে বলিল।
অকীর্তি নিমিত্তে পাত্র সকল কহিল ॥
গোপ্ত ব্যক্ত করি দেহ হইল পাষাণ ॥
না নড়ে তোহ্মার বাক্য বেদ পরমাণ ॥
পুনি সূর্যবীর্য মিত্র করিতে উদ্ধার।
একসর ঘোর বনে আসিছে কুমার ॥

ধন্য ধন্য সাধু সাধু দোঁহান মিত্রতা।
হেন মিত্রভাব বোল শুনিয়াছ কোথা॥
কহত কেমতে হএ পাত্রের উদ্ধার।
গৃধ বোলে যে হইল না ফিরএ আর॥
এথ শুনি সূর্যবীর্য কান্দিয়া ব্যাকুল।
গৃধ প্রতি স্তুতি পাঠ করিল বহুল॥
কৃপাকুল হই গৃধ বোলে নৃপ সুত।
উদ্ধারিবা মিত্র যদি করহ অদ্ভুত॥
নিজ পুত্র চন্দ্রবীর্য মিত্রের উপরে।
আছাড়ি মারিলে পুত্র পাইবা মিত্রেরে॥
পুনি সূর্যবীর্য হৈল হরিষ বিষাদ।
মিত্র কি পুত্র রাখিমু ঠেকে পরমাদ॥
মনে মনে চিন্তে বীর পুত্রক পাইমু।
হইব অপর পুত্র মিত্রক রাখিমু॥
গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রভাত সমএ।
নিজ দেশে চলি গেলা রাজার তনএ॥
কুমারে পাইয়া সব আনন্দিত মন।
ঘরে গেলা ভগীরথ সঙ্গে সৈন্যগণ॥
ঘরে প্রবেশিয়া সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
কন্যাত কহিল গিয়া গৃধের উত্তর॥
চন্দ্রবীর্য কোলে করি সূর্যবীর্য যাএ।
কান্দি কান্দি চন্দ্ররেখা পাছু পাছু ধাএ॥
চরমুখে শুনি রাজা সব বিবরণ।
পাত্রগণ সঙ্গে গেলা শোকাকুল মন॥
ধাই গিয়া সূর্যবীর্য নিজপুত্র ধরি।
মিত্রের উপরে চাহে মারিতে আছাড়ি॥
না মার না মার করি ভগীরথে কহে।
সূর্যবীর্য মারে পুত্র মিত্র-পাকা-দেহে॥
না মার না মার করি ডাকে সর্বজন।
বধএ দুর্লভ পুত্র মিত্রের কারণ॥
না বধ না বধ করি ডাকে চন্দ্ররেখা।
বধিল দুর্লভ পুত্র রাখিবারে সখা॥
বদনে রুধির পড়ি মইল কুমার।
বুদ্ধিমন্তে পাইল শরীর আপনার॥
কুমারে লইল কোলে আপনার মিত।
মৃতবৎ শিশু দেখি পাত্র চমকিত॥
কান্দে রাজা ভগীরথ সঙ্গে নারীগণ।
স্রোত যুবরাজ কান্দে কান্দে সর্বজন॥
ভূমিত পড়িয়া কান্দে চন্দ্ররেখা বালি।
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে আউদল চুলি॥
কন্যার বিলাপ শুনি যথ পরিজন।
শোকে মুহুশ্চিত পাত্র নাহিক চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া কান্দে মাথে মারি ঘাত।
মিত্র-পুত্র-বধে মান শিরে বজ্রঘাত॥
মিত্রক গর্জিয়া বহু লাগিল কহিতে।
শিশু হোন্তে জানি তুহ্মি উদার চরিতে॥
রূপ বর্ণিবারে আজ্ঞা দিলা নৃপবর।
শাস্ত্র জানি মূর্খ হই না দিলা উত্তর॥
বাপে গালি দিলা দেখি গেলা পরদেশ।
বনে বনে ভ্রমি দুঃখ পাইলা বিশেষ॥
মণিপুর গিয়া দেবী সুভদ্রা দেখিলা।
যাইতে দক্ষিণ দিকে দেবী নিষেধিলা॥
তাত তুহ্মি লঙ্ঘি গেলা সুভদ্রা বচন।
ভাগ্যফলে যোগী হোন্তে রাখিলা জীবন॥
আর অপকর্ম কর লোকে উপহাসে।
বধিয়া দুর্লভ পুত্র রাখ পাপদাসে॥

পুত্র বিনে স্বর্গদ্বার খোলা নহে পুনি।
বধসি এহেন পুত্র শাস্ত্র নাহি জানি॥
এ বলিয়া মৃত-শিশু কোলেত করিয়া।
পুনি বনে চলে পাত্র অশ্বে আরোহিয়া॥
পাছে পাছে চলে সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
বাউগতি প্রবেশিল বনের ভিতর॥
কথদিনে বটতলে গেলা দুইজন।
উচ্চস্বরে কান্দে পাত্র শোকাকুল মন॥
তবে প্রহরেক রাত্রি গঞি গেল যবে।
কৃপাকুল গৃধিনী গৃধেরে বোলে তবে॥
দেখ প্রভু মিত্র লাগি নৃপতি নন্দন।
প্রাণের দুর্লভ পুত্র করএ নিধন॥
ধন্য ধন্য সাধু দোঁহান পীরিতি।
যবে চন্দ্র-সূর্য রহি গেল এই কীর্তি॥
চরণে ধরহোঁ প্রভু কৃপা কর মন।
জিয়াইয়া দেঅ সূর্যবীর্যের নন্দন॥
গৃধে বোলে মৃত কেবা জিয়াইতে পারে।
কাটা গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধরে॥
গৃধের মুখেত শুনি নিঠুর বচন।
বুকে খড়্গ হানি পাত্র তেজিল জীবন॥
তা দেখিয়া সূর্যবীর্য পড়ে মুহুশ্চিত।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে শোকে অতুলিত॥
কান্দিয়া বোলএ বীর করিয়া কাকুতি।
শুন আএ কোন্ দেব গৃধের আকৃতি॥
মিত্র-পুত্র হারাইলুঁ দৈবের ঘটন।
তোহ্মার গোচরে এবে তেজিমু জীবন॥
না দেঅ জিয়াই যবে শুন গৃধবর।
তিনজন বধ হৈব তোহ্মার উপর॥
এ বলিয়া চাহে খড়্গ বুকে হানিবার।
গৃধে বোলে শুন বলি রাজার কুমার।
যখনে অমৃত জান শুকনা হইল।
মুখ হোন্তে সুধা বিন্দু ভূমিতে পড়িল॥
সেই বিন্দু হোন্তে এই লতা জন্মি আছে।
দেখ এহি লতে বট-বৃক্ষ জড়ি আছে॥
এই লতা-মূল লৈয়া মৃত মুখে দিব।
অমৃত প্রভাবে জান জীব সঞ্চারিব॥
এই পত্র-রস যদি গাএত লেপএ।
ঘাও গাএ না রহে বেদনা দূর হএ॥
এথ শুনি সূর্যবীর্য হরষিত মতি।
সেই মত প্রকার করিল শীঘ্র গতি॥
শিশু আর বুদ্ধিমন্ত লভিল চেতন।
মিত্র ধরি নাচে ভগীরথের নন্দন॥
গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রণাম করিয়া।
প্রভাতে চলিলা দেশে অশ্বে আরোহিয়া॥
ঘরে গিয়া বাপ সঙ্গে যথ গুরুজন।
প্রণামিয়া কহিলা যথেক বিবরণ॥
চন্দ্ররেখা স্থানে নিয়া পুত্র সমর্পিল।
নৃত্য-গীত উৎসব বহুল আছিল॥
কথ দিনে মণিপুর গেল সৈন্য সঙ্গে।
সবংশে ভীষণ মারিলেন্ত মনোরঙ্গে॥
যোগী বধি উদ্ধারিলা সব নৃপ সুত।
ইক্ষ[১] বীর সূর্যবীর্য রণে অদ্ভুত॥

---

১ ইক্ষ—ইক্ষ্বাকু বংশীয়

সুভদ্রাক প্রণামিলা পরম ভকতি।
হরষিতে আশীর্বাদ করিলেক সতী॥
কথ দিনে স্বর্গে গেলা নৃপ ভগীরথী।
স্রোতবীর হইলেক অযোধ্যার পতি॥
মণিপুর রাজা হৈল সূর্যবীর্য বীর।
বুদ্ধিমন্ত পাত্র সঙ্গে নির্ভয় শরীর॥
পাপে ভাগ্য হরিবেক ধর্ম পাইবে লোপ।
ভাল কথা কৈলে রাজা হইবেক কোপ॥

॥ পাত্রের কর্তব্য ॥

নৃপতির মনে প্রীতি তবে সে রাখিব।
বাপ ভাই বন্ধু হোন্তে বিশেষ জানিব॥
নৃপতির রোষ তুষ্ট হএ যেই কর্মে।
সে সকল বুঝিয়া লেখিয়া থুইব মর্মে॥
যে যে কর্মে সন্তোষ সে করিব নিশ্চএ।
যদি আপনার মনে ভাল না লাগএ॥
নৃপ সঙ্গে হট যদি কোথাত পড়এ।
নৃপতির কথা সত্য কহিব নিশ্চএ॥
লোক নষ্ট নহে শাস্ত্র-বহি রদ নহে।
এহেন মর্তবা জানি নৃপে যদি কহে॥
যে কহে নৃপতি সেই কহিবেক পুনি।
দিবসকে জান রাজা বোলএ রজনী॥
যদি কহে দিনে রাজা হইব রজনী।
পাত্রে কহিবেক সেই তত্ত্ব হেন জানি॥
বলিব উগিছে চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ।
এই মতে রাখিবেক নৃপতির মন॥
নৃপতির কথা না কহিব কার স্থান।
গোপ্ত ব্যক্ত করিলে হারাএ নিজ প্রাণ॥
নৃপতির গোপ্ত কহি প্রাণ হএ নাশ।
নিরঞ্জন গোপ্ত কহি দুকূল নৈরাশ॥
যদ্যপি কহিতে পারে বহু না কহিব।
মুখ দোষে দুঃখ পাএ নিশ্চএ জানিব॥
ঘরেহ কাহারে নিতি গালি না পাড়িব।
কহিতে কহিতে মুখে অভ্যাস হইব॥
বিস্মরিয়া আইসে যদি নৃপতি সম্মুখে।
নৃপতি লাঘব দিব মরিবেক দুঃখে॥
নৃপতির প্রীতি দেখি না হৈব ভোর।
বর্বর সে বোলে যেন রাজা ভার্যা মোর॥
নারীক পরশ করি না করে গমন।
তাহা হোন্তে সংসারেত নাহি ক্ষুদ্র জন॥
কোতোয়াল মিত্র করি যে না করে ভিত।
উন্মত্ত থাকে সে যে সর্পের সহিত॥
নৃপতি আপনা করি যে না করে ভএ।
অতি শীঘ্রে অগ্নি যেন ধরি কোলে লএ॥
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে।
সে বাক জানিব নিতি ঈশ্বর নবীন॥
নৃপতি করিলে শাস্তি না করিব ঘিন॥
মন দুঃখ না করি করিব আশীর্বাদ।
মনে মনে সন্ধি হৈব খণ্ডি বিসম্বাদ॥
নৃপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক।
যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ রাজাক॥
এক দুঃখে সর্বগুণ পাসরে দুর্জনে।
দুঃখ সহি গুণিগণে ক্ষেমে গুণী মনে॥

এক রাজপুত্র গেল বনেত দেখিতে।
তিক্ত ফল পাই দিলা সেবকে ভক্ষিতে॥
সেবকে সে ফল খাএ আনন্দিত হই।
সবিস্মিতে রাজপুত্র পুছে তার ঠাঁই॥
অতি তিক্ত বিষ-স্বাদ ফল দিলুঁ তোক।
কিবা স্বাদ কুতুহলে খাও কহ মোক॥
হাসিয়া সেবকে বোলে শুন যুবরাজ।
তিক্ত ফল কুতুহলে খাই যেই কাজ॥
এই মিষ্ট-হস্তে দিয়াআছ নানা ভোগ।
ঘৃত মধু শর্করা অমৃত সংযোগ॥
চিরদিন নানা ভোগ দিএ যেই হাতে।
না যুয়ায় সেই হাতে তিক্ত উপেক্ষিতে॥
সর্বগুণ গুণী তিক্ত মধু রস দিয়া।
অমৃত সদৃশ্য বিন্ন জানি দিল বিষ।
তা শুনিয়া নৃপ সুত সদয় হইল।
মহা পাত্র করি তারে নিকটে রাখিল॥
দান-ধর্ম-বুদ্ধি দিব করিতে রাজাক।
লোক মন্দ কহিলে পাতক হৈব তোক॥
করিব যে মত পারে পর উপকার।
এথা অথা ঠিক পুণ্য কিছু নাহি তার॥
নৃপতির প্রীতি রাখি বোল ধরে যার।
লোক হিত না কহিলে অভাগ্য তাহার॥
নৃপ-ঘরে যথ নারী দেখএ জননী।
এক নৃপ স্থানেত কহিল পাত্রমণি॥
তুহ্মি যাকে প্রীতি রাখ শত্রু দেখি তাক।
নৃপে বোলে বিস্ময় জন্মিল তোর বাক॥
পাত্রে বোলে তোহ্মার প্রীতির নারীগণ।
শত্রুর সদৃশ দেখি ভএ বাসি মন॥
যাহার আলস্য বহু খাইবারে মতি।
সে সবে সেবিতে না পারএ নরপতি॥
সব পাত্র হোন্তে যে-সেবক পাএ দুঃখ।
নিরন্তর বসি থাকে অগ্নির সমুখ॥
বিধি শাস্ত্র না জানিলে না থাকিব বুদ্ধি।
কহিতে না পারি কার পরলোক শুদ্ধি॥
এক নৃপ লইয়াছে পাত্রের নন্দিনী।
হেনকালে সেবিতে আইল পাত্রমণি॥
পরীক্ষি বুঝিতে তাক বোলে নৃপবর।
মোহর পত্নীরে আসি চুম্বহ সাদর॥
শুনিয়া কম্পিত পাত্র চিন্তে মনে মন।
যদি আজ্ঞা লঙ্ঘিহ মারিব অকারণ॥
কন্যাক চুম্বই যবে করিব নিধন।
কেমতে করিব আজি প্রাণের রক্ষণ॥
চিন্তি পাত্রে নিজ হস্ত বসনে ঢাকিল।
মাথেত লইয়া কন্যা পাএত চুম্বিল॥
নৃপতি বোলএ আজি রাখিলে জীবন।
হেন না করিতে যদি করিতুঁ নিধন॥
এ থেকে সেবকে অতি পাওন্ত জঞ্জাল।
চক্ষুতে নাহিক লজ্জা শিয়রেত কাল॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ সংবাদের কথা অমৃতের ধার॥

॥ বৈদ্যের কর্তব্য ॥

(খর্ব ছন্দ)

সত্যকেতু বোলে যথা কান্ত পরিবার।
নৃপতির হিত চাহিবেক অনিবার ॥
লোভ করি নৃপ ধন না করিব ঊন।
স্থির বুদ্ধি হই বজাইব সর্বগুণ ॥
লোক সব অপকার কভো না করিব।
কিন্তু মাত্র বহু-ঝি'ক বুদ্ধি না লইব ॥
নিজ বুদ্ধি হইলে যেন কান্তের সংবাদ।
পাপ না করিব পাত্র না হৈব মুগধ ॥
সঙ্কট কার্যের তিন কুলাচার রহে।
লোক সব অপহিংসা কভো না যুয়াএ ॥
আপনে অর্জিব যে সে করিব না ভোগ।
বিনি বুদ্ধি কি করিব তিনি সমযোগ ॥
কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর।
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত বৈদ্য ধর্মিক ভজিব।
ধর্মিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব ॥
না বলিব তুই রোগ করি দিমু ভাল।
না হইলে পাএ লাজ সে পাপ বিশাল ॥
আগে নিরঞ্জন বলি কহিব বচন।
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ ॥
নির্ধনী দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব।
পুণ্যফলে সেই ধন নিরঞ্জনে দিব ॥
রুগী করি ঘৃণাক্ষরে না করিব মনে।
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরঞ্জনে ॥
রুগীস্থানে ঔষধের নাম গ্রাম কৈলে।
দেরীতে খণ্ডএ রোগ ধন্বন্তরী হৈলে ॥
দ্বাপরে বোলন্ত যথ দৈবজ্ঞ সজ্জন।
প্রতিনিতি চাহিবেক নক্ষত্র গমন ॥
দঢ় হেন হৈব করি না করিব দাপ।
পাছে মিছা হৈব লাজ পাইব সন্তাপ।

॥ পাপীর পরিণাম ॥

বলিব কহিলে আক্ষি শাস্ত্রের বিচারে।
ভূত ভবিষ্যৎ কিবা কহিবারে পারে ॥
নারুচি হইয়া প্রথম বৈদ্যেতে ঘাটিয়া। (?)
লাজ পাইল নিজ পুত্র জলে বিসর্জিয়া ॥
সত্যকেতু বোলে শুন ত্রিতিয়া[ত্রেতা]দ্বাপর।
সত্যএর লোক সব প্রভুর গোচর ॥
বিংশ ভাগে এক ভাগ স্বর্গেত যাইব।
এক ঊনিশ ভাগ নরকেত পড়িব ॥
প্রথমে যে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি।
উলটে ঠকাই পাপী হরে পর বিত্তি ॥
উদর অন্তরে সব খসাই পড়িব।
নরক যাতনা পাই বহুত কান্দিব ॥
দ্বিতীএত বাপহীন বালকের বিত্তি।
যেবা বলে হরে তার শুন যেন গতি ॥
নাগ সব প্রবেশিয়া তাহার উদরে।
দংশিয়া যাতনা দিব নরক ভিতরে ॥

তৃতীএত পড়শীক বল করি থাকে।
নরকেত হস্তপদ ছেদিবেক তাকে॥
দূত সব যাতনা কান্দিব রোগ শোক।
এথ শুনি পড়শীক শঙ্ক মহালোক॥
চতুর্থেত ধর্মবন্ত জন'ক যে নরে।
সম্ভাষে 'নারকী' কিবা উপহাস করে॥
তৈলের কটাহে যেন সে সবের গাও।
হইবেক সিদ্ধ দহিবেক দুই পাও॥
পঞ্চমেত যে সকল নিজ কুলাচার।
শাস্ত্র-নীতি না সেবএ প্রভু করতার॥
সে সবের জিহ্বা মুখ হোন্তে নিকালিব।
কুকুর সদৃশ পাপী নরকে দহিব॥
ষষ্টমেত স্থাব্য ধন যে করে ভক্ষণ।
পিষ্ঠে জিহ্বা নিকালিব করিব যাতন॥
সপ্তমেত যে সকলে করে পরদার।
দূত সবে প্রহারিব অগ্নির মাঝার॥
তার অঙ্গে দুর্গন্ধ রহিব অতিশএ।
পচিব নরক মধ্যে নাহিক সংশএ॥
অষ্টমেত আরে[১] করি যে পাপিষ্ঠ নারী।
লোক ভএ গর্ভপাত করে অনাচারি॥
পুনি দ্বারে অঙ্গ অঙ্গ শিরনী স্মরিব।(?)
নানা মতে পুনি অভ্যন্তরেত রহিব॥
পরম বেদনা পাই কান্দিব সে সব।
দূত সবে পরাভবে পাইব লাঘব॥
নবমেত যে সকলে করে মধু পান।
মধুমত্ত হই কিবা তেজিব পরাণ॥
গোশৃঙ্গ সদৃশ দশন হৈব প্রবীন।
জিহ্বা ঝুলি পড়িবেক বিকটের চিন্॥
হৃদয় উপর লম্বি পড়িব অধর।
জানু সম নামিবেক দারুণ উদর॥
নরকের বিষ্ঠা ক্রিমি করিব ভক্ষণ।
শরীরেত দুর্গন্ধ বহিব অনুক্ষণ॥
দশমেত ধন খাই যে পাপিষ্ঠ ছার।
এক হেতু অন্যের করএ অপকার॥
নরকে বরাহ রূপে ভুঞ্জিবেক দুঃখ।
এথ জানি অঙ্কুর[২] না খাএ মহালোক।
এক দেশে যে সকলে পরচর্চা করে।
কপি রূপে রহিবেক নরক অন্তরে॥
কৃষ্ণ মুখ দীর্ঘ মুখে নিঃস্মরিব।
পরস্পর ভক্ষি সব বহুকে উপারিব॥
দ্বাদশে যে পাপ করে লোক অপকার।
ধর্মভীত করি লোকে করিল প্রচার॥
ব্যাঘ্র রূপে সে সকল নরকে দহিব।
দূতের প্রহারে মাংস খসিয়া পড়িব॥
ত্রয়োদশে লভ্য ধন খাএ যেই জন।
দহিব নরক অগ্নি সেই সকল জন॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়ি যেবা পাসরএ।
নরকেত অন্ধ হই রহিব নিশ্চএ॥
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যায় বুঝি নিতি।
ধন খাই অন্যায় করিল পাপ মতি॥
কৃষ্ণবর্ণ হইবেক তাহার বদন।
দায় ধরি লোক সবে টানিব বসন॥

---

১ আরে—অপরে, (উপপতি) ২ অঙ্কুর—রক্ত

ষষ্টমেত মিছা সাক্ষি দিল যেই জন।
ঊর্দ্ধ কণ্ঠে হাঁটিবেক গর্ব করি মন॥
অগ্নির বসনে ঢাকি শরীর তাহার।
গলাএ শিকল বান্ধি করএ প্রহার॥
অষ্টদশে গৃহ কর্ম হেতু যেই জন।
সমএত না করএ প্রভুক সেবন॥
নিজ কেশে পদ বান্ধি ভূজ পৃষ্ঠে করি।
দূত সবে মারিবেক হাতে গদা ধরি॥
নবদশে যে আহুক[১] করে পাপ কর্ম।
সভাকে আদেশ করে করিবারে ধর্ম॥
তা সবার মুখে অগ্নি-কণা নিঃসরিব।
সেই অগ্নি জিহ্বা দেশে পাএত ধরিব॥
এই মতে দহিবেক ঊনবিংশ ভাগ।
যাতিব[২] দারুণ দূতে ছাড়ি অনুরাগ॥
বিংশ ভাগ যে সকলে শুনে একমন।
জ্ঞানবন্ত সুজন ধর্মিক মহাজন॥
প্রভুর গোচরে সব হরষিত মন।
শিরেত কিরীট গাএ নানা আভরণ॥
স্বর্গের বসন সব গাএত পৈঢ়এ।
রত্ন-সিংহাসন মাঝে আনন্দে বৈসএ॥
রত্নের কটোরা ভরি নানা উপহার।
স্বর্গে নারী সব দিব সমুখে তাহার॥
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত শুন নরপতি।
যে যে পাপ হোন্তে হএ নরকে বসতি॥
শৃঙ্গার করিয়া স্নান যেবা না করএ।
কুম্ভ পাক নরকেত সে সব পচএ॥
বেদন কালেতে ব্যক্ত নিরঞ্জন নাম।
পবিত্র হইলে মাগিবেক পরিণাম॥
আনমনে জ্ঞান যদি করে কদাচিত।
পবিত্র নাহএ তনু জানহ নিশ্চিত॥
অপবিত্রে জপতপ যজ্ঞ অকারণ।
অপবিত্রে পুণ্য করি নরকে গমন॥
অন্নগ্রাস নতু কিবা জল করে পান।
না লই প্রভুর নাম মহাপাপ জান॥
সে অন্নে সে জলে ভুত-দৃষ্টি জান হএ।
ভুত-দৃষ্টি বস্তু জান পাতকী খাওএ॥
যে করএ পুণ্য লোকে দেখিতে কারণ।
অসি-পত্র নরকে পড়এ সেইজন॥
অজ্ঞাতে করিলে পাপ মাগে অপরাধ।
বিপরীত পুণ্য পাএ খণ্ডে অবসাদ॥
মৃতকে পাড়এ গালি অপরাধ কহে।
শাস্ত্রের বিধানে জান মহাপাপ হএ॥
মৃতের বসন হরে যে পাপ দুর্মতি।
মৃত সঙ্গে রমে যেবা নরকে বসতি॥
পুণ্যবন্ত মৃত কাছে পাপকারী জন।
স্থান দিলে মহাদোষ শাস্ত্রের বচন॥
পাপীর তাড়না শুনি পাওন্ত জঞ্জাল।
কিন্তু পাপী পুণ্যবন্ত কাছে গেলে ভাল॥
মৃত কাছে কণ্ঠ ছাড়ি যে করে বিলাপ।
হেনপাপ মৃত হোন্তে পাএ মনস্তাপ॥
পুরুষের সঙ্গে যদি পুরুষে রমএ।
অঘোর নরকে জান সে পাপী পড়এ॥

---

১ আহুক>আহুতক—আহ্বায়ক ২ যাতিব—যন্ত্রণা দিব

নারীগণ মলদ্বার যোনীদ্বার ছাড়ি ॥
যে রমে সে পচিবেক নরক মাঝে পড়ি ॥
পশুক যে রমে সেই পশুর সমান।
সহজে পাতকী সেই কি কহিব আন ॥
দ্বাপরে বোলন্ত শুন মোর নিবেদন।
নরকে পড়িব গুরু-নিন্দে যেই জন ॥
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধরি ডাকে।
সে সকল পড়িব নরক কুম্ভ পাকে ॥
পুত্রে বাপ না মানে নারীক স্বামী জন।
তা সভান দান ধর্ম সব অকারণ ॥
না লই স্বামীর আজ্ঞা যদি নারীগণ।
ঘরের বাহিরে যাএ বেড়াইতে মন ॥
যথ পথ শঠে তথ আনলের ঘর।
সে নারী নিমিত্ত হএ নরক স্বামী ঘর ॥
রজস্বলা হই নারী গঞ্জিল সমএ।
স্নান না করিয়া যদি শৃঙ্গার করএ ॥
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন।
মহাপাপ উপজএ শাস্ত্রের বচন ॥
নারী সঙ্গে নারী যদি করএ শৃঙ্গার।
সহজে কুলটা পাপী বেশ্যার আচার ॥
থিহাহিয়া[১] জল পানে উপজএ রোগ।
জলে প্রস্রাব কৈলে পাপী হএ লোক ॥
থিহাই করিলে পুনি পাপ অতিশএ।
গাএত লাগএ ছিটা বস্ত্র নষ্ট হএ ॥
চিত্রপটে পোতলা খেলএ যেই জন।
অবশ্য জানহ তার নরকে গমন ॥
না লই স্বামীর আজ্ঞা যথ নারীগণ।
ভিন্ন বালকেরে দুগ্ধ দিলে অকারণ ॥
শূলে বান্ধি নরকেত প্রহারিব দূতে।
কহিল সম্বন্ধ কথা শুনহ অদ্ভুতে ॥
এক নারী দুগ্ধ খাএ যথ শিশুগণ।
দুগ্ধ সহোদর হএ শাস্ত্রের কথন ॥
কদাপিহ বিভা যদি হএ দোঁহানের।
ভ্রাতৃএ ভগ্নিএ জান হএ যাএ জোড় ॥
যথেক বালক হএ জারজ যে হএ।
এথেক বিচারে দুগ্ধ দিবেক নিশ্চএ ॥

॥ পুণ্যবানের লক্ষণ ॥

সত্যকেতু বোলে চারি কর্ম করিবেন।
পুণ্যবন্ত স্বর্গবাসী শাস্ত্রের বচন ॥
শেষ রাত্রি জাগি যেবা প্রভু নাম লএ।
প্রভু হোন্তে অপরাধ মাগিব নিশ্চএ ॥
মনোগত পাই তার তেজে প্রভু ভএ।
নিজ দোষ দেখে পর দোষ ঢাকি লএ ॥
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত পুণ্যবন্ত চারিজন।
যে করে সন্তোষ নিতি ভিন্ন জন মন ॥
নিজ মনে যে কহে না কহে বিপরীত।
সভাথু[২] আপনে হীন জানিব নিশ্চিত ॥
গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ।
মহাপুণ্যবন্ত জান এই চারি জন ॥

---

১ থিহাইয়া—স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া (চট্টগ্রামী) ২ সভাথু—সকল হইতে ; থু<থেকে

দ্বাপরে বোলন্ত চারিজন স্বর্গবাসী।
ধার্মিক নৃপতি আর নির্লোভ তপস্বী।
সত্যবন্ত পুরুষ যুবক সতী নারী।
স্বর্গবাসী চারিজন দেখহ বিচারি।
সত্য বোলে পঞ্চ কর্মে রোগ নাশ হএ।
কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ।
বহু মিষ্ট না খাইব তিক্ত সে ভক্ষিব।
চক্ষুতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দিব॥
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন।
বহু উপকার জান শাস্ত্রের বচন॥
প্রথমে সন্তোষ জান প্রভু করতার।
এহা হোন্তে পুণ্য বোল কিবা আছে আর॥
ধনবন্ত হএ মুখে সুগন্ধি নিঃসরে।
আর জান দশনের যথ রোগ হরে॥
দশন পবিত্র হৈলে শির-ব্যথা যাএ।
মাজিলে দশন উপকার সর্বথাএ॥
ত্রিতিয়া বোলন্ত জান পঞ্চকর্ম ভাল।
প্রতি ঋতু ফিরিলে যে করএ পাখাল॥
প্রথমে গলের মাঝে অঙ্গুলি সঞ্চারি।
উগলে অভ্যাস করি উপদেশ ধরি॥
অর্ধ প্রহর হইলে যে করে ভোজন।
বিস্তর অম্বল জল করে উপেক্ষণ॥
দ্বাপরে বোলন্ত নিদ্রা পঞ্চ পরকার।
প্রভাতে যে নিদ্রা যাএ বুদ্ধি হরে তার।
প্রহরেকে নিদ্রা গেলে নিরোগী হয়ন্ত।
মধ্যাহ্নে নিদ্রা ধনবন্ত ভাগ্যবন্ত॥
আঢ়াই প্রহরে নিদ্রা যাএ যেই জন।
উন্মত্ত বেশ হএ শাস্ত্রের বচন॥
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএ।
চঞ্চল চরিত্র জান সেইজন হএ॥
দিবসের নিদ্রা এই পঞ্চ পরকার।
সহজে রাত্রির নিদ্রা জগতে প্রচার॥
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি।
বহু উজাগরে রোগ উপজএ তথি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরতের শশী যেন ঝরে মকরন্দ॥

॥ গার্হস্থ্য বিধি ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

॥ গৃহ নির্মাণ ॥

কহে সত্য নরনাথ সবে শুনে জোড় হাত
যদি গৃহ নির্মে কোন জন।
বৈশাখে উত্তম বড় যদি কেহ নির্মে ঘর
ধনে-জনে রাখে অনুক্ষণ॥
জৈষ্ঠ্যে মন্দ অতিশএ মিত্র সব শত্রু হএ
আষাঢ়ে না রহে চতুষ্পদ।
শ্রাবণে নির্মিলে ঘর রোগ-শোক নিরন্তর
সে ঘরেত বেঢ়এ আপদ॥
ভাদ্রে গৃহ নির্মে যবে গায়ে রোগ হএ তবে
আশ্বিনেত দ্বন্দ্ব বাঝে নিতি।
কার্তিকে উত্তম বড় মন সুখ নিরন্তর
শত্রুকে জিনএ লীলাগতি॥

অঘ্রানেত যে নির্মএ মনোগত সিদ্ধি হএ
ধনে-পুত্রে বাঢ়ে নিরন্তর।
পৌষে অতি মন্দ হএ সে গৃহ অনলে দহে
মাঘ মাসে যে নির্মএ ঘর॥
সে ঘরে সন্তোষ থাকে লোকে স্নেহ করে তাকে
নৃপ আগে পায়ন্ত সম্মান।
ফাল্গুনেত ধন বাঢ়ে পুত্র হএ সেই ঘরে
চৈত্রে কৈলে মনতোষ জান॥
আর এক শাস্ত্রে কহে চৈত্র মন্দ অতিশএ
এথ জানি করিব বিচার।
তৃতীএ[ত্রেতা]কহন্ত সার গৃহ নির্ম যে যে বার
সে সে দিনে গৃহের সঞ্চার॥

॥ স্নান ॥

কহন্ত দ্বাপর তবে শনি রবিবারে তবে
স্নান যে করএ রোগ ভএ।
সোমে-গুরু ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে
আউ টুটি চিন্তা উপজএ॥
বুধেত ঐশ্বর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে
শুক্রবারে স্নান করে লোক।
পুণ্য হএ অতিশএ পুরাণ শাস্ত্রেত কহে
সেই স্নানে খণ্ডে রোগ শোক॥

॥ রোগ ॥

সত্য কহে আরবার রোগ হৈলে শনিবার
ভুত-দৃষ্টি রোগ হএ জান।
সপ্ত সপ্ত দশ দিন রোগএ সঙ্কট জান
অজা কুক্কুটী আদি ক্ষীণ।
রবিবারে রোগ হএ সপ্তদিন মহাভএ
কিবা পঞ্চ দিবস সংশএ।
বৃক্ষতলে দিগম্বর হই থাকে যেই নর
রবিবারে রোগ উপজএ॥
শনিবারে হএ রোগ চারিদিনে দশা যোগ
কিবা তার জীবন সংশএ
লোক-দৃষ্টি হএ জান কিবা ভুত অধিষ্ঠান
অজা হংস তাতে দান হএ॥
মঙ্গলে হইলে রোগ নব দিন তাতে ভোগ
সপ্তদিন থাকে সংশএ।
উদর পেটেতে রোগ খণ্ডে পাই মন্ত্রযোগ
অজা দান তাহাত নিশ্চএ।
কৃষ্ণ কুক্কুটী দিব দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব
বুধবারে রোগ হএ যার।
একাদশ দিন ভএ নবদশ দিন হএ
চিন্তা হোন্তে রোগের সঞ্চার॥
কোপ বহু হোন্তে হএ উদরে বেদনা রহে
শ্বেতবাস-জোড়া দিব দান।
গুরু বারে রোগ হএ তিন দিন মহা ভএ
বিংশ দিন পর্যন্ত নিদান॥
পন্থ মাঝে বৃক্ষ তলে যেন হএ দিগম্বরে
নিদ্রাকালে বাস হএ দূর।
ভুত-দৃষ্টে হএ জান অজা বৃষ দিব দান
পুরান ভাণ্ডার সমতুল॥
দৃষ্টি হোন্তে সরে রোগ ভুত-দৃষ্টি সমযোগ
অজা হংস তাত দিব দান।
কিবা মিষ্ট ফল মিষ্ট দান দিলে ঘুচে কষ্ট
চতুর্দশ সম কষ্ট জান॥
নতু একবিংশ দিন রোগ যথ হৈব ক্ষীণ
ভবিষ্যতি বিধি বলে জানে।

॥ বসন ॥

ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহন্ত তবে নববস্ত্র শনিবারে
পরিবারে শাস্ত্র পঢ়ি মনে ॥
প্রথম প্রহর ভাল শেষ দিন জঞ্জাল
সেই বস্ত্র দহিব আনল।
আর রবি মধ্যে জান সোম শুভ অনুষ্ঠান
রোগ শোক খণ্ডএ সকল ॥
নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্ধিলে উত্তম বারে
চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে।
নব বস্ত্র ফাড়ি যবে এহি রবিবারে তবে
ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে ॥
দ্বাপরে কহন্ত সার বস্ত্র দহে যেই বার
রবিবারে দহিলে বসন।
লোক সঙ্গে দ্বন্দ্ব হএ সোমে যদি বস্ত্র দহে
প্রবাসেত করন্ত গমন ॥
মঙ্গলে দহিলে রোগ বুধেত আনন্দ যোগ
গুরুবারে বাস দহে যবে।
বিদেশের বন্ধু জন মিলে দৈব নিয়োজন
মনে আনন্দ বাঢ়ে তবে ॥
শুক্র মনে বাঢ়ে তোষ শনিএ দহিলে দোষ
রবিএ দহিলে শুভ যোগ।

॥ বিবিধ কর্ম ॥

যে যে বারে যে যে কাজ কহিআছে শাস্ত্র মাঝ
কহিতে লাগিল সত্য যুগ ॥
শনিএ মৃগয়া হএ রবিএ গৃহ নির্মএ
বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি।
শনি পরবাস যাএ বণিজেত লভ্য পাএ
মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি ॥
নাড়ী ছেদি রক্ত লৈব রোগ সব দূর হৈব
বুধে ভাল ঔষধ ভক্ষণ।
গুরু-বারে নৃপ আগে গেলে করে অনুরাগে
মনোগত মাগিলে পুরণ ॥
শুক্রেত বিবাহ কাজ অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ
পুণ্য কর্ম শুক্রতে করিব।
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহন্ত পুন যে যে দিনে আন
যথ কর্ম বুঝিয়া করিব ॥
সোম শুক্র বুধবারে উত্তম যে কর্ম করে
আর বারে কর্ম না যুয়াএ।
যদি কিবা বুধে করে যদি সে শুনিতে পারে
সংগ্রাম পড়এ সর্বথাএ ॥
দ্বাপরে কহন্ত তবে আগে সুখ যাএ যবে
পশ্চিমেত না পুরএ আশ।
সোম শনি পূর্বে নষ্ট গুরুএ দেখিলে কষ্ট
বুধে অঙ্গার উত্তরে বিনাশ ॥

॥ দেও-তাড়ন ॥

কহে সত্য নরপতি সবে শুন এক মতি
যে যে রাশি যে দেও[১] বাস।
যার যে ঔষধ বাণী ভুত খেদাইতে পুনি
সব কহে সত্য মহাশ্বাস ॥
মেষ রাশি দেও ধাম 'মহাদেও' যার নাম
পন্থে পাই মনুষ্য ধরএ।
মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষু হোন্তে পড়ে পানি
উন্মত্ত বচন কহএ ॥

---

১ দেও—দৈত্য

তাহার ঔষধ পুনি মউরের পুচ্ছ আনি
ধরিব শিরে তালপত্র সম।
অশ্বের কপাল লোম সেহ আনি দিব ধূম
ধূমে ধাইবেক ভুতাধম ॥
বস্ত্র ঢাকি রুগী মাথে ধূম আনি দিব তাতে
ধূম যেন শরীরে প্রবেশে।
সন্ধ্যাকালে হেন করি প্রভাতে গোবর ধরি
ভালে আনি দিব সবিশেষ ॥
কিবা শনি গুরুবারে নতু রবি শনি বারে
তিল-তৈল জলেত মিশাই।
স্নান দিব শীঘ্রে আনি মহামন্ত্র লেখি পুনি
বাহুমূলে বান্ধিবেক যাই ॥
বৃষে 'বুধ' পাপাশএ নদী তীরে নিবাসএ
কূপ পুষ্করণী তীরে থাকে।
যেবা অপবিত্র গাএ জল ভরিবারে যাএ
অলক্ষিতে ধরে আসি তাকে ॥
দন্ত জিহ্বা কালা হএ তনু কম্পে স্থির নহে
দন্তে দন্তে করি কড়াকড়ি।
ক্ষেণে মুচুকিত হাসে দুই চক্ষু পরকাশে
নিদ্রা প্রাএ রহি থাকে গড়ি ॥
তাহার ঔষধ পুনি পুরুষ কুক্কুট আনি
বর্ণ তার হইলে লোহিত।
যার যে শাস্ত্রের নীতি তাকে বধি শীঘ্রগতি
সেই রক্ত লইব তুরিত ॥
কাঁচা মৃত্তিকার ভাঁড়ি সে রক্ত লইব ভরি
পূর্বে নিয়া দূরেত গাড়িব।
ছাগলের দুগ্ধ আনি রুগী শিরে লেপি পুনি
ভালমতে স্নান করাইব ॥
অগর[১] যে শস্য পুড়ি মধু দিব যত্ন করি
মহামন্ত্র বান্ধিবেক হাতে।
গুরুমুখে শিখিবেক ভুত-দৃষ্টি ঘুচিবেক
খণ্ডিব সকল উৎপাতে ॥
'মহানন্দ' পাপমতি মিথুনেত থাকে নিতি
সে কহিব আপনা চরিত্র।
থাকে সেই ঘর দ্বারে প্রভাতে ধরএ যারে
দেখিয়া শরীর অপবিত্র ॥
ক্ষেণে অচেতন হএ ক্ষেণে নানা কথা কহে
যে ঔষধে শুনি বিঘ্ন যাএ।
দাড়িম্বের পুষ্প আনি চাম্পা শতবর্গ পুনি
মর্দন রুগীর সর্ব গাএ ॥
সেই পুষ্প ক্ষেপি পূর্বে স্নান করাইব তবে
মহামন্ত্র বান্ধিব হস্তএ।
শিখিব গুরুর স্থান সেই মন্ত্র মহাজ্ঞান
মহানন্দ তবে দূর হএ ॥
কর্কটএ নিবাসএ অপবিত্র দেহ লএ
বৃন্দাবনে থাকে পাপমতি।
অপবিত্র রজঃ ধরে দুই পাশে ব্যথা করে
মধ্য দেশে ব্যথা করে অতি ॥

---

১ অগর—বিষনাশক

সে কহিল নিজ বাণী যে ঔষধে ধাএ পুনি
শ্বেত অজা শোণিত আনিয়া ।
মন্ত্র লেখি সেই রক্তে সিদ্ধ করি ডান হস্তে
গুরু মুখে লইব জানিয়া ॥
সিংহেত 'আদর' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে কহিল নিজ বিবরণ ।
নিশা কালে যে মুগধ না পাখালে কর পদ
মুখ না ধোএ মলিয়া[১] বদন ॥
অপবিত্র দেখি ধরে উদরে বেদনা করে
লিঙ্গদেশে বেদনা জন্মএ ।
কহিব ঔষধ তার চাহি লোক উপকার
যে ঔষধে যে দেও ঘুচএ ॥
ধরিয়া বোয়াল মৎস্য উফারি লৈব অবশ্য
শিরের পাছের চর্ম তার ।
দহিয়া সেই মৎস্য চর্ম খাটের তলেত ধূম্র
দিব যেন শাস্ত্রের বিচার ॥
সর্ব দেহ বস্ত্র ঢাকি খাটেত রাখিয়া রুগী
মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়া প্রকট ।
গুরু হোস্তে মন্ত্র লেখি হস্তেত বান্ধিব দেখি
মন্ত্র বলে ঘুচিব সঙ্কট ॥
কন্যাতে 'ছওদ' নাম নিবাসএ দেও ধাম
শেষে কহে আপনা কথন ।
না ভাবিয়া করতার যেন শাস্ত্র ব্যবহার
প্রভাতে যে করএ শয়ন ॥
অপবিত্র পাএ যবে তাহারে ধরএ তবে
কৃষ্ণ হএ শরীর তাহার ।
সর্ব গাএ কণ্ডূ হএ তিলেক বিশ্রাম নহে
সে ঔষধ কহি তত্ত্ব সার ॥
চালে থাকে পক্ষীচএ তাত যে পুরুষ হএ
তাক নিছিবেক রুগী গাএ ।
যারযেন শাস্ত্র নীতি তাকে বধি শীঘ্রগতি
চারি খণ্ড করিবেক তাএ ॥
প্রথমে দক্ষিণ পাখে ক্ষেপিব দক্ষিণ দিকে
যেন মতে শাস্ত্র নীতি আছে ।
তবে পুনি বাম পাখে ক্ষেপি উত্তর ভাগে
অঙ্গারের ধূম্র দিব গাএ ॥
তিল তৈল-জলে স্নান করাইব পাছে জান
তবে চতুর্পদ পাপ ধাএ ॥
গুরু হোস্তে মন্ত্র জানি ততক্ষণে লেখি পুনি
রুগী হস্তে বান্ধিবেক তাক ।
তুলা রাশি কার হএ তাত দেও নিবাসএ
'কালা' তাকে বলি নিএ যা'ক ॥
গুহার মাঝারে থাকে সে পাপিষ্ঠ ধরে যাকে
নয়নেত রোগ উপজএ ।
টুটায় চক্ষুর দৃষ্টি ধূম্রাকার দেখে সৃষ্টি
ঔষধে শোষহ বিঘ্নচএ ॥

---

১ মলিয়া—মাজিয়া, ঘষিয়া

কৃষ্ণ বিড়ালের বিষ্ঠা আনিব করিয়া চেষ্টা
হরিদ্রা গন্ধক সঙ্গে তার।
তার ধূম রুগী লৈব সে পাপিষ্ঠ দূর হৈব
হস্তেত বান্ধিব মন্ত্র সার ॥
বিছাএ 'আজ্জিল' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে কহিল নিজ ব্যবহার।
নারীর উদরে বৈসে প্রকটএ সপ্তমাসে
নব মাসে সব দুরাচার ॥
করিবারে গর্ভপাত করে নানা উৎপাত
গর্ভ হোন্তে শিশু হএ পাত।
পশ্চাতে চল্লিশ দিন থাকএ রোগের চিন
ঔষধে সে খণ্ডে পরমাদ ॥
অম্ল দাড়িম্বের পাত হরিতাল গুড়ি তাত
জতুক হিঙ্গুল গুড়ি সঙ্গে।
কস্তুরী টুটেক দিয়া পোঁটলা নির্মি লৈয়া
মর্দিবেক সেই নারী অঙ্গে ॥
সেহ মলা(?)এক করি মাটির বরুনা[১] ভরি
মুখামুখি দুই গোটা বান্ধি।
গাড়িব ধরণী তলে স্নান করি শুদ্ধ জলে
স্নান শেষে শ্বেত বস্ত্র পিন্ধি ॥
অগর[২] শস্য পুড়ি সে ধূম্র লইব নারী
রক্তবর্ণ গোধন শোণিতে।
গুরু হোন্তে মন্ত্র শিখি সেহ রক্তে মন্ত্র লিখি
বাহুমূলে বান্ধিব নিশ্চিন্তে ॥

'চিন্দ' নামে দেও ছার ধনুএ নিবাস তার
রন্ধনশালাত থাকে নিতি।
অন্নে তার দৃষ্টি পড়ে সে অন্ন খাএ যে নরে
দুর্ভোগ যে হএ তার অতি ॥
রোগ হএ জ্ঞান ছাড়ে বচন কহিতে নারে
কম্প করে স্থির নহে অঙ্গ।
তাহার ঔষধ পুনি কুক্কুটীর বিষ্ঠা আনি
হরিদ্রাহ দিব তার সঙ্গ ॥
চৌপথের[৩] মাটি আনি দহি ধূম দিব পুনি
যেমতে প্রবেশে রুগী গাএ।
গুরু হোন্তে মন্ত্র শিখি হস্তেত বান্ধিব লেখি
তবে জান চিন্দ পাপ যাএ ॥
'কসুন' পাপিষ্ঠ মতি মকরেত বৈসে নিতি
যথা সব মৃত গড়ি থাকে।
যে নারী মকর রাশি চিতাশালে দুখে আসি
বিলাপএ উচ্চস্বর ডাকে ॥
প্রভু নাম যদি লএ ধর্ম শাস্ত্র যে পড়এ
তার কাছে যাইতে না পারে।
যদি শোকে বিলাপএ প্রভু নাম নাহি লএ
শীঘ্রগতি ধরএ তাহারে ॥
হস্ত পদ নাহি নড়ে সংজ্ঞা তার রোগে হরে
তাহার ঔষধ শুন কহি।
আনিয়া গাভীর হাড় অসিত মৃত্তিকা আর
তাত ধূম্র দিব সব দহি ॥

---

১ বরুনা—সরা ২ অগর—বিষনাশক ৩ চৌপথ—চৌরাস্তার মিলন স্থল

মন্ত্র বান্ধিবেক হাত খণ্ডিবেক উৎপাত
তবে সব বিঘ্ন নাশ হএ।
কুম্ভে 'আচর্ম' বৈসে থাকএ জলের কাছে
যেবা যাএ জল আনিবারে ॥
অপবিত্র স্নান করে শীঘ্রগতি তাক ধরে
মুহুশ্চিত ভূমিত পড়এ ॥
হস্ত পদ আছাড়এ লোকে 'বায়ু' হেন কহে
সেই ক্ষণে মৃত্যু যোগ হএ ॥
শিয়রে মৎস্য আনি মস্তক লইব পুনি
অসিদ্ধ মৎস্যের পিত্ত আর।
আর গোধনের মূত্র সব করিব একত্র
বরুনাত ভরিব সভার ॥
পন্থের মস্তকে গিয়া সে সব গাড়িব নিয়া
আর দিন পুষ্করণী জলে।
সেই জলে স্নান দিব মহামন্ত্র লেখি লৈব
বান্ধিব রুগীর বাহু মূলে ॥
মীনেত 'কুঅরি' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে থাকএ পাতাল ভিতর।
জড়িয়া বালক মুখে নিজ স্থানে নিয়া সুখে
পাপিষ্ঠে পাড়এ অথান্তর ॥
শিশু ভাণ্ডি বহু করে জননীর দুগ্ধ ছাড়ে
মৃত্যু যোগ দেখে সর্বজনে।
তাহার ঔষধ বোলে সপ্তটি নদীর জলে
ঝারি ভরি আনিব যতনে ॥
সেই জলে স্নান দিব সে জল ভরিয়া লৈব
মৃত্তিকার পাতিলা ভরিব।
ত্রিপন্থে ক্ষেপিব জল ঠামে থাকে পক্ষীবর
তাত এক পুরুষে ধরিব ॥
নিয়া শিশুর গাএ শাস্ত্র-নীতি বুঝি তাএ
দুই খণ্ড করিব সে তনু।
পক্ষীর দক্ষিণ ভাগ ক্ষেপিব দক্ষিণ দিক
বাম ভাগে ক্ষেপিব উত্তর ॥
মন্ত্র বান্ধিবেক গলে কিবা বান্ধে বাহু মূলে
খণ্ডিব বালক উৎপাত।
মোহাম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ ॥

যুগ-সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল।
হরষিতে মিত্রকণ্ঠে আশীর্বাদ দিল ॥
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত।
যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ ॥
সিদ্দিক বংশেত ভব নব-কল্পতরু।
শাহা সোলতান পীর জ্ঞানে শুক্র-গুরু ॥

॥ কবির নিবেদন ॥

(গুর্জরী রাগ—জমক ছন্দ)

মোহাম্মদ খানে কহে শুন গুণিগণ।
গুণ লই দোষ তেজ না হও বিমন ॥
মূর্খে যদি কথা কহে পণ্ডিতের আগে।
নানা অর্থে বর্ণে তাক শুনি শ্রধা লাগে ॥
শুকনা কাষ্ঠেত যদি লেপএ চন্দনে।
সুগন্ধি আমোদ পাএ শুঁকিব যেই জনে ॥
মৃত্তিকায় মৃগমদ মিশ্রিত করিলে।
কস্তুরীর গন্ধ হএ পাষাণে পিষিলে ॥
পিতল অঙ্গুরী যদি নৃপ করে রএ।
সুবর্ণ অঙ্গুরী হেন লোকে বিমর্ষএ ॥
দুর্বা যদি সিদ্ধ করে কেহো কদাচন।
খাইতে সুস্বাদ হএ উত্তম ব্যঞ্জন ॥
আমলকী আনি মিষ্ট সিদ্ধ করে যবে।
খাইতে অমৃত ফল মুখে লাগে তবে ॥
ফুল সঙ্গে কদলীর সূত্র শিরে রাখে।
অশুদ্ধ যে শুদ্ধ হএ পণ্ডিতের মুখে ॥
এথেকে পণ্ডিত লোকে দোষ না লইবা।
আপনা মর্যাদা দেখি গুণ বিচারিবা ॥
অশুদ্ধ করহ শুদ্ধ ক্ষেম অপরাধ।
পরনিন্দা মহাপাপ পাছে পরমাদ ॥
সকলের প্রতি দোষ গণিবারে পারে।
সেই সে পণ্ডিত নিজ দোষ যে বিচারে ॥
সহজে নির্গুণী আহ্মি জানিএ আপনে।
ঢোলের শবদ[শব্দ] যেন দূরে ভাল শুনে ॥
চর্ম-কাষ্ঠে ঢাকি আছে তনু মাঝে শূন।
চাহিলে তেহেন আহ্মি অশুদ্ধ নিগুণ ॥
ভর্ত-পুষ্প ডালে যেন দেখিতে সুরঙ্গ।
মুকুলে খসালে সেই গন্ধহীন অঙ্গ ॥
আপনে মাগিএ দোষ দোষী হই নিত।
মহাজনে পরদোষ ঢাকিতে উচিত ॥
নিজ দোষ দেখি লাগে তেজি এ জীবন।
ধরে প্রাণ রহে মাত্র কহি কি কারণ ॥
কাহাত নাহিক দোষ ছাড়ি নিরঞ্জন।
চান্দেত কলঙ্ক দেখ তারার কারণ ॥
কালী ধরে মুণ্ড-মালা ইন্দ্র পাএ লাজ।
সহস্র লোচন বন্দী হৈল সেই কাজ ॥
মাধবে গোপিনী পরে করে[১] কুন্তী সতী।
সতী দ্রৌপদীএ বরে পাণ্ডু পঞ্চপতি ॥
রাবণে হরিল সীতা রামক সমিত।
ভৃগুপতি মাতৃ বধে লোকে অবহিত ॥
মিষ্ট আম্রে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি।
দোষে-গুণে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি ॥
চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে বসে মণি।
মৃগমদ শুনিতে শুঁকিতে ধন্ধ পুনি ॥
এথেকে সে শান্ত করি আপনার মন।
নহে নিজ দোষ গুণি তেজিতুঁ জীবন ॥
এথ সব কহি আহ্মি না নিন্দিএ কা'ক।
কিন্তু এথা মন শান্ত করি আপনাক ॥

---

১ পরে করে—উপগত হয়, কৃষ্ণ এবং কুন্তীও ব্যভিচার করেন

রাত্রির প্রদীপ চন্দ্র তাকে কে নিন্দিব।
পরম সাধক পরনিন্দা না করিব॥
দশরথ সুত রাম সীতা মহাসতী।
মৃগমদ সুগন্ধি বাস সেবে সুরপতি॥
সহজে নির্মল গন্ধি অমৃত সুফল।
সর্বগুণ সব আছে সকল উজ্জ্বল॥
এথেকেহ অপরাধ যদি থাকে মোর।
ক্ষেম ক্ষেম গুণিগণ করোঁ করজোড়॥
গুণিগণে যথ কহে শির 'পরে ধরি।
হিত উপদেশ হেন তাকে মনে করি॥
কিন্তু মাত্র পিশুন যে নিন্দা করে নিতি।
তাহাকে না গুণি যার এহেন আকৃতি॥
আহ্মি অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি শিশু অল্প জ্ঞান।
আহ্মাকে নিন্দসি সত্য-মিথ্যা নাহি জান॥
আছিল নেজামি[১] নাম কবি মহামতি।
আজিহ সংসার মাঝে আছে তার কীর্তি॥
হেন মহাসত্ত্বক নিন্দিল কথ লোক।
কিন্তু মাত্র শুক যেন নিন্দএ উল্লুক॥
শুক উল্লুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি।
কেহ পাড়ে ভ্রুকুটি কাহার মধুবাণী॥
খদ্যোতে নিন্দএ যেন দেব নিশাকর।
নিশি হৈলে জুতি ধরে দোঁহ কলেবর॥
দেখি চন্দ্র-কলঙ্কী সংসারে করে দীপ্তি।
খদ্যোতে আপনা গর্বে করিলেক জুতি॥
গোবরুয়া[গোবরে]কীটে যেন নিন্দল ভ্রমর।
কেহ পদ্ম 'পরে কেহ গোময় উপর॥

সহজে নেজামি সুর জগতে প্রকাশে।
রিপু তম কতক্ষণ থাকিব আকাশে॥
সহজে নেজামি যশ-মানের কাঞ্চন।
নাঢ়িয়া (?) পিতল যেন ধরিব তুলন॥
সহজে নেজামি যেন কৃপার সাগর।
তাকে কি নিন্দিব কালী-নাগের সরোবর॥
করিব গন্ধ কিবা ঢাকএ বসনে।
চন্দনে কি তেজে গন্ধ হীন পরশনে॥
বিষ্ঠায় কি নষ্ট হএ সমুদ্রের জল।
মহাজন নিন্দা কৈলে দুর্জন নিষ্ফল॥
ক্ষেম সেই অপরাধ আএ গুণিগণ।
সদুপদেশ পড়িএ এসব বচন॥
মহা সাধু নেজামি যে পুরুষ প্রধান।
তাহাকে নিন্দিলে হৈব হীনমতি জান॥

বিশেষ রচিলুঁ উপরে যে পঞ্চালি।
যেন মতে যুদ্ধ কৈল সত্য সঙ্গে কলি॥
বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে।
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে॥
তাতে যদি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ।
না বুঝিয়া গুণিগণ না করহ রোষ॥
যে যুদ্ধ সমাপ্ত হৈলে অগ্নিদাহ টুটে।
যুদ্ধ অগ্নি মাঝে জুতি প্রজ্বলিত বটে॥
সহজেই গুণিগণ যুদ্ধ-ধর্ম ছাড়ে।
এথেকে ক্ষমহ দোষ উচিত বিচারে॥

---

১ নেজামি—প্রখ্যাত ইরানি কবি নিযামী

ধর্ম কথা কউ[ক] সুখে পাপী মাত্র নাশ।
দাতার যশের কথা হউক প্রকাশ॥
পাপাশয় কৃপণ যাউক রসাতল।
সত্য সত্য হউক যে দহুক আনল॥
কপটের কণ্ঠ নাশ হৌক সর্বকাল।
সুবুদ্ধি সম্পদ পাউ[ক] ঘুচুক জঞ্জাল॥
বীর্যশালী ক্ষেত্রিএ সংগ্রামে পাউ[ক] জএ।
মরি যাউ[ক] যেবা যুদ্ধে ধাএ প্রাণ ভএ॥
সংসারেত পণ্ডিতের রহুক বাখান।
সভাতে বর্বর মূর্খে পাউ[ক] অপমান॥
শত উচ্চতা পাউ[ক] নবীদের শির।
শত কণ্ঠে মিত্রতা বাড়াউ[ক] ধরার॥
সত্য জয় লভউক কলি পাউ[ক] নাশ।
যবে চন্দ্র সূর্য রহে এই উপদেশ॥
মোহাম্মদ খানে কহে প্রভু নিরঞ্জন।
অনাথের নাথ পাপ করহ মোচন॥

॥ মুনাযাত ॥

(লাচারী)

প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান
হের করোঁ জোড় হাত।
জানি বা না জানি যে পাপ করিলুঁ
অপরাধ ক্ষেম মোর।
হউ নফর মেনে পাপ করিলুঁ বহু
লিখন নিরঞ্জন তোহর নিযোজন
বিনে সে ভাবিলুঁ
কিবা অপরাধ মোর।
অমিয়া গরল
অহি ছিল জল
ভুঞ্জি করায়সি ভোগ।
আহ্মি লোভী তাই মো হোসি
গরল মরণ যোগ।
স্বরগ নরক যাহার বাখান
ধিকাধিক নাহি তাক।
খান মোহাম্মদ মাগে তুয়া পদ
পদরেণু করি রাখ॥

॥ রচনাকাল ॥

রসের শেষ সুরগুরু গঞি'দেও'গুরু পরবেশ।
দৈত্যগুরু শেষ হৈল অস্তে গেল সূর।
উজ্জল করিল চন্দ্র নক্ষত্রের পুর॥
দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দধি'[১]।
রাত্রি হই[য়া] গেল সংসার অবধি॥
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণে সহস্র পরণাম॥

॥ মালিক, লিপিকর ও লিপিকাল ॥

এহি পুস্তকাধিকারী শ্রীআব্বাস খলিফা পীং এআচমত খলিফা সাং হাজার বিঘা। খএরাত শ্রীবকসী হামিদ। লিখক শ্রীগোলাম আলী। সন ১১৪৪ মঘী। তারিখ ২ জমাদিল আখের। মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবিবাসর। বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড।*

---

১ দস সত বান সত বান দস দধি

॥ সংযোজন ॥

১০৭-১০ পৃষ্ঠার আলোচনার আলোকে পঠিতব্য :

সৈয়দ সুলতানও তাঁর 'নবীবংশে'র উপক্রমে পরাগল খানের নামোল্লেখ করেছেন :

"লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি॥"

এই নামই সুখ্যাত। মোহাম্মদ খানের তা অজানা থাকবার কথা নয়। কাজেই মিনা খান ও পরাগল খান অভিন্ন ব্যক্তি হলে মোহাম্মদ খান মিনা খানের বিকল্প-নামও উল্লেখ করতেন, যেমন করেছেন পীর শাহ্ ভিখারীর ক্ষেত্রে।

১১৪-১১৬ পৃষ্ঠার পাঠের আলোকে পঠিতব্য :

সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের বন্দনাংশেই রচনাকালটি পাওয়া গেছে। কাজেই ওটি রচনা আরম্ভের তারিখ—সমাপ্তির নয়। এ বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে কয়েক বছরই লাগার কথা। 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৬৩৯ খৃঃ) রচয়িতা শেখ মুতালিবের পিতা কবি শেখ পরাণ 'নবীবংশের' উল্লেখ করেছেন। পিতা ও পুত্রের গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে ত্রিশ বছরের ব্যবধান ধরে নিলেও সৈয়দ সুলতান ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে 'নবীবংশ' রচনা শেষ করেন বলে মানতে হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে 'যুগ-সংবাদ' রচনাকালে মোহাম্মদ খান 'মুরীদ' হন নি। কাজেই ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে মোহাম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের সাগরেদ হন এবং 'মক্তুল হোসেন' রচনার নির্দেশ পান। সৈয়দ সুলতান তরুণ বয়সে নবীবংশ রচনা সুরু করেন বলে অনুমান করলেও ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়েস প্রায় আশী বছর হয়েছিল।

—আহমদ শরীফ সম্পাদিত

---

* সম্পাদনার ও প্রকাশের প্রবর্তনা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। আর কৃতজ্ঞ রইলাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর সুকুমার সেন, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, আলি আহমদ, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্য-রত্ন, ডক্টর আহমদ হাসান দানী প্রমুখ জীবিত ও মৃত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণের নিকট—যাঁদের মোহাম্মদ খান বা সৈয়দ সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছে।

॥ সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১০৪		২৪	সংশয়ের কথা এই নে	সংশয়ের কথা এই যে
১১১		৪	তিনটে পর্বাংশ	দুটো পর্বাংশ
		১২	পংক্তি শেষের '—'	চিহ্ন লোপ পাবে।
১১৭		১০	কোথাও আর	আর কোথাও
১২০		১	গুণঞ্জাপক	গুণজ্ঞাপক
১২১	১	৫	রিপুকাল···	রিপুকুল তৃণসম দুর্জনের কাল।
	২	৫	তরনী	তরণী
		৫	করি···সক্য	কিবা আছে শক্য
১২৩	১	৫	দুষ্টমতি	দুষ্টমতী
১২৪	২	১	দসনের	দশনের
	২	৬	কামগুণী	কাম কেলি
১২৭	১	২৫	তোহ্মি	তুহ্মি
১২৮	২	১০	বৈশ্য	বশ্য
১২৯	২	১১	অসক্য	অশক্য
	২	২১	নাহএ	না হএ
১৩২	২	২০	পদ্মিণী	পদ্মিনী
১৩৫	১	৫	ইন্দুমতী	ইন্দুমতী
	২	২১	অমলকী	আমলকী
	২	২৪	মুগদ্ধ	মুগধ
১৩৬	২	২২	কাপি	কাঁপি
	২	২৮	জড়ে	জরে
১৩৭	১	৬	চাপি	চাপ
	২	২১	ইন্দ্রমতী	ইন্দুমতী
১৪০	২	১৩	সুব্রত	সুরতি
১৪৩	১	২০	অন্ধকার	অন্ধকারে
১৪৫	১	৮	শীল	শিল
১৪৮	২	১৭	সৈন্তে পরে	সৈন্য পড়ে
১৪৯	১	১৬	অশ্বকাটে	অশ্ব কাটে
১৫০	১	১৩	অসক্য	অশক্য
	১	২২	চাহিল	চাহিলুঁ

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৫৩	২	৪	ভস্মপাত	ভস্মপাত
১৫৪	২	২১	নিঃশঙ্ক	নিঃশঙ্ক মন
১৫৬	১	২	টঙ্করে	টঙ্কারে
	১	১৯	শোনিতে	শোণিতে
	১	২৩	সূর্য ধৈর্য	সূর্য-ধ্বজ
১৫৮	১	১১	লবন	লবণ
	২	১৭	গুনিজনগণ	গুণিজনগণ
১৫৯	১	১৫	উষ্ণ স্বরে	উষ্ণস্বরে
	১	১৯	মোছলো	মোছ লো
	২	৯	সিদ্ধাদের	সিদ্ধা দেব
১৬০	১	২৩	প্রাণ নাথ	প্রাণনাথ
	১	২৬	উষ্ণ স্বরে	উষ্ণস্বরে
	২	৩	দারুন	দারুণ
	২	২৩	কল্প তরু	কল্পতরু
১৬৪	১	১৭	দন্ত	দন্তে
১৬৮	২	১১	গুনি	গুণি
১৭৫	২	২৪	গৌরিক	গৈরিক
১৭৬	২	১২	নিবাতি	নিবারিতে
১৮৩	১	১	ঘাদিয়া	ঘা দিয়া
	২	৫	শ্বাসে-বাউ	শ্বাস-বাউ
	২	৭	রমন	রমণ
	২	১৫	লবন	লবণ
১৮৪	১	৫	খাইবারে	খাইবার
১৮৫	২	৮	জায়ন্ত	যায়ন্ত
	২	৯	সক্র	শক্র
	২	১৮	বিপ্রছার	বিপ্র ছার
১৮৬	১	১০	সক্র	শক্র
	১	২৪	আকার	প্রকার
১৮৭	১	১৯	মধু রস	মধুরস-
	২	১১	সন্তাসিলা	সন্তাষিলা
	২	১২	অসক্য	অশক্য
১৯৩	১	১১	শক্র	শক্র

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৯৪	১	২০	পিষুন	পিশুন
	২	১৬	হইলুম অমাবশ্যা	হইব অমাবস্যার
১৯৫	২	৬	যাইব	কহিব
	২	২১	পাএ গণ	পাত্রগণ
১৯৭	২	১২	পার	পারে
	২	১৫	খেচর সিদ্ধি	'খেচর-সিদ্ধি'
১৯৮	১	১৯	মায়ামতী	মায়াবতী
১৯৯	২	১২	নাশা	নাসা
	২	১৭	তিলেক	তিলক
২০০	১	৩	নাসা	নাগ
২০৪	২	২৬	রাত্রি	রাতি
২০৬	২	৭-৮	৮ম পংক্তি ৭ম পংক্তিরূপে	পঠিত হবে
২০৯	১	৭	মহাবল	মহাবন
২১১	১	১৩	সাধু	সাধু সাধু
২১৩	১	২০	এথা অথা ... নাহি তার	এথা অথা ধিক পুণ্য কিছু নাহি আর
২১৫	২	৫	বিষ্টা	বিষ্ঠা
	২	২১	চতুর্দ্দশ	চতুর্দ'শ
২১৬	২	২৪	মৃত হোন্তে	হোন্তে মৃত

॥ শব্দ-সূচী ॥

অথান্তর—বিপর্যয়
অশক্য—অসাধ্য, অবর্ণনীয়, অনুচিত, অশিষ্ট
আটোপ—সম্ভ্রম, গর্ব, গৌরব, আড়ম্বর
আনকে—অপরকে
ইস্তকে (ইস্তক—ইস্+তক হিঃ)—পর্যন্ত, অবধি, সমস্ত
উজাএ—অগ্রসর হয়, আগাইয়া যায়
উতল—<উতলা, চঞ্চল
উপেক্ষন্ত—উপেক্ষা করে
এড়ে—ছাড়ে
কঙ্ক—কাক
কাতিমান—কাতা, দড়ি
কার্তিকবীর্ষ—কার্তবীর্য
কিসকে, কিসেরে—কি জন্য, কেন
কুল্ল—কুলা
কুঞ্জোর—<কুঙর—কুমার
গোহারী—নালিশ, অভিযোগ, আবেদন, প্রতিকার প্রার্থনা
চান্দথু—চাঁদ থেকে, থু>থেকে
চিন্তসি—মধ্যমপুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি 'সি' —চিন্তা কর, তুল : বাখানসি, করসি, দেখসি, বোলসি, নিন্দসি প্রভৃতি

চিন্তহ—মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞা—চিন্তা কর
চাপ—ধনু
চিরাউ—চিরায়ু, চিরজীবী
জগমগি—অস্থির, কম্পমান, ডগমগ
জনু—যেন, ব্রঃ বুঃ
জাদ—ফিতা, বস্ত্র
ঝাটে—দ্রুত, শীঘ্র
টাঙ্কবাণ—খন্তা বা খণিত্রমুখী বাণ
তস>তসনস—নষ্ট, বিচূর্ণ
তোহর, তোহার—তোমার
থল—স্থল
থিয়াই, থিহাই (<স্থিত) তুঃ থিতানো, স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া
"থু"—থুথু
থু<থেকে<থাকিয়া—হইতে, অপেক্ষা
দান্তাল—(দন্ত+আল)=দাঁতাল
দ্বিজরাজ—সূর্য
দেঅসি—(মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি-সি) —দাও
দেঅহ—(মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞা)—দাও
দৈবহি—দৈবাৎ, দৈবেও
নির্বহন্ত, নির্বহিল—নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, সমাপ্ত করা, যাপন করা
নিয়ড়ে—নিকটে
নিরুৎসুক—ভীতিজনক, ত্রাসকর, উৎসাহ-বর্জিত
নেউটে, নেওটি—ফিরিয়া আসা
নেহা—<স্নেহ, (তুঃ লেহ)—প্রেম
নেহালএ—<নেহারএ—দেখে
পটেশ্বর—পটাঙ্কিত ছবি
পাপশত—শত পাপী
পায়দল—পদাতি সৈন্য, পদব্রজে
ফাড়ি—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া
বচাবচ—কথোপকথন, আলাপ
বরিখএ—বর্ষন করে
বক্ত—অদৃষ্ট, কপাল
বাউ—বায়ু
বাহ—বাজাও
বিমর্সিলা—বিবেচনা করিলা, চিন্তা করিলা
ভগন—ভগ্ন
ভাবিনী—প্রেমিকা
ভালি—ভাল
ভাও, ভাণ্ডিল—ভাঁড়ান, প্রতারণা করা, বঞ্চিত করা
ভেজাইয়া—পাঠাইয়া, জ্বালাইয়া
ভেটাএ—দেখায়
ভেদন—প্রবেশন, বেঁধা, ভেদ করা, বিদারণ
ভুঞ্জন—ভোজ্যদ্রব্য, খাদ্য-অর্থে
ভুঞ্জি—ভুগিয়া, ভোগ করিয়া
ভ্রমাই—ঘুরাই
মইল—মরিল
মা'স—মাংস
মিট—মিল, ক্ষীণ-দীপ্তি, তুঃ মিটমিট
মেহু—মেঘ
মোতি—মোহিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া
মুহুশ্চিত—মূর্ছিত
যুঝনা—যুদ্ধ
যুতি—যুক্ত করিয়া, জুড়িয়া
শক্য—সাধ্য, করা সম্ভব
শরি—শর
শাল—শেল
সভ্রমেহ—ঘূর্ণনের সহিত, ঘুরাইয়া
সমসর—সমান, তুঃ একসর, দোসর, সোসর
সমাহিত—সাবধান
সমুন্ত—শিব
সাঞিছেত—দ্বার বা বাসগৃহ সন্নিহিত স্থান
সান্ধি—সান্ধান করিয়া, প্রবেশ করাইয়া, বিঁধিয়া
সিত—চন্দ্র
সিন্ধিল—প্রবেশ করিল
সেনেহ—<স্নেহ
হাবিলাস—অভিলাষ
রাই<রাধা—সুন্দরী তরুণী
রাজধ্বনি—রাজখ্যাতি
লখি—লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া, তুঃ পেখি
লুলিত, লোলিত—জড়িত, মাখামাখি